নবাব সিরাজউদ্দৌলার কীর্ত্তি-কাহিনী—

বেগম-সাহেবা।

(মুর্শিদাবাদের সত্য ঘটনাময় উপন্যাস।)

ঐতিহাসিক-উপন্যাস-সম্রাট্

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—

"মজুমদার লাইব্রেরী"

১০৬ নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা।

পৌষ-পার্ব্বণ।

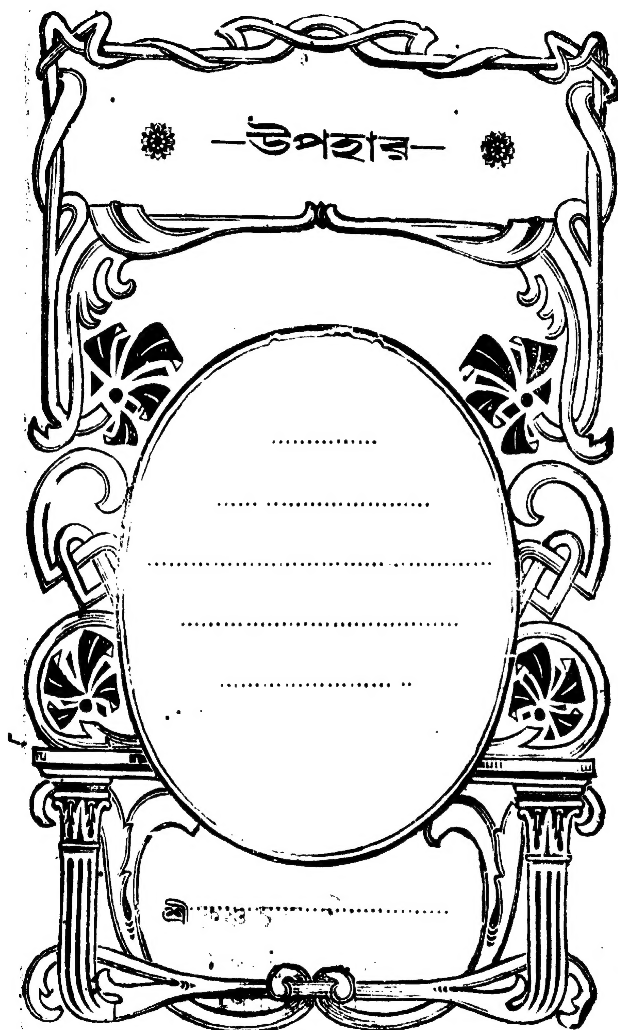
—১৩৩৪—

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীগৌরচন্দ্র দেব
বঙ্গ-সাহিত্য-তীর্থ
২২।৫।এ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

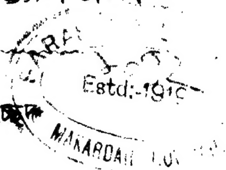


প্রিণ্টার—শ্রীনুটবিহারী মজুমদার।
"মজুমদার প্রেস"
১০৬নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা


—উপহার—
শ্রী

বেগম-সাহেবা

ঐতিহাসিক-নাট্যোপন্যাস।



প্রথম পরিচ্ছেদ

"আমি সিরাজ—সিরাজ—সিরাজউদ্দৌলা।"

"কোন্ সিরাজ ?"

"বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় আবার ক'টা সিরাজ আছে ?"

"অনেক।"

"আকাশে অনেক নক্ষত্র আছে—কিন্তু চাঁদ আছে ক'টা ?"

"তবে অমাবস্যার চাঁদ আলোক বিতরণ করতে পারে না মানব তার পানে ফিরেও তাকায় না।"

"হলেও তবু সে চাঁদ—নক্ষত্র নয়—খদ্যোত নয়—দীপ-শিখা নয়।"

"কিন্তু সূর্য্য-প্রভায় শত চন্দ্র আভা হীন হয়ে পড়ে। আমি সূর্য্য-সেবক—চন্দ্রের নিকট আলোক ভিখারী নই।"

"সূর্য্য কে ?"

"বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন অধীশ্বর—সুজা উলমুলক হেসামউদ্দৌলা মির্জ্জা মহম্মদ আলিবর্দ্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর।" (১)

"আমি সেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের আদরের নাতি সিরাজ—আমি তোমার প্রভু সিরাজ—আমি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ অধীশ্বর সিরাজউদ্দৌলা।"

"তাহ'লেও আপনি বালক মাত্র। এক বালকের হস্তে সুবিশাল বিহার সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড অর্পণ করতে পারি না। আর আপনি যখন স্বসৈন্যে এসেছেন—তখন বিশ্বাস করে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করতেও দিতে পারি না।" (২)

"স্মরণ রেখ—তুমি আমার আজ্ঞাধীন—আমার প্রতিনিধি।" (৩)

"সে কথা বিস্মৃত হই নাই।"

"তাহ'লে বুঝলুম তুমি রাজদ্রোহী।"

"আমি রাজানুগত প্রজা—প্রভুভক্ত ভৃত্য।"

"এই কি তার নিদর্শন?"

"আপনি আমায় নিয়োগ করেন নাই। আমায় নিয়োগ করেছেন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। তাঁর আদেশ ব্যতীত আমি আপনার আদেশে রাজ-দণ্ড পরিত্যাগে—আপনার হস্তে সাম্রাজ্য তুলে দিতে পারি না।"

"সাবধান কাফের, পুনঃ পুনঃ অবজ্ঞায় আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করে নিজে দগ্ধ—ভস্ম হয়ো না—এখনও সাবধান।"

"বালকের ক্রোধ বাক্যে—রক্তনেত্রে—শঙ্কায় সঙ্কল্প ত্যাগ হিন্দু করে না।"

"পরদেশীর পাদুকা যাদের শিরোভূষণ—তাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না হিন্দু।"

"যারা হিন্দুর অনুগ্রহে সিংহাসনে উপবিষ্ট—হিন্দুর অনুকম্পা প্রদত্ত অন্নে দেহ যাদের পরিপুষ্ট—তাদের মুখেও হিন্দুর নিন্দা সাজে না বালক।"

"কুর্ণিশ করতে যাদের জন্ম—তারা এমনি ভাবেই স্বীয় শক্তি অপরের করে ডালি দেয়। শোন হিন্দু, তোমরা জন্মেছ কুর্ণিশ করতে—আমরা জন্মেছি কুর্ণিশ নিতে। তাই আদেশ আমার, এই মুহূর্ত্তে সসম্মানে কুর্ণিশ করে দুর্গ দ্বারপথ পরিত্যাগ কর।"

"নবাবের পোষ্য-পুত্ররূপে (৪) আপনাকে কুর্ণিশ করতে প্রস্তুত—কিন্তু নবাবের বিনানুমতিতে দুর্গ ত্যাগে প্রস্তুত নই। আমি পট্টাবাস ও খাদ্যাদি প্রেরণ করছি—আপনি বিশ্রাম করুন। শুনেছি, নবাব এখন মুর্শিদাবাদে নাই—বর্গী দমনে উড়িষ্যার পথে গিয়েছেন। যেখানেই তিনি থাকুন, আমি অদ্যই নবাব সকাশে তাঁর অনুমতির জন্য পত্রসহ দূত প্রেরণ করছি। তাঁর আদেশ প্রাপ্তি মাত্রেই আপনাকে সসম্মানে দুর্গ মধ্যে গ্রহণ ও বিহারের অধীশ্বররূপে বরণ করবো।"

"আজ্ঞাবাহী ভৃত্য তুমি জানকীরাম—উপদেষ্টা নও—আদেশ-দাতা নও। আমার আদেশ পালনে সহজে—স্বেচ্ছায় সম্মত না হলে, আমার সৈন্যবর্গ—আমার আগ্নেয়াস্ত্র—আমার আদেশে তোমার বক্ষ-রুধির পানের জন্য মহা গর্জ্জনে এই মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।"

"ক্ষিপ্তকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার শক্তি এ বাঙ্গালীর আছে। যাও বালক, বৃথা তর্ক-বিতর্কে নিষ্প্রয়োজন। রাসবিহারী, (৫) দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ কর।"

"বটে! ভৃত্য হয়ে—কাফের হয়ে—শৃঙ্খলাবদ্ধ পশু হয়ে এত স্পর্দ্ধা! রাজারাম, আক্রমণ কর দুর্গদ্বার। মীর-মদন, দাগ কামান—জলধি জল মন্থনে—উঠুক অস্ত্র ঝনঝনা বিশ্ব বিলোড়নে।" (৬)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"একি হলো মীর-মদন! মুহুমুহুঃ ভীমকায় কামান-মুখ নিঃসৃত অগ্নি-গোলক ধারা বর্ষণেও দুর্গ-প্রাকারের কোন অংশই ধ্বংস বা ভগ্ন হলো না! (৭) দুর্গ উলঙ্ঘনের সব চেষ্টা—দুর্গ জয়ের প্রতি উদ্যমটা বিফল নিষ্ফল হলো! হিন্দু কি যাদু জানে মীর-মদন?"

"সত্য—সত্য বলেছেন নবাবজাদা, হিন্দু যেন কালের সহচর—হিন্দু যেন সর্ব্বশক্তির আধার। নতুবা যে মীর-মদনের গোলক অজেয় দুর্গ জয় করেছে—যে মীর-মদনের বাহুর শক্তি শত বজ্রে গঠিত—যে মীর-মদনের কালানল তুল্য আগ্নেয়াস্ত্র শুধু ধ্বংস-বাণীই নিনাদিত করে এসেছে—সেই মীর-মদনের সর্ব্ব চেষ্টা আজ চূর্ণিত—সর্ব্বশক্তি আজ নমিত—সর্ব্ব অস্ত্রগতি আজ দমিত হয়ে পড়েছে। বুঝি এ পরাজয় বিধাতার অভি-বষিত।"

"আর যে সিরাজউদ্দৌলার কূট-কৌশলে—শের-সাহসে—ইরম্মদ-শক্তিতে শত সহস্র অরাতি-বক্ষ বিদীর্ণ—লক্ষ শত নৃপতি শির আনত—শত সহস্র গর্ব্বীর গর্ব্ব-প্রণত; যে সিরাজ কালের করাল গতির ন্যায় শুধু ধ্বংস—শুধু নাশ করে বেড়িয়েছে; যার অস্ত্র পরাজয়ে কখনও কোষবদ্ধ হয় নাই (৮) সেই বিশ্ব-বিজয়ী বীর সিরাজ আজ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ এক কাফেরের নিকট—ততোধিক লজ্জাজনক এক ভৃত্যের নিকট পরাজিত! এ কথা স্মরণে—

ঘৃণায় লজ্জায় হৃদয় ক্ষিপ্ত, তিক্ত হয়ে ওঠে—মৃত্যু ইচ্ছা প্রবলতায় জেগে ওঠে। বৃথা—বৃথা এ জীবন—এ রতন-ভূষণ ধারণ—বৃথা এ শিরস্ত্রাণ বহন! দূর হোক—চূর্ণ হোক—ভস্ম হোক সব। পরাজিতের—রাজ্য-হীনের দীন-হীন বেশই শোভনীয়।"

সত্যই অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক সিরাজদ্দৌলা মস্তক হতে মহা মূল্যবান রত্নরাজি পরিশোভিত শিরস্ত্রাণ—কণ্ঠ হ'তে বিশাল রাজ্য ক্রয়োপযোগী বিপুল অর্থে ক্রীত মহার্ঘ্য মণিময় কণ্ঠহার দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

তৎদৃষ্টে সিরাজ নর্ম্ম-সঙ্গী মেহেদীনেসার, (৯) নবাবজাদার মহামূল্য কণ্ঠ-হার মৃত্তিকা থেকে গ্রহণে বলিল,—

"বালকোচিত চপলতায়—উন্মত্তজনোচিত ক্রোধেএ কি করছেন নবাব! এ ক্রোধ—এ ক্ষিপ্ততা আপনাকে আপনার উদ্দেশ্য পথ থেকে—লক্ষ্যপথ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে। আরও—আরও অপমানের ভীষণ কল্লোল কল্লোলিত আবর্ত্তে নিক্ষেপ করবে। তখন এই শত্রু—এই কাফের বিদ্রূপ-ভাষে সম্ভাষণ করবে—উপহাসে হাস্য করবে। সে যে আরও অসহনীয় হবে। তাই বলি বিহারের নবাব, এ ক্রোধ দমনে স্থির লক্ষ্যে—অটলতায় গন্তব্য-পথে অগ্রসর হোন। সুবিশাল সাম্রাজ্য বিহারের অধিপতি আপনি—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী আপনি—কিসের অপ্রতুলতা কিসের অভাব আপনার? এই মহার্ঘ কণ্ঠহার—বেগমের মহামূল্য আভরণ রাজি—লক্ষ স্বর্ণ-রৌপ্য মণিময় মণ্ডিত গো-যান বিক্রয়ে এইখানে নব-শক্তি সংগ্রহ করুন। (১০) চতুর্দ্দিকে সাহায্যার্থে দূত প্রেরণ করুন। বিহার নবাবের সানুনয় সাদর আহ্বানে—অনেক শক্তিমান সাগ্রহ আগ্রহে ছুটে আসবে। তাই আবার বলি, এ উন্মত্ততা পরিহার করুন। নবীন-ভাগ্য নবোজ্জ্বল আলোকে বরণ করবে আপনাকে।"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি মেহেদীনেসার। উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতা তুমি

আমার। তোমারই নির্দ্দেশ—তোমারই উপদেশ সাদরে আদরে গ্রহণ করলুম। মীর-মদন, এই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে সুযোগ্য সুদক্ষ বিশ্বাসী দূত প্রেরণ কর—আমার আহ্বান সামন্ত ও স্বাধীন নৃপতিবর্গকে জানাতে—এখানে সমবেত হবার নিমন্ত্রণ করতে। দেখবো একবার, এই কাফেরের কত শক্তি—দেখবো একবার এই বৃদ্ধের মস্তিষ্ক কত বুদ্ধি প্রসব করে।"

"তৎপূর্ব্বে মীর-মদনের কর্ম্মে ইস্তফা গ্রহণ করুন নবাবজাদা।"

"একি আবার কৌতুক তোমার মির? এ আবার কোন্ খেলা তোমার বন্ধু? কিন্তু স্মরণ রেখ—এ হীরাঝিল নয়—প্রান্তর। লীলা-খেলা—রঙ্গ-রহস্য প্রান্তরের দ্রব্য নয়।"

"সে জ্ঞান মীর-মদনের আছে।"

"তবে সহসা এ ভাবান্তর কেন?"

"আমি আপনার সহগামী হয়েছিলুম—আপনার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারে। আমি আপনার কার্য্যে আমার শক্তি নিয়োজিত করেছিলুম—আপনাকে উদার বোধে। কিন্তু সে ভ্রান্তি ভঙ্গ হয়েছে আমার। এক রাজদ্রোহীর সেবায় মীর-মদনের কর প্রসারিত হবে না; এক স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচারে মীর-মদন ইন্ধন যোগাবে না। উচ্চ—উন্নত—উদার—অত্যুদার বঙ্গাধিপতি নবাব আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে রাজানুগত মীর-মদনের অস্ত্র উত্থিত হবে না—তাই বিদায় প্রার্থনা কর্চ্ছি।"

"সিরাজ তোমায় বিদায় দেবে সেই দিন—সেদিন সিরাজ ভূ-গর্ভে শয়ন করবে। সিরাজ মুক্তকে আবদ্ধ করতে—উদারকে আলিঙ্গন করতে—মহৎকে বক্ষে ধারণ করতে বড় ভালবাসে—তাই সে তোমায় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে। এ আলিঙ্গন তুমি স্বেচ্ছায় মুক্ত না করলে—সিরাজ কখনও করবে না—এই সিরাজের শপথ। যে দাদু, আশৈশব পিত্রাধিক স্নেহবারি বর্ষণে লালন-পালন করেছেন—যে সিরাজ তাঁর কণ্ঠের কণ্ঠ-

হারের ন্যায় কণ্ঠালিঙ্গনে পরিপুষ্ট হয়েছে; যাঁকে সিরাজ দেবতা অপেক্ষা উচ্চাসনে বসিয়ে প্রতিনিয়ত পূজা করে; দাদু যার ধ্যান জ্ঞান—দাদু যার ইষ্ট-মন্ত্র—ঈশ্বর নাম; দাদুই যার জীবনের আনন্দ—আশার প্রদীপ: সেই সিরাজ—আজ সেই মহতী মহান—স্বর্গাপেক্ষা গরীয়ান দাদুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে—এ হীন কল্পনা কোথা থেকে—কেমন ক'রে তোমার উচ্চ অন্তরে প্রবেশ করলো মীর-মদন? কি ভাবে—কোন্ পথে এ নীচতা তোমার স্বচ্ছ-শুভ্র উচ্চ প্রাণে প্রবিষ্ট হলো? ছিঃ ছিঃ. এ হীন ধারণা—দীন কল্পনা পরিহার কর মীর-মদন। আমি চাই শুধু পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধার করতে—এই কাফের গর্ব্ব চূর করতে। দাদুর পোষা-পাখীর মত থেকে শুধু দুবেলা দু-মুঠো খাদ্য খেয়ে জীবন-ধারণ করতে চাই না। চাই একটু মুক্তি—একটু তৃপ্তি—একটু স্বাধীনতা। আমি বিলাস দ্রব্যের ন্যায় দাদুর প্রাসাদে সজ্জিত হয়ে থাকতে চাই না—আমি চাই মানুষের ন্যায় বিশ্ব-বক্ষে বিচরণ করতে। আমার এই স্বাধীন স্বত্তার—এই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্তির পথে যদি দাদু অযথা প্রতিবন্ধক-রূপে দণ্ডায়মান হন—তখন—তখন মানবোচিত দর্পে—বীরোচিত কর্ম্মে—রাজপুত্রের গর্ব্বে তখন উন্মুক্ত করবাল করে দাদুর বিপক্ষে দাঁড়াতে সঙ্কুচিত হবো না—এ সু-নিশ্চয়ই। এতে যদি রাজদ্রোহী বলে ঘৃণার উদ্রেক হয় তোমার—তবে যেতে পার, বীর গর্ব্ব-হীন, ধর্ম্ম-হীন, নরত্বহীন—অপদার্থ কোন রাজ বা রাজপুত্রের নিগড়াবদ্ধ পদতলে আশ্রয় গ্রহণে। উচ্চাশাহীন, প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসহীন, অকর্ম্মণ্যের করুণা-ভিক্ষায় কর প্রসারণে।"

"হে দেব-গুণ-স্পন্দিত, নরলোক নন্দিত, অমরালোকবাসিত দেব-বালক,—সব সন্দেহ, সব ভ্রান্তি, সব অন্ধকার তোমার উজ্জ্বল গৌরব-গরিমায়—প্রদীপ্ত-প্রভায়—উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চিনেছি তোমায়—তুমি দর্প-গর্ব্বের—মান-অভিমানের মূর্ত্ত-মূর্ত্তি। বুঝেছি তোমায়—তুমি

সব তরঙ্গের একটা মুক্ত উচ্ছ্বাস—স্বর্গ থেকে এসেছ নেমে। ধন্য আমি তোমার দাসত্ব গ্রহণে—ধন্য আমার জীবন—তোমার আদেশ পালনে।

হে মহিমানিকর, ভৃত্যের অপরাধ বিস্মরণে কর করুণা—কর মার্জ্জনা।

হে গরিমা-সাগর, আজ এই মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে—মুক্তকণ্ঠে শপথ করছি—আজ থেকে মীর-মদন দেবাদেশের ন্যায় বিনা বিচারে তোমার আদেশ পালন করবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ



"নারায়ণ সিংহ।" (১১)

"আদেশ করুন নবাবজাদা।"

"আদেশ তামিল করতে পারবে?"

"পারবো কি না, তা জানি না—তা বলতে পারি না। তবে নবাবজাদার আদেশ তামিল করতে এ হিন্দু তার দেহের সব শক্তি—সব ঐকান্তিক ইচ্ছা—সব প্রতিভা নিয়োজিত করবে—এ কথা মুক্ত ভাবে—মুক্ত-স্বরে স্বীকার করতে পারি।"

"তাহ'লে পারবে। তাহ'লে আমার এই পত্র নিয়ে নবাবের কাছে

যাও। যেখানে—যে দেশেই নবাব থাকুন, সেইখানেই পত্র পৌঁছে দেওয়া চাই-ই। যদি পার—পুরস্কার বা সম্মান প্রদানে সিরাজদ্দৌলা কৃপণতা করবে না।"

"হিন্দু তার কর্ম্মের সাফল্যকেই পুরস্কার জ্ঞান করে—প্রলোভনে কর্ম্ম-পথে পদক্ষেপ করে না। নবাবজাদার আদেশ তামিল করতে পারলেই, পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। কার্য্যান্তে আবার সাক্ষাত হবে। অনুগত ভৃত্যের সাদর-অভিবাদন গ্রহণ করুন বিহার-পতি।"

"তুমি ভৃত্য নও—বন্ধু। তুমিও তোমার বন্ধু সিরাজের প্রীতি-অভি-নন্দন গ্রহণ কর।"

"এই উচ্চ নীচ ভেদ-হীনতা—এই জাতি সমদর্শীতার জন্যই হিন্দু আজ আপনার পদানত। কার্য্য যদি সু-সম্পন্ন করতে পারি—তখন আভূমি প্রণত হয়ে—শ্রদ্ধাধারায় প্রভুর গমন-পথ বিধৌত করে দেব।"

তেজস্বী সুশ্রী—সুন্দর দর্শন, দূত বা গুপ্তচর নারায়ণ সিংহ প্রস্থান করিলে, সিরাজদ্দৌলা ডাকিলেন,—

"মীর-মদন—"

"হুকুম করুন।"

"আমার আদেশানুযায়ী যথারীতি দূত প্রেরিত হয়েছে?"

"সেই দিন—সেই দণ্ডেই দূতগণ প্রেরিত হয়েছে।"

"তোমার কার্য্য তৎপরতায় প্রীত হলুম। কিন্তু আমি অতিমাত্র আশ্চর্য্য হচ্ছি, এই বৃদ্ধ কাফের জানকীরামের দুর্জ্জয় সাহস দর্শনে। প্রভু শক্তিকে শিশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে দুর্গ-দ্বার রুদ্ধে সে নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বিগ্নে বিশ্রাম সুখানুগত। তার এ অবজ্ঞার যোগ্য দণ্ড—তার বিশ্বাসঘাতকতার কঠোর শাস্তি প্রদান করতে যতক্ষণ না পারছি—ততক্ষণ হৃদয়ানল প্রশমিত—নির্ব্বাপিত হবে না।"

"তাই যদি হয় নবাবজাদা, তাহ'লে শুভ্র-কেশগুচ্ছ নিয়ে—শিথিল বক্ষ নিয়ে—লোল দেহখানি নিয়ে স্বয়ং বৃদ্ধ জানকীরাম তোমার সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে; তাকে শাস্তি দাও—তাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত কর; কিন্তু এই দুর্গ জয়ের সঙ্কল্প পরিহার কর—এই বিশ্বাসঘাতক শব্দে সম্বোধন প্রত্যাহার কর—শুধু এইটুকু এ বৃদ্ধের—কিশোরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা।"

"এ কি জানকীরাম! তুমি! তুমি একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-কটক মধ্যে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য তোমার সাহস। জীবনে কি তোমার কোন মমতা নাই?"

"না—নাই নবাবজাদা। বৃদ্ধ হয়েছি—এখন এ জীবন অপেক্ষা পর-জীবনের মমতা—পর-জীবনের চিন্তা—সতত বৃদ্ধকে আকর্ষণ করছে।"

"এ ভণ্ডতা—এ কপটতা সিরাজ সম্মুখে দেখিও না—সিরাজকে এ কৃত্রিম উদার্য্যে বিচলিত করতে পারবে না। যে জীবনে মমতাহীন যে পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন—সে কেন রাজ্য-লিপ্সায় নর-শোণিতে ধরিত্রী-বক্ষ রঞ্জিত করে—পর-জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করবে? তাই বলি, কুটিলতা কপটতা পরিত্যাগে সরলভাবে বল, কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে —এই দুর্দ্দম সাহস মাত্র সহায়ে এসেছ কেশরী-পরিপূর্ণ অরণ্যানী মাঝে?"

"এসেছি—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার যুবরাজকে জানাতে, যে বৃদ্ধ জানকী-রাম বিশ্বাসঘাতক নয়—সে প্রভু-পরায়ণ। এসেছি—নবাবজাদাকে জানাতে যে, জানকীরাম যদি বিশ্বাসঘাতক হতো—তাহ'লে এতক্ষণ নবাবজাদার করদ্বয় মুক্ত থাকতো না। এসেছি—আপনার জন্য পট্টাবাস ও আহার্য্য বহনে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যত অধীশ্বরের আচ্ছাদন হীন প্রান্তরে দীন-হীনের ন্যায় অবস্থান অশোভনীয়। বিশেষতঃ সঙ্গে নারী—তাঁর সম্মান রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন।"

"বিদ্রোহীর অনুকম্পার প্রত্যাশী সিরাজ নয়। প্রজার অনুগ্রহ প্রদত্ত কোন দ্রব্য সিরাজ স্পর্শও করবে না। যাও বৃদ্ধ—নিজ স্থানে গমন কর; আর জেনে যাও বৃদ্ধ, সিরাজ কেশরী—শৃগাল নয়। সিরাজ উচ্চ অবদান—নীচ উপাদান নয়; সিরাজ হিমালয়—বল্মীক স্তুপ নয়। তাই যখন তুমি আমার উদারতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায়---সম্পূর্ণ সবলতায় একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছ—তখন তোমায় সিরাজ-চরিত্র অম্লান রাখতে মুক্তি দিলুম। মীর-মদন, অক্ষত-দেহে, এই গর্ব্বী শত্রুকে রেখে এসো তার দুর্গ-দ্বারে।

জানকীরাম, শক্তি-সামর্থ্যে, বীর-গর্ব্বে পারি যদি তোমার ঔদ্ধত্যের তোমার এ প্রভু-দ্রোহীতার শাস্তি দেব। মুষ্টি মধ্যে পেয়ে যে শত্রুকে শাস্তি দেয়—সে মানুষ নয়। কিন্তু সিরাজ মানুষ বলে গর্ব্ব করে; যাও—মীর-মদন নিয়ে যাও।" (১১)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"রাজা-সাহেব!"

"কে—কে—তুমি আবার কে? তপ্ত লাল-সোণার বরণ—তরুণ-তপনের মত মুখমণ্ডল! মধ্যে তার জ্বলন্ত-পাবক শিখার মত নেত্রদ্বয় দীপ্ত-আভায় জ্বল্ জ্বল্ করছে—ললাট পুরোভাগে শত সৌভাগ্য নৃত্য করছে—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-শিখা বিনির্গত হচ্ছে! বাঃ, চমৎকার মূর্ত্তি। এমন সুন্দর বপুষ্মান দেহ, এমন তেজোবান্ মূর্ত্তি তো কখনও

দেখি নাই! তবে হাঁ—কল্পনা করেছি। শত দিন—শত স্বপ্নে যেন এই মূর্ত্তি শতবার উদিত হয়েছে নেত্রপথে আমার। যেন মনে হচ্ছে—অতীতের কোন পরিচিত মূর্ত্তি আজ অতীতের স্মৃতি নিয়ে উদিত শরীরী-দেহে। কে—কে তুমি অতীত স্মৃতি বহনে এলে বাঙ্গালী?"

"আমি আপনারই একজন দীন-হীন, সামান্য নগণ্য প্রজা মাত্র।"

"তুমি সামান্য নগণ্য! দেবতার মহত্বে মণ্ডিত যার মুখমণ্ডল—সৌভাগ্যের সূর্য্যোজ্জ্বল স্থ-দীপ্তিতে সমাচ্ছন্ন যার ললাট পুরোভাগ—প্রতিভার প্রদীপ্ত প্রভা প্রবাহিত যার মুখমণ্ডলে - স্বর্গীয় দীপ-শিখার স্নিগ্ধ স্বচ্ছ রশ্মি যার নয়ন মধ্যে নিহিত—নরলোক ঈপ্সিত, অকল্পনীয় মহিমার আলোক আভা যার সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত—সে নয় দীন-হীন—সে নয় নগণ্য সামান্য। বল—বল যুবক, কে তুমি হীন ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে সিরাজকে ধন্য করতে এসেছ? বল, তুমি কোন্ স্বর্গবাসী?"

"আমি স্বর্গবাসী নই—আমি ঐ কুটীরবাসী।"

"তাহ'লে—ঐ কুটীর-ই মন্দির।"

"আর ঐ মন্দিরের আপনি-ই দেবতা।"

"আমি!"

"হাঁ—আপনি! আপনার স্নেহ-ছত্রতলে এ দীন প্রজা বর্দ্ধিত আপনারই জমির উপর ঐ ক্ষুদ্র কুটীর রচিত। আপনি রাজা, প্রজার দেবতা। তাই দেব-আহ্বানে এসেছি আজ শ্রদ্ধাভারাবনত অন্তরে। রাজা আপনি—আপনি এই অনাচ্ছাদিত ভূমিতলে শয়ন করবেন—আর প্রজা হয়ে আমি কেমন করে আচ্ছাদিত স্থানে সুখ-শয্যায় শয়ন করবো? তাই দীন হয়েও, শুধু শ্রদ্ধাভক্তি সম্বল করে—এ দীন-প্রজা—রাজ-আহ্বানে: হীন ভক্ত—দেবতা বরণে যুক্ত করে দণ্ডায়মান। ভক্ত—ভক্তের—অনুগত প্রজার এ দুরাশা কি পূর্ণ হবে না রাজা?"

"বাঃ—বাঃ—সুন্দর এ ধ্বনি—যেন এ পীরের আজান-বাণী—মুগ্ধ-মন, মুগ্ধ প্রাণ। সত্য—সত্য কি বাঙ্গালী তোমরা রাজাকে এমনিই ভালবাস—এমনি ধারাই ভক্তি কর?"

"করি।"

"রাজারাম—রাজারাম—"

"নবাবজাদা।"

"তোমরা রাজাকে কোন্ চক্ষে, কি ভাবে দেখে থাক রাজারাম?"

"পিতার চক্ষে দেখে থাকি—দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে থাকি।"

"তাহ'লে শপথ করছি—যদি কখনও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হতে পারি,—তখন হিন্দু, তখন সমগ্র উচ্চ রাজপদে হিন্দুকেই অভিষিক্ত করবো। (১৩) কিন্তু বাঙ্গালী, রাজা হলেও আমি যে মুসলমান।"

"মুসলমান হলেও আপনি রাজা—সর্ব্ব ধর্ম্মের বিধান-কর্ত্তা—সর্ব্ব জাতির বিচার-কর্ত্তা—সুতরাং রাজা জাতি-হীন।"

"তোমার নাম কি বাঙ্গালী?"

"মোহনলাল।"

"বাঃ, সুন্দর—নাম সুন্দর—মূর্ত্তি সুন্দর—বাক্যও সুন্দর। এ নাম যেন কোন অতীতে শুনেছি—এখনও যেন এই নাম কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। যেন কতদিন এই নাম আমার রসনা উচ্চারণ করেছে—যেন তুমি আমি একদিন একত্রে কত খেলা খেলেছি—কণ্ঠালিঙ্গনে ভাই ভাই বলে ডেকেছি। বাঙ্গালী, পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"তাহ'লে তুমি পূর্ব্ব-জন্মে আমারই ভাই ছিলে। জানি না, কোন্ মহা অপরাধে আজ উভয়ে বিভিন্ন-জাতি—উভয়ে মহা ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন।"

"বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন নয় রাজা; একই দেশে—একই জননীর গর্ভে,

একই পিতার ঔরসে—হিন্দু, মুসলমানের উৎপত্তি। সেই দ্বাপর যুগ হতে হিন্দু-মুসলমান—হিন্দুস্থানেরই মলয়বাসিত—সৌরভ-আকুলিত—শস্য-বিভূষিত মৃত্তিকায়, জলে, বাতাসে পরিবর্দ্ধিত পরিপুষ্ট। রাজা যযাতির ঔরসজাত পুত্র তুর্ব্বসু হতে মুসলমান আর পুরু হতে হিন্দু-বংশের বিস্তার। তাই বলি, হিন্দু-মুসলমান একই দেশবাসী—একই জননীর সন্তান।"

"বাঙ্গালী, একি সত্য ?"

"হিন্দু যদি স্বীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থকে সত্য জ্ঞান করে, তাহ'লে মুসলমানকেও ভ্রাতৃ-জ্ঞান করবে।"

"তাই হোক—তাই হোক। হিন্দু-মুসলমান দুটো ভাই-ই হোক। তাহ'লে উভয় শক্তি সমবায়ে এক ত্রিভুবন জয়ী মহা শক্তির উদ্ভব হবে। অমরবাসীও সে শক্তি-দাপে কেঁপে উঠবে—ধরিত্রীর বক্ষঃ নড়ে উঠবে। তাই হোক—তাই হোক—হিন্দু-মুসলমান করে কর দিয়ে কণ্ঠালিঙ্গনে ভাই ভাই বলে সরোষে সগর্ব্বে—স্বদর্পে সুদীপ্ত ভালে দাঁড়াক। তাই হোক—তাই হোক—হিন্দু-মুসলমানের বাহুর সব শক্তি—হৃদয়ের সব ইচ্ছা—অস্ত্রের সব তীক্ষ্ণতা সমসূত্রে গ্রথিত—জড়িত—আবদ্ধ হোক। ইতিহাস মহা কোলাহলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক—আর্য্যাবর্ত্ত দীপ্ত হয়ে উঠুক।

মোহনলাল, আজ থেকে তুমিও আমার ভাই। ভায়ের নিমন্ত্রণ—ভক্তের আহ্বান আমি গ্রহণ করলুম।"

"আর রাজরাণী ?"

"এ মহত্ত্বের লহর-ধারায় স্নাত হতে তিনিও আমার অনুগামিনী হবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"নফিসা—"

"জাঁহাপনা।"

"নফিসা, হিন্দু যেন দেবতার আধারভূতা প্রতিমূর্ত্তি। এক বৃদ্ধ হিন্দু জানকীরাম, একটা উল্কাপিণ্ডের মত সহসা আমার সৈন্য-শ্রেণী মধ্যে আবির্ভূত হয়ে—আমার সব গর্ব্ব দর্প চূর করে—আমার সব মান-অভিমান দীর্ণ ভিন্ন করে—আমার অজেয় বীরত্ব পরাজয় করে চলে গেল—মহত্ত্ব পাবকশিখায় আমার হৃদয় আলোকোজ্জ্বল করে! আবার আজ এক অপরিচিত হিন্দু মোহনলাল, স্মিত শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তিতে দেবতার ন্যায় উদিত হয়ে—কোমল-করুণ কণ্ঠে আমায় আহ্বান করলো। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বরের নাতি আমি—বিহারের অধিপতি আমি—যার এক কণা করুণার জন্য শত সহস্র আমীর ওমরাহ উৎসুক-উদ্‌গ্রীব—সেই সিরাজ-উদ্দৌলা আমি—আমি মোহনলালের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না। তোমায় নিয়ে চলেছি তার পর্ণ-কুটীরে। বল দেখি নফিসা, হিন্দু কি যাদু জানে?"

"হিন্দু যাদু জানে না—হিন্দু রাজ-পূজা জানে—কর্ত্তব্যের সেবা করতে জানে।"

"কর্ত্তব্য! আমি বিহারের রাজা, বৃদ্ধ জানকীরামের কি কর্ত্তব্য নয় আমার করে রাজ-দণ্ড প্রদান করে কুর্ণিশ করা?"

"রাজ্যখণ্ড—লোষ্ট্রখণ্ড নয়—বালকের ক্রীড়ার দ্রব্য নয় প্রভু।"

"বালক হলেও আমি রাজা।"

"জানকীরাম রাজ-পূজা প্রদানে অসম্মত নন।"

"তুমি নফিসা, তুমি প্রখরা বুদ্ধিশালিনী—তোমার বাক্য এক এক সময়ে আমার সঙ্কল্প শিথিল করে দেয়। তুমি জারিয়া (১৪) এ যেন বিধাতার একটা অভিশাপ অথবা একটা কৌতুক-লীলা মনে হয়। কাজ নাই আর উত্তর প্রত্যুত্তরে। হয় তো সঙ্কল্পচ্যুত—লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়বো। রাজারাম, আর কতদূরে সেই মোহন-আবাস?"

"ঐ যে—ঐ সম্মুখে সুচিত্রিত পর্ণ-কুটীরখানি।"

"ঐ কুটীর! বাঃ সুন্দর! পরিচ্ছন্নতা—শুভ্রতা—শুচিতা—ঐ কুটীর সম্মুখে যেন ঝরে পড়েছে। কুটীর প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষগুলি নৃত্য-ব্যাকুলা—ভ্রমরকুল মধুপানে আকুলা—কোকিলা, কোয়েলা, দোয়েলার মধুময়ী-সঙ্গীত লহরীধারায় দিগন্তর পরিপ্লাবিত। বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প—পুষ্পে পুষ্পে শোভা—শোভায় শোভায় মনোমোহন করছে। এই মোহনের অধীশ্বর বলেই বুঝি নাম তার মোহনলাল! শত সাধনায়—শত ব্যর্থ তুলিকায়—দেবীর আশীর্ব্বাদে নির্ম্মিত করেছে চিত্রকর—বুঝি ঐ কুটীরের মোহন চারু-চিত্রখানি। এত শোভা—এত সৌন্দর্য্য—এ ক্ষুদ্র কুটীরের! এ যে ধ্যানে ধারণায়—জ্ঞানে কল্পনায় আন্‌তে পারি নাই নফিসা। আহা-হা—কি সুন্দর—কি সুন্দর! এ মুক্ত প্রকৃতির ভুবন মোহন শোভা সম্পদে গঠিত কুটীরের নিকট আমার কোটী কোটী অর্থে নির্ম্মিত হীরাঝিল, যেন আমার চক্ষে হৃত-শোভায়—ম্লান-আভায় ভেসে উঠ্‌ছে। বাঃ—বাঃ—আজ সিরাজের নয়ন—এ রূপ, এ ভূষা, এ মনোলোভা শোভা দর্শনে প্রীত—তৃপ্ত হলো। ওকি—ও কে রাজারাম, সর্ব্ব শোভা অপহরণে—ঐ মোহনলালের পার্শ্বে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়ী মহিমময়ী বিশ্ব-আলোকময়ী কে ঐ নারী দাঁড়িয়ে?"

"অনুমান—মোহনলালের সহধর্ম্মিণী। রাজ-রাণীর আহ্বানে স্বামীসহ দণ্ডায়মানা।"

"দেখে কি মনে হচ্ছে? কোন্ দৃশ্য—কোন্ চিত্র জেগে উঠ্‌ছে অন্তরে তোমার রাজারাম?"

"মনে হচ্ছে—যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ-অতিথি আপ্যায়ণে আবির্ভূত।"

"হাঁ—হাঁ—আমারও—আমারও ঐ রকম একটা মহোচ্চ মহিমা আলোকিত চিত্র ভেসে উঠছে। কিন্তু তাকে আঁকড়ে উঠতে পারছি না যেটাই ভাবতে যাই—সেটাই এই সজীব সত্য চিত্রের নিকট হীন হয়ে পড়ে। মনে হয়—এর তুলনা বিশ্ব-সংসারে নাই। মনে হয়—সিরাজের শির, আশীষ-ভূষায় বিভূষিত করতে, দেবতার এ একটি মঙ্গললীলার আয়োজন। আর নয়—এসে পড়েছি; আর নয়- চক্ষু সিক্ত হয়ে পড়েছে;—আর নয়—বুকটা তোলপাড় হয়ে উঠছে। মোহনলাল!"

"এই যে—এই যে রাজা আমার—দেবতা আমার; এই যে ঈপ্সিত আমার—বরিত আমার। এস—এস দীনের কুটীরে এস দেবতা। সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ আকুলতায় তোমারই দেব-লাঞ্ছিত মোহন মধুর মূর্ত্তিখানির ধ্যানে—অপেক্ষায় স্বামী-স্ত্রীতে আছি দ্বারে দাঁড়িয়ে—যুক্ত দুটী করে।

নাই পূজাপোকরণ—নাই পূজা-আয়োজন—নাই বসন ভূষণ রতন। আছে শুধু ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি—অকৃত্রিম শ্রদ্ধা—আকুল আরাধনা। আছে শুধু প্রীতি-প্রেমপূর্ণ হৃদয় আসন। সেই আসনে বসো দেবতা—এই ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণে দীন ভক্তের পূজা পূর্ণ কর রাজা।"

"সম্বরণ কর—সম্বরণ কর এ ভক্তির উত্তাল উচ্ছাস—সংযত কর রসনা তোমার—রুদ্ধ কর মহিমার এ উদ্বেল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোমার। নতুবা আজ এই পর্ণকুটীরে সিরাজউদ্দৌলার সব ভেসে যায়—সব ডুবে যায়।

মোহনলাল, মোহনলাল, তোমার স্থান আমার পদতল নয়—তোমার স্থান আমার বক্ষ মাঝে। এস বাঙ্গালী, আজ থেকে সিরাজ সখা তোমার।"

নবাব সিরাজউদ্দৌলা—মহাগর্ব্বী সিরাজউদ্দৌলা বালকের ন্যায় মহা-আগ্রহে দীন-প্রজা—কুটীরবাসী মোহনলালকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ধীরে নফিসা-বেগম সান্নিধানে অগ্রসরে মোহনলালের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী নতজানু হয়ে—উভয় কর বেগম প্রতি প্রসারণে শ্রদ্ধা-সিক্ত স্বরে বলিলেন,—

"আর হে রাজরাণী, দীনা ভিখারিণী আমি—অশন বসন ভূষণ হীনা কাঙ্গালিনী আমি। আছে শুধু অর্ঘ্য পুষ্প, চূয়া-চন্দন—আছে শুধু এই স্বহস্ত গ্রথিত পুষ্পমালা, এই যত্নে গড়া পুষ্পগুচ্ছ। দীনা সেবিকার এই দীনাতিদীন পূজার্ঘ্য গ্রহণে তার সব সাধনা—প্রার্থনা—কামনা তৃপ্ত প্রীত কর রাজরাণী।"

"শত বেহেস্তের সৌন্দর্য্য অঙ্গে যার শত আলোক-আভায় তরঙ্গে তরঙ্গে—লহরে লহরে ছুটে চলেছে। নয়নে যার সুধা-সিন্ধুর অবিরাম উচ্ছাস-ধারার মহা-নৃত্যলীলা বয়ে চলেছে। সিদ্ধি-শ্রী যার কম অঙ্গে—কনক আলোকে বিরঞ্জিত। সে নয় কখনও ভিখারিণী—সে রাজরাণী।

হে সতী, হে দেবী, আজ আমিই তোমার প্রীতির কাঙ্গালিনী! করুণা-বারি বর্ষণের বাসনা যদি জেগে থাকে স্বর্গ-রাণী, তবে আজ তোমার প্রেম-কাঙ্গালিনীকে কর করুণা বিতরণ—কর তারে তোমার মৃণাল-বাহু পরিবেষ্টনে আলিঙ্গন। আজ থেকে তুমি সাথিনী আমার—সঙ্গিনী আমার—সহচারিণী আমার।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ



"মীর জাফর।"

"নবাব।"

"তুমি নবাব আত্মীয়ের আবর্জ্জনা তুল্য। (১৫) তুমি আমার একটা মহা কলঙ্ক-কণ্টক। তুমি বীর-সমাজের একটা মহা গ্লানির দৃষ্টান্তস্বরূপ। তুমি সামরিক বিভাগের দেওয়ান—তুমি মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। এতগুলি মহোচ্চ সম্মানিত পদাসীন হয়েও তুমি কোন পদেরই সম্মান রক্ষা করতে—এমন কি বীরের পরিচয়—মানুষের পরিচয় রক্ষা করতে পার নাই। তোমার শৃগাল সম ভীরুতা, সেনাপতি নামের অঙ্গ কৃষ্ণ-রেখায় আবরিত করেছে—আমার উজ্জ্বল যশোজ্যোতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করেছে। বর্গী জানজী (১৬) তোমারই ভীরুতার জন্য গর্ব্বিত অহঙ্কারে বঙ্গ-বক্ষ পদভরে দলিত মথিত করে চলে গেল। এমন কি তোমার শিবির লুণ্ঠিত করে—তোমায় উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় চলে গেল। তুমি বাধা না দিয়ে, শৃগাল সম পলায়ন করলে। তোমার এ ভীরুতা অমার্জ্জনীয়। এক ভীরু কাপুরুষ, উচ্চ রাজপদে সমাসীন থাকলে—অপযশ-কাহিনীতে সমগ্র বঙ্গাকাশ প্রতি-নিয়ত প্রতিধ্বনিত হবে। তাই, তোমায় সর্ব্ব উচ্চ রাজ-কার্য্য হ'তে পদচ্যুত করলুম। আর তুমি রাজদ্রোহী। তোমার সাহায্য কল্পে ভ্রাতৃ-জামাতা আতাউল্লাকে প্রেরণ করলুম বর্গী বিতাড়নে; কিন্তু তোমরা

উভয়ে আমাকেই সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হও। রাজদ্রোহীতা অপরাধে তোমায় বন্দী করলুম।" (১৭)

"কিন্তু আমাপেক্ষা অধিক অপরাধী আসগড় ও আতাউল্লা। তারাই আমায় প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে, এই ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী করেছে।"

"আমি তা জানি। পূর্ব্বেই আমি তাদের নির্ব্বাসন দণ্ড প্রচার করেছি। নবী খাঁ—" (১৮)

"জনাবালী।"

"এই বন্দীকে নির্ব্বিঘ্নে মুর্শিদাবাদে হাজির করবার ভার তোমারই বাহুবলের উপর প্রদত্ত হলো।"

"বঙ্গেশ্বরের আদেশ, কলিজা দিয়ে এ বান্দা পালন করবে।"

"মাসুম খাঁ—"

"জাঁহাপনা।"

"বর্গী প্রধাবনে সৈন্যগণ শ্রান্ত—আমিও ক্লান্ত এই উড়িষ্যা উপান্তে দিবসত্রয়ের জন্য শিবির সন্নিবেশিত কর—সৈন্যদের উৎসবের অনুমতি প্রদান কর।"

"বিহার হ'তে এইমাত্র এক অশ্বারোহী নায়েব-নাজিম রাজা জানকী-রামের এক জরুরী পত্র সহ উপস্থিত হয়েছে। সে অবিলম্বে পত্রোত্তর চায়।"

"কই সে পত্র?"

"আমারই নিকট।"

"পাঠ করেছো?"

"হুজুরের নামে পত্র—পাঠ করি নাই।"

"দাও পত্র।"

আলিবর্দ্দী পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যময়

মুখমণ্ডল পত্র পাঠে অধিকতর গম্ভীর হইল। প্রশস্ত ললাট দেশ কুঞ্চিত, অনল-উদ্দীপ্ত বদন চিন্তাচ্ছন্ন হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ মাস্থম সে ভাবান্তর—সে গাম্ভীর্যাতা দৃষ্টে বুঝিলেন, ব্যাপার সহজ নয়—বড় সঙ্গীন।

সু-গম্ভীর জলদ নির্ঘোষে নবাব ডাকিলেন,—

"মাস্থম খাঁ।"

"নবাব।"

"তোমার ভাগ্য অপ্রসন্ন—বিশ্রামলাভের সুযোগ পেয়েও তোমার ভাগ্যে তা ঘটলো না। এই মুহূর্ত্তে সহস্র সৈন্য সহ আমার সঙ্গে বিহারে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। সিরাজ, বাল-সুলভ চপলতায় তার পৈতৃক-সিংহাসনে বসতে গিয়েছিল। বৃদ্ধ জানকীরাম তাকে সিংহাসন দেওয়া দূরের কথা—দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতেও দেয় নি। না জানি, আশ্রয়হীন হয়ে সিরাজ কত কষ্ট পাচ্ছে।"

"বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বরের নাতি হয়ে, যে কষ্ট কেউ কখনও পায় নি—যে কষ্ট কেউ কখনও কল্পনায় আন্‌তে পারে নি—আজ ভবিষ্যত রাজ্যেশ্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেই অকল্পিত নিষ্পীড়নে আজ নিষ্পীড়িত। আজ বিহার-পতি সিরাজউদ্দৌলা নিজ রাজ্যে বন্দী—ভিখারীর ন্যায় বৃক্ষতলবাসী—তণ্ডুলকণা-ভোজী।"

"কে—কে তুমি অশনি সম নিদারুণ বাণী শোনাও—কে তুমি হিন্দু?"

"আমি সেই দুঃখ কষ্টে নিষ্পীড়িত সিরাজউদ্দৌলার পত্র-বাহী—নাম নারায়ণ সিংহ।"

"রুদ্ধ কর বাক্য—অগ্রে দাও পত্র।"

সদ্যাগত নারায়ণ সিংহ, সিরাজ-পত্র নবাব করে প্রদান করিলেন। নবাব অতি ব্যস্তে—অতীব উৎকণ্ঠায় ক্ষিপ্র করে পত্রাবরণ উন্মোচনে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

দাদু,

আমি পিতৃরাজ্য অধিকারে এসে, বৃদ্ধ জানকীরাম কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছি। বৃদ্ধ রূঢ়বাক্য প্রয়োগে আমায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করতে দেয় নাই; এখনও দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে। আমি গোলা বর্ষণেও দুর্গ-দ্বার ভঙ্গ করতে পারি নি। সাহায্যের জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি। কোন মহাশক্তিবানের সাহায্য পেলেই, আমি দুর্গ জয়ে কাফেরকে শাস্তি দেব—পৈতৃক রাজ-সিংহাসন অধিকার করবো—নতুবা এ অপমান অনল নির্ব্বাপিত হবে না।

(১৯) আপনি পিতৃব্যগণকে রাজপদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন—কেবল আমার সময়েই স্তোক-বাক্য মাত্র। আর আমি ইহাতে ভুলিব না। নিজের ন্যায্যদাবী বলপূর্ব্বক অধিকার করিব। আপনি বাধা দেবার আয়োজন করিবেন না। আর যদি নিতান্তই বিবাদ উপস্থিত করেন—তবে হয় আপনার মস্তক আমার কক্ষদেশে বা আমার মস্তক আপনার পাদদেশে পতিত হইলে মীমাংসা হইবে। ইতি।

বিদ্রোহী—

সিরাজ।

এই অবজ্ঞাপূর্ণ, ক্রোধপূর্ণ বিদ্রোহ-জ্ঞাপক পত্র পাঠেও সিরাজের প্রতি নবাবের কণামাত্রও ক্রোধোদ্রেক হলো না। বরং একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বহু যুদ্ধজয়ী নবাবের কঠোর বক্ষও শঙ্কিত কম্পিত হইয়া উঠিল। কম্পিত করে লেখনী গ্রহণে নবাব পত্রোত্তরে লিখিলেন,—

নির্ব্বোধ,

তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বেহারের কি—সমগ্র ভারতের রাজপদ দেবার ক্ষমতা থাকলে তাহাও আমার তোমায় অদেয় নহে। গাজীকে পায় সাহাদাং অন্দর তাগো পোস্ত গাফেলকে সাহাদে এশক ফাজেল, তার আজ দোস্তগো।

ফারদার কেয়ামাৎই বা আঁ কায়মানাৎ ই কোস্তা তুষমণাস্ত ওয়া কোস্তায়ে দোস্ত। (১০)

তোমার—

দাদু।

পত্র লিখন সমাপ্তে, সিরাজ-পত্রবাহীর প্রতি দৃষ্টিপাতে নবাব ডাকিলেন,—

"পত্র-বাহক—"

"নবাব।"

"বিনা বিশ্রামে, এই মুহূর্ত্তে বিহারে দ্রুত-ধাবনে যাত্রা করে সিরাজকে আমার পত্র দিতে পারবে ?"

"না পারি—শির দেব।"

"উত্তম, এই নাও পুরস্কার তোমার—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন অধীশ্বরের রত্নময় কণ্ঠহার। যে পুরস্কার অদ্যাবধি কেউ কখনও পায় নাই, পাবার কল্পনাও করে নাই ; সেই পুরস্কার তোমায় আজ স্বেচ্ছায় প্রদান করলুম।"

"বাঃ—এ যেন সিরাজের বর্দ্ধিত প্রতিমূর্ত্তি—সিরাজের প্রতিকৃতি দেখছি। এমন ধীরতা—স্থিরতা ; দীনের প্রতি এমন সু-ব্যবহার কখনও কোথাও দেখি নাই—শুনি নাই। এমন সৌম্য শান্ত, এমন সুন্দর মধুর দেবমূর্ত্তি দর্শনে এতদিন এ নয়ন—এ জীবন বঞ্চিত ছিল—আজ দেখে সব সার্থকতায় কাণায় কাণায় ভরে উঠলো।

বঙ্গাধিপতির এ মহোচ্চ পুরস্কার—দেবতার আশীষ পুষ্পের ন্যায় সাদরে আদরে ধারণ করলুম। আর আজ থেকে শপথ করছি,—নবাব আলিবর্দ্দী আর তাঁর সজীব আলেখ্য সিরাজউদ্দৌলার হিতসাধনে এ প্রজা তার জীবন-পুষ্প—পুষ্পাঞ্জলী স্বরূপ প্রদান করলো।"

"নবী খাঁ, এই পত্রবাহকের অশ্ব সুদূরাগত, সুতরাং ক্লান্ত। আমার বহু মূল্যবান, মহা বেগবান ঘোটক এই পত্রবাহককে অর্পণ কর। আর রাজা রামনারায়ণ, তুমিও বিহারে অবিলম্বে আমার দূতরূপে যাত্রা কর। বলো—সেই বৃদ্ধ অর্ব্বাচীনকে, যদি সিরাজের এক ফোঁটা শোণিত মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, তাহলে স্ববংশে বৃদ্ধের বক্ষ-শোণিতে, সিরাজ-শোণিত বিধৌত করবো। একগাছি কেশও যদি তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য উৎপাটিত হয়—তাহ'লে তার পুত্র চতুষ্টয় সহ কেশ মুণ্ডণে—গর্দ্দভ বাহনে দেশে দেশে ঘুরিয়ে, সিরাজউদ্দৌলার একটী কেশের কত মূল্য—তা প্রত্যেক ভারতবাসীকে জানিয়ে দেব। বুঝিয়ে দেব—আলিবর্দ্দীর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সিংহাসন এক দিকে—আর এক দিকে সিরাজউদ্দৌলা। যাও—যাও—ছোটাও বিদ্যুতগতিতে তোমার অশ্ব—বিহার পথে। মাসুম খাঁ,—সৈন্য মহলে ঘোষণা কর—বিনাশ্রম বিনোদনে—নিদ্রা আহার উপেক্ষায়—এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে পবন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অশ্বচালনায় আমারই সঙ্গে পাটনায় যে যে উপনীত হতে পারবে—সেই সেই সৈন্যদের প্রত্যেককে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করবো। যাও—আমার এই আদেশ—এই মুহূর্ত্তে তাদের জানিয়ে দাও। ওকি—ওকি! নক্ষত্র সম গতিতে, অশ্ব পদভারে মেদিনী মর্দ্দিয়ে ক্ষুদ্র ও অশ্বারোহী বাহিনী কোথা থেকে আসে? পরিচ্ছদে অনুমান হয়—নবাব সৈন্য। তবে কি সিরাজ আমার, তার অভিমান-ক্ষুব্ধ বক্ষ শান্ত শীতল করতে এলো কি ফিরে?"

অতি দ্রুত এক সৈন্য আসিয়া বলিল,—

"বেগম-সাহেবা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ



"রণ বেশ পরিধানে—অস্ত্র-শস্ত্র বিভূষণে—রণ-রঙ্গিনী বিভীষণা মূর্ত্তিতে একটা শত শিখাময়ী, মহোর্দ্ধ-লেলিহানময়ী অনলের মত, একটা ধ্বংস লীলাময়ী, হু-হুঙ্কারময়ী প্রভঞ্জনের মত পৃথিবী কাঁপিয়ে—শত বিস্ময় জাগিয়ে কোন্ মহা প্রয়োজনে—কোন রাজ্য ধ্বংস সাধনে—কোন্ মহাশত্রু দলনে এসেছ তুমি বেগম-সাহেবা ?"

"সিংহিনীর ক্রোড় বিচ্যুত হয়ে শাবক তার, আজ মহা কল্লোলিত উত্তাল উর্ম্মি হিল্লোলিত—শত ব্যোম ব্যাপী ক্ষিপ্ত তরঙ্গ-তরঙ্গায়িত বিপদ সাগর মধ্যে নিঃসহায়, নিরবলম্বন অবস্থায় ছুটে চলে গেছে। আর কেশিনী কোন্ প্রাণে—কোন্ ভাবে—কোন্ সান্ত্বনায় নিশ্চিন্ত আরামে অলস-আলস্যে, শত সুখময় শান্তিময় দ্রব্য-সম্ভার মধ্যে—শত সেবিকার ব্যজনী ব্যজনে—শান্ত অঙ্গে বিলাস শয়নে শুয়ে থাকবে নবাব ? তাই আজ সব পরিহারে উন্মাদিনী প্রবাহিনীর ন্যায় ছুটে চলেছি পাটনার পথে—শাবক উদ্ধারে। তাই আজ কোমল করে ধরেছি কঠোর করবাল—স্নেহের দ্বার রুদ্ধে বক্ষে পরেছি বর্ম্ম—নেত্রের অশ্রু মোচনে জ্বালিয়েছি অনল—বিদ্রোহী বিপথগামী শাবকের শাস্তি বিধানে।"

"সত্য বলেছ বেগম-সাহেবা। সিরাজের চিন্তা—সিরাজের অমঙ্গল আশঙ্কায় এ হৃদয় আজ যেন অবসাদে দুঃখে নমিত হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে—ধরিত্রীর সব আশা আনন্দ—সব আলোক পুলক চলে গেছে আজ

হতভাগ্য আলিবর্দ্দীকে পরিহারে। মনে হচ্ছে—এ জীবনের সব প্রয়োজন নিমজ্জিত হয়ে গেছে—সব সার্থকতা ম্লান আঁধার গর্ভে আত্মহত্যা করেছে। মনে হচ্ছে—প্রকৃতি যেন আজ হৃতা শ্রীতে—বিগলিতা সৌন্দর্য্যে—কৃষ্ণবস্ত্রে অঙ্গ ঢেকেছে। বিহগ ঝঙ্কার যেন অতি করুণতায় এ কর্ণে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। আমার সিরাজ, বক্ষ শোণিতে যার সব সত্ত্বা, সব মেদ করোছ সবলতায় গঠিত—সব আশা ভরসায় করেছি যারে পরিবর্দ্ধিত—বক্ষের কলিজার মত যাকে অঙ্গে, ক্রোড়ে, বক্ষে রেখেও তৃপ্ত হয় নাই প্রাণ। সেই সিরাজ আজ অজানা আতঙ্ক পথে ছুটে গেছে। না জানি কি অশুভ বার্ত্তায়—কি কু-কুয়াশায় তার এ ক্ষিপ্ততার পরিণাম—বৃশ্চিক যাতনা অন্তরে ঢেলে দিয়ে ফুটে উঠবে নেত্রপথে আমার। না জানি কি ভীষণ ভয়াবহ ভেরী-নাদে তার এই ভ্রান্তিপথ মুখরিত হয়ে উঠবে। বৃদ্ধ জানকীরাম তাকে দুর্গে প্রবেশ করতে দেয় নাই। ক্রোধান্ধ বালক অপমানে দুর্গ আক্রমণ করে। পরাজয়ে অভিমানী সিরাজ, অনাচ্ছাদিত প্রান্তরে দীন হীনের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শত সুমিষ্ট, সুপেয়, সু-খাদ্য যার রসনা তৃপ্তিতে ব্যর্থ হতো—সেই সিরাজ আজ তণ্ডুল-কণায় জীবন ধারণ করছে। তার এ দুঃখে—এ কষ্টে আমার বক্ষ অবিরাম মহা কোলাহলে আর্ত্তধ্বনি করছে। এই দেখ বেগম-সাহেবা, অভিমানী, মহামানী বালকের অভিমান ক্ষুব্ধ—অপমান তিক্ত পত্র।"

ক্ষিপ্র করে, নবাব হস্ত হইতে সিরাজ-প্রেরিত পত্র গ্রহণে বেগম-সাহেবা পাঠ নিরতা হইলেন।

না জানি কি বেদনায়—কোন্ করুণ সুরে বেগমের কোমল প্রাণ বেজে উঠে অশ্রু প্লাবন ধারার সৃষ্টি করবে, এই ধারণায় নবাব চাহিলেন—ভ্রমর, পদ্ম-ভ্রমে যে বেগম-সাহেবার মুখ-পদ্মে ছুটে যায়—সেই শত পদ্ম-শোভা শোভিত মুখ-পদ্ম প্রতি। কিন্তু একি! নবাব স্ব-ভীতি চিত্তে—

সত্রাসিত নেত্রে দেখিলেন,—সে বদনে করুণার কণামাত্র নাই—বেদনার একটুও স্ফুরণ নাই—বিষাদের বিন্দুমাত্রও বিকাশ নাই। নবাব দেখিলেন,—সে অমল-কমল নয়নে অশ্রু নাই—কাতরতা নাই—দ্রুত স্পন্দন নাই। মহা বিস্ময়োচ্ছ্বাসে অকম্প নেত্রে নবাব দেখিলেন,—সে বদনের সব কোমলতা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে মহা গাম্ভীর্য্যে—জ্বলন্ত সূর্য্য সম আভায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবাব অধিকতর বিস্ময়-ধারা বিনিঃসৃত নেত্রে দেখিলেন,—সে নয়নদ্বয় যেন প্রদীপ্ত পাবক-শিখায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নবাব মহা ত্রাস-চকিত-নেত্রে দেখিলেন,—বেগমের নাসারন্ধ্র মহা স্ফীতিময় হইয়া উঠিল—মহা ক্রোধ-বাষ্প বিনির্গত হইতে লাগিল। ভুজঙ্গিনী সম শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইল। কোমল কুসুম বল্লরী তুল্য দেহ-লতা ব্যাতান্দোলিতের ন্যায় বিলোড়িত হইয়া উঠিল।

পত্র পাঠ সমাপনান্তে বেগম-সাহেবা সরোষে তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করে পদতলে বিমর্দ্দনে—দন্তে দন্ত নিষ্পেশনে বলিয়া উঠিলেন,—

"এত স্পর্দ্ধা ক্ষুদ্র মূষিকের—সিংহ শিরে পদাঘাত করতে চায়! এত সাহস ক্ষুদ্র ভেকের—সর্প শিরে নৃত্য করতে চায়! এত সাহস শৃগালের—করি তুণ্ডে আরোহণ করতে চায়!"

"একি ভীষণা—ভয়ঙ্করা, ভীমা ভৈরবী ধ্বংস-মূর্ত্তি দেখাও রাজ্ঞী?"

"আজ এ মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়েছে রাজা।"

"বালকের অভিমানপূর্ণ পত্রে, আজ তোমার স্নেহ-মায়া-মমতা ময়ী—হাস্য লাস্য লীলাময়ী—শোভা সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি মহা আবর্ত্তনে যদি ধ্বংস লীলায় দীপ্ত শিখায় জ্বলে ওঠে—তাহ'লে যে সৃষ্টির বক্ষ অচিরাতে সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হবে রাণী।"

"অভিমান পূর্ণ পত্র! একে তুমি অভিমান পূর্ণ পত্র বল নবাব?—যার প্রতি ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহীর মহা গর্ব্ব হুঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে—যার প্রতি

ভাষায় উদ্ধত অহঙ্কারের গর্জ্জন নিনাদিত—যার প্রতিধ্বনিতে অস্ত্র ঝন্‌-ঝনা শব্দিত—যার বক্ষ জুড়ে একটা রক্তাভা ফুটে উঠছে—তাকে তুমি অভিমান পূর্ণ পত্র বল নবাব? স্নেহের অতল তলে বিসর্জ্জন দিয়েছ কি রাজার বিচার—অভিভাবকের কর্ত্তব্য? অন্য কেউ বিদ্রোহী হলে শত শক্তিতে, শত সহস্র সৈন্যে, শমন সম করালতায় তার কণ্ঠনালী টিপে তার শোণিত পান করতে দানবীয় উল্লাসে। আর আজ তোমার নাতি সিরাজ বিদ্রোহী—তাই আজ আর নাই রাজার সেই কঠোর বিধান—বীরের সেই অস্ত্র ঝন্‌ ঝনা—সেই শমন কঠোরতা। ছিঃ—ছিঃ—এ নীতি—এ বিধি রাজার শোভা পায় না।"

"সিরাজ বালক।"

"বালকের, বালকেরই মত থাকা উচিত। বালক যখন আজ বৃদ্ধকে উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় তার উর্দ্ধে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন তাকে জানিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া উচিত—সে তার আসন নিম্নে—বহু নিম্নে।"

"আমি তাকে বুঝিয়ে পত্র লিখেছি।"

"কি লিখেছ?"

"লিখেছি—তারই সব—সেই-ই রাজ্যের ভবিষ্যত অধীশ্বর। তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই।"

"বাঃ—উত্তম! বালক তর্জ্জন গর্জ্জনে—রক্ত-নয়নে বঙ্গেশ্বরকে শাসাচ্ছে—আর বৃদ্ধ বঙ্গেশ্বর চাটুকরের ন্যায় তার মনস্তুষ্টি সাধন করছে। এ সজীব দৃশ্য এতদিন মানবের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। আজ তুমি নবাব—আজ তুমিই এই প্রথম—এই অকল্পনীয়কে সজীবতায় মানব নেত্র-পথে প্রতিফলিত করলে। কিন্তু আমি তা প্রতিফলিত হতে দেব না। দেব না বলেই বজ্রে হৃদয় গঠিত—অনলে নেত্র আবরিত করে প্রহরণ ধারণে

এসেছি ছুটে। সিরাজ কি শুধু তোমারই সিরাজ! সে কি আমার সিরাজ নয়? পুত্রাধিক স্নেহ-যত্নে তাকে শিশুকাল হতে বক্ষে রেখে—নেত্র-নিম্নে রেখে—সর্ব্ব দুঃখ কষ্ট হতে দূরে রেখে করেছি লালন-পালন। সিরাজ আমার জীবনের একমাত্র আশার আলোক, জীবনের সব সুখ-উৎস। সিরাজ আমার জীবন-ধন—সর্ব্ব প্রার্থনার সে যে আমার পূত নির্ম্মাল্য। তবু—তবুও কঠোর চিত্তে—কঠিন করে, আজ তাকে শাস্তি দিতেই হবে। রাজার রাজ-মুকুটের ব্যোমব্যাপী দীপ্তিচ্ছটা চির উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল রাখতেই হবে। ওঠো নবাব, ক্ষণিকের জন্য স্নেহ-মমতা পরিহারে—কর্ত্তব্যের বর্ম্মে বক্ষ আবরিত করে। ওঠো একবার করী-শির-বিদারী কেশরীর মত মাথা নাড়া দিয়ে জেগে ওঠো। জগৎ দেখুক—আলিবর্দ্দী অতুলনীয়—আলিবর্দ্দীর বিচার ভেদা-ভেদ হীন—আলিবর্দ্দীর রাজদণ্ড সমসূত্রে নির্ম্মিত—তুলাদণ্ড সম। যশোতানে, কীর্ত্তি-গানে তোমার—কেঁপে উঠুক অবিরাম ভুবন—গগন।"

"তুমি ঠিক বলেছ, কঠোর কর্ত্তব্যময়ী রাজরাণী। তুমি ঠিক বুঝেছ অপক্ষপাতহীনা, মঙ্গলময়ী মহারাণী। তুমি ঠিক পথ দেখিয়েছ—শত শ্রী সমুদ্ভাষিতা, অলোক-আলোক আলোকিতা—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পাটরাণী চল তবে আলোক-শিখা ধারিণী—আলিবর্দ্দীর সৌভাগ্য-সম্পদদায়িনী মহিলাকুল-কিরীটিনী বঙ্গ-রাণী—চল কর্ত্তব্য সাধনে—অভেদ-নীতির জলন্ত আদর্শ গঠনে—রাজ-বিদ্রোহীর শাস্তি বিধানে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"সাত সহস্র সু-শাণিত কৃপাণ, পিধান-মুক্ত আপনারা আমার আহ্বানে যে ছুটে এসেছেন—আমার সৌভাগ্য-শ্রী আনয়নোদ্দেশ্যে যে একতায় সম্মিলিত হয়েছেন, এ সিরাজের মহোচ্চ সম্মান—সমুজ্জ্বল গৌরব।

আপনারা সকলেই বীরত্বের আদিত্য—শক্তির আধার—মহত্বের আলোক। পর্ণ-কুটীরবাসী সিরাজ, কি দিয়ে আপনাদের পূজোপচারের ডালা সাজাবে ?"

"আপনার এই স্বচ্ছ আচরণ—এই সরল সহজ বচন— এই শ্রদ্ধা-সম্মান-সম্পূরিত আপ্যায়নেই আমরা প্রীত—তৃপ্ত।

আমরা চাই—আপনাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখতে! আমরা চাই—আপনার করুণা-কোমল রাজ-ছত্র তলে দাঁড়াতে! আমরা চাই—পরাধীনতার মধ্যে মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা উপলব্ধি করে—রাজার গর্ব্বের প্রজারূপে পরিচিত হতে।"

"এ আপনাদের বীরোচিত—মানুষোচিত—মহতোচিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। মানুষ—মানুষ হতে, তার অন্তরে বাহিরে স্বাধীন সত্ত্বা গঠিত করতেই চায়। যে স্বাধীনতার প্রয়াসী নয়—সে হীন—সে নীচ। এই স্বাধীনতারই জন্য আজ নবাব সহ আমার বিরোধ। আর সেই জন্যই আজ আপনাদের আহ্বান করেছি। তাই আজ আপনাদের ইরম্মদ শক্তিশালী বাহু-বলের সহায় প্রার্থী। আশা করি, এ ভিক্ষা পূর্ণ করতে সদা মুক্ত-চিত্তের—চিত্তপথ রুদ্ধ হবে না।"

"কখনই নয়। আমরা আপনাকেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন অধিপতি বলে স্বীকার করছি—অভিবাদন করছি। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আপনাকে বসাতে আমাদের সব অস্ত্র—সব বাহু, সব শক্তি একত্রে নিয়োজিত করবো। নর-শোণিতে নব সাগর সৃষ্টি যদি করতে হয়—তাতেও আপনার গুণ-মুগ্ধ আমরা—আমরা কখনই শঙ্কায় বা নিজ প্রাণ-রক্ষায় পশ্চাতে পদক্ষেপ করবো না—এ সু-নিশ্চয়।"

"কিন্তু আমি যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন চাই না নৃপতিগণ!"

"সুর-তান-লয়-মানে গ্রথিত ঝঙ্কারময়ী বীণার সহসা ছিন্নতারে বেসুরো বেতালা ধ্বনির মত একি কথা বলছেন নবাব?"

"বাদকের দোষে বীণা ছিন্ন তারে—ভিন্ন বোলে ঝঙ্কৃত হয়।"

"আমাদের কার্য্যে বা বাক্যে কি দোষ দেখলেন নবাব সাহেব?"

"আমি চাই, আমার পৈতৃক-রাজ্য বিহার-সিংহাসন কাফেরের কাছ থেকে অধিকার করতে—আর আপনারা চান তার সঙ্গে উড়িষ্যা ও বঙ্গ-সিংহাসনে আমায় বসাতে—তাই বীণা বেসুরো হয়ে পড়েছে।"

"মানুষ যে উচ্চতা ত্যাগে, নীচতা চায়—মানুষ যে মহান আকাঙ্খিতকে দলিত করে ক্ষুদ্র আকাঙ্খায় আকুল হয়—মানুষ যে হীরক ত্যাগে, কাচ খণ্ডের জন্য দিশেহারার ন্যায় ছুটে বেড়ায়—এ ধারণা কখনও যে ছিল না আমাদের।"

"কিন্তু এ কেশরীর সঙ্গে বিবাদ—পরাভূত হলে, শত দাপে, শত অগ্নি, শত তেজে জ্বলে উঠে ধ্বংস—ভস্ম করবে।"

"আমরাও শৃগাল নই নবাব-সাহেব।"

"কিন্তু এ কল্পনা যে আমিও কখন করি নাই।"

"আর আমরা এই কল্পনা করেই এসেছি। নতুবা আজ আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করে, বিহার রাজাসনে আপনাকে বসিয়ে, নবাব

আলিবর্দ্দীর ক্রোধ অর্জ্জন করতে—জগতের উপহাস ভাজন হতে আসি নাই।"

"কিন্তু পরাজয়ে কি ভীষণ পরিণাম—সেটা চিন্তা করেছেন কি ?"

"করেছি। আমাদের এই সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করে—এমন মহা বীর্য্যবান্ ত্রিভুবনে নাই,—এ কথা স্মরণ রাখবেন নবাব।"

"কিন্তু আমার জন্য এই রণ আয়োজন—এই আত্ম-নিবেদন—এই শক্তি সমর্পণ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে ?"

"নবাব আলিবর্দ্দী দর্পিত-দর্পে—গর্ব্বিত গর্ব্বে আমাদের রাজ্য দলিত—আমাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক—সু-সমুজ্জ্বল সৌভাগ্য মথিত করে—অজেয় বীরের ন্যায় চলে গেছেন। তাই, তাঁকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই—যে আমরাও অস্ত্র ধরতে জানি! বুঝিয়ে দিতে চাই—ক্ষুদ্র হলেও আমাদের গর্ব্ব গৌরব মান সম্ভ্রম জ্ঞান আছে।"

"বুঝেছি। আপনারা পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চান। দলিত কীর্ত্তি—মথিত গর্ব্ব আবার মাথায় করে তুলতে চান। আবার কলঙ্কমসীর সাগর বক্ষ ভেদে—আলোক তরঙ্গে স্নাত হতে চান। বুঝেছি—হৃদয় আপনাদের এই সঙ্কল্পে অটল—লক্ষ্য আপনাদের এই পথে অচল। উত্তম, তাই হোক। আপনাদের প্রতিশোধ পূরণ—আমারও উদ্দেশ্য সাধন হোক। তাই হোক্—সৃষ্টির বক্ষ-মাঝে নব-সৃষ্টির সৃজন হোক; নিরুপদ্রপ নিরুদ্বিগ্ন শান্তি-সাগর—মহা কম্পে কেঁপে উঠুক; বিহগ-ঝঙ্কৃত আকাশ—অস্ত্র ঠন্-ঠনার ঘোর রোলে বিদীর্ণ হোক; একটা মহা বিস্ময় আবর্ত্তন—মহা পরিবর্ত্তন—জগৎ অবাকে—অপলকে চেয়ে দেখুক।"

নবম পরিচ্ছেদ

"শুনেছ মীর-মদন ?"

"কি নবাবজাদা ?"

"আমি চাই বিহার সিংহাসন। তাই অপর শক্তির সাহায্য চেয়েছিলুম ; কিন্তু তারা কি চায় জান ?"

"তারা কি চায় রাজা ?"

"তারা চায় বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে—সেই সিংহাসনে বালক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বসাতে "

"এ শুভ-সম্মিলন—সৌভাগ্যের এ অবাধ আলিঙ্গন বরণ করে নিন রাজা।"

"বরণ করে নেব! তারা আমার দেবতা দুর্ল্লভ চরিত্রবান, মহত্বের আধারময় প্রতিমূর্ত্তি দাদুর শির-শীর্ষে অস্ত্র উত্থিত করতে চায়—আর আমি সেটা সৌভাগ্য-জ্ঞানে বরণ করে নেব! হীনের হীন প্রলোভনে সিরাজ তার আমিত্ব বিসর্জ্জন দেবে শয়তানের রক্ত-কর্দ্দমাক্ত লৌহ-মুদ্গরবৎ ভয়াল করাল পদে? ছিঃ—ছিঃ! এ সৌভাগ্য নয়—এ কু-ভাগ্য। একে অপরে বরণ করলেও, সিরাজ একে পাদুকা-প্রহারে দূরীভূত করে। একে যদি ভাগ্য বল মীর-মদন, তবে এ ভাগ্য ক্রয়ের জন্য প্রস্তরে আঘাত করে অস্ত্র শাণিত কর—বারুদ, বারিতে সিক্ত করে গুরুভার কর—সিরাজ, এ ভাগ্য শত জন্মেও চায় না।"

"কিন্তু এই ভাগ্যেরই জন্য লক্ষ লক্ষ মানব—লক্ষ লক্ষ জীবন সাধনা

করে—লক্ষ লক্ষ দেবতার পদে মাথা খুঁড়ে প্রার্থনা করে। এই ভাগ্যেরই জন্য লক্ষ লক্ষ আত্মা, অতৃপ্ত-আকাঙ্খায়, আর্ত্ত হাহাকারে লক্ষ লক্ষ জন্ম আসে—আবার ব্যর্থতায় চলে যায়। এই ভাগ্য, মানব তার সর্ব্ব সাধনার শীর্ষ-শ্রেষ্ঠ ভাগ্য জ্ঞানে বুকের রক্তে—দেহের শোণিতে সর্ব্ব আকুলতায় যুগে যুগে তপশ্চারী হয়ে আরাধনা করে। এই ভাগ্য লাভাশায় পিতা, পুত্রের বিরুদ্ধে; পুত্র পিতার বক্ষে অস্ত্রোত্তোলনে কাতর কুণ্ঠিত হয় না। লক্ষ লক্ষ নর-রক্তে পৃথিবীর শ্যামল বক্ষ, বারি-বাহিনীর স্বচ্ছ অঙ্গ রক্তিম-রেখায় রঞ্জিত করে, বিশ্ব-বক্ষ আলোড়ন বিলোড়নে মানব এই ভাগ্য আনয়ন করে। সেই অপ্রাপ্য দুর্ল্লভ—সেই লক্ষ লক্ষ জন্মের ঈপ্সিত—প্রার্থিত ভাগ্য অযাচিত করুণায় যখন আপনার ললাট-ভালে তার জয়-টীকা অঙ্কিত করে দিতে চায়—তখন আর অবজ্ঞায়, অবহেলায় আপনি তা অজ্ঞানের ন্যায়—অন্ধের হীরকখণ্ড, লোষ্ট্রবোধে নিক্ষেপের ন্যায় দূরে ঠেলে ফেলে দেবেন না—নবাবজাদা।"

"দাদুর পদতলের কাছে সিংহাসন ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। দাদুর স্নেহের কাছে রাজৈশ্বর্য্য। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। দাদুর বক্ষের কাছে রাজ্য! অসার—অসার। আমি লক্ষ লক্ষ জন্ম দাদুর পদপ্রান্তে জন্মাতে চাই—লক্ষ লক্ষ জন্ম এমনি ভাবেই দাদুর স্নেহ-নেত্রতলে স্নাত হতে চাই—লক্ষ লক্ষ জীবন আমি দাদুর পরাধীন হয়েই থাকতে চাই; এ ভিন্ন অন্য বাসনা বা প্রার্থনা আমার আর কিছু নাই মীর-মদন।"

"পরাজিত! পরাজিত! আজ আবার মীর-মদন আপনার মহত্ত্বের নিকট পরাজিত। বারিধিতুল্য হৃদয় মধ্যে আপনার কোথায় কোন্ মহা-মণি—মহার্ঘমণি লুক্কায়িত আছে; হীন-দৃষ্টি—ক্ষীণবুদ্ধি মীর-মদনের তা দেখবার—বোঝবার শক্তি নাই—দৃষ্টি নাই। তাই পরাজয়ে আবার সে স্ব-সম্ভ্রমে মাথা নত করে আপনাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করছে।"

"আর তার সঙ্গে দীন মোহনলাল পাদ্যার্ঘ্যরূপে তার অস্ত্র নবাবজাদার পদতলে রক্ষা করে—নবাবজাদাকে বন্দনা করছে।"

"এ কি মোহনলাল! এ আবার কি বেশ তোমার?"

"এই যোদ্ধবেশই মোহনলালের শ্রেষ্ঠ বেশ—আদরের বেশ—গর্ব্বের বেশ। অতিথি আপনি, নারায়ণ তুল্য আমার,—যোদ্ধবেশে দেবতার পূজা হয় না—তাই, এ বেশ সেদিন পরিত্যাগ করেছিলুম।"

"তবে আজ আবার এ বেশ পরিধান করলে কেন?"

"আজ যে দেবতা রণরঙ্গে মেতেছেন। আজ যে দেবতা চন্দনে তৃপ্ত নন—শোণিতে তৃপ্ত। আজ যে দেবতার বাঞ্ছা অস্ত্র ঝন্-ঝনা—তাই দেব-প্রীত্যার্থে এই রণ বেশই পরিধান করেছি।"

"এ অস্ত্র ধারণ শুধু শিশুর তীক্ষ্ণতাহীন অস্ত্রের ন্যায় ক্রীড়ার জন্য—না রমণী রঞ্জনার্থে—অঙ্গ শোভার জন্য?"

"এমন কোন বীর এ ভারতে নাই যে—মোহনলালকে দ্বৈরথ সমরে পরাভূত করতে পারে।"

"পরীক্ষক, মীর-মদন, আমায় তা পরীক্ষা করেছিলে—এখন আর এক পরীক্ষার্থী সম্মুখে তোমার দণ্ডায়মান।"

"আদেশ করুন—পরীক্ষা করি।"

"এ গর্ব্বোক্তি তুমি যদি নীরবে সহ্য কর—তাহলে এ কলঙ্ক শুধু তোমারই নয়—আমারও।"

"কিন্তু এই মোহনলালই যে আপনার ও আমাদের আশ্রয়দাতা—এরই মহাপ্রাণতায় আমরা আহার্য্য পাচ্ছি—সু-শীতল বারি পাচ্ছি—সব অসুবিধার হাত হতে রক্ষা পাচ্ছি। এই মহান্-প্রাণ, মোহনলালের প্রাণ-বিনাশে আমাদের শুধু ক্ষতি নয়—আপনার শিরে মহা-কলঙ্ক আরোপিত হবে। মুসলমানকে আশ্রয় দানে আর কখনও কোন হিন্দুর দ্বার মুক্ত হবে না।"

"আর আমি—আমি স্বসৈন্যে সাহাজাদাকে অতিথিরূপে বরণ করেছি। সুতরাং অতিথি আপনারা—অতিথির শিরোপরি অস্ত্রোত্তোলন হিন্দুর ধর্ম্ম নয়—নীতি নয়—বিধি নয়। আমার অস্ত্রে যদি আপনার এক বিন্দুও শোণিত পতিত হয়—তা হলে শত ধিক্কার—দেবতার শত অভিশাপ আমার শত জীবনের পথ কণ্টকময় করে দেবে। আমি বীরত্বের পরীক্ষা দিতে বা নিতে এখানে আসি নাই—অস্ত্র ধরি নাই। চতুর্দ্দিকেই দেখলুম, সকলেই রণ-বেশে সহর্ষে—সগর্ব্বে বিচরণ করছে; চতুর্দ্দিকে কেবল সৈন্যগণের হুঙ্কার-ধ্বনি নিনাদিত হচ্ছে; চতুর্দ্দিকে কেবল সপ্ত-সাগর কল্লোল অস্ত্র ঝন্-ঝনায় বেজে উঠছে; এই দৃশ্য দর্শনে—এই অস্ত্র গর্জ্জন শ্রবণে রণোল্লাসে আমার রণপ্রিয় প্রাণ—অধীরানন্দে মেতে উঠলো; তাই অস্ত্র ধারণ করেছি—এই মাত্র!"

"ঠিক বলেছ মোহনলাল, অবিরাম কেবল সৈন্য-গর্জ্জন—অস্ত্র-নিঃস্বন। যেন সপ্ত-বারিধি এক সঙ্গে উন্মাদ-নর্ত্তনলীলায়—লক্ষ কোটী তরঙ্গ মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছে। এই গর্জ্জন, এই অস্ত্র-নিঃস্বন, কি ভাবে—কেমন করে নীরব করা যায়, তার উপায় বলতে পার মোহনলাল?"

"এই বিপুল অস্ত্ররাশি, এই বিশালবাহিনী আপনারই আহ্বানে—আপনারই নব-ভাগ্য সংগঠনেরই জন্য যে এসেছে নবাবজাদা।"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—তাহলে কি আর সৈন্যগণের এই রণ-গর্জ্জন—এই উল্লাস নর্ত্তন, মধুর অস্ত্র স্বনন নীরব করে দিতে চাইতুম? এরা নামান্তরে আমায় সাহায্য করতে এলেও, এদের উদ্দেশ্য বৃদ্ধ নবাবের প্রতি স্ব স্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ; দাদুর অস্ত্র-রেখা ভোজরাজ পালোয়ান সিংহের পৃষ্ঠদেশে এখনও দৃষ্ট হবে। মুর্শিদ জামাতা বাখর খাঁ বা ময়ূর-ভঞ্জের রাজার বোধ হয় এখনও ক্ষত শুকায় নাই। তাই সবাই দলবদ্ধ হয়ে—আমায় উপলক্ষ করে দাদুর সিংহাসনখানি গুঁড়ো করতে—দাদুর

কোমল বক্ষখানি চূর করতে এসেছে। এই পদাহত কেশরীদের এখন কি ভাবে শক্তিহীন বীর্য্যহীন করে পিঞ্জরাবদ্ধ করতে পারি, তার উপায় বল্‌তে পার বাঙ্গালী? অনাচ্ছাদিত সিরাজের শিরে আচ্ছাদন দিয়ে তার মর্য্যাদা রক্ষা করেছ—আজ এই অকূল-আকুল বিপদ-সাগর মধ্য থেকে কূলে তুলে নিয়ে আস্‌তে পার মোহনলাল?"

"পারি।"

"পার?"

"পারি।"

"সত্য বল্‌ছো—পার?"

"বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর নয়—সদাই উর্ব্বর; সদাই নব নব কৌশলের সৃষ্টি হচ্ছে। শত অস্ত্রে—লক্ষ অর্থে যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না; বাঙ্গালী শুধু স্বীয় তীক্ষ্ণ-প্রতিভা প্রভাবে সে কার্য্য হাস্‌তে হাস্‌তে অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন না—নবাবজাদা।"

"পার যদি শীঘ্র বল, কি সে কৌশল?"

"আগত অস্ত্রধারীদের যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন—তারা বাহ্যতঃ যখন এসেছে আপনারই আমন্ত্রণে—আহ্বানে; তখন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য আপনার বিপুল উৎসবের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। সেই উৎসবেরই উচ্চ আয়োজন অবিলম্বে করুন।"

"তার পর?"

"তারপর যখন সুরাপ্রভাবে সকলে চৈতন্য হারাবে—তখন তাদের অস্ত্রহীন করুন। তারপর সাপুড়ে যেমন বিষহীন ভুজঙ্গ নিয়ে ইচ্ছামত ক্রীড়া করে—তেমনি তাদের নিয়ে আপনিও ইচ্ছামত ক্রীড়া করুন।"

"বাঙ্গালী, বাঙ্গালী সত্যই বুদ্ধি বা কৌশলে অতুলনীয় জাতি তোমরা।

অকূলে পড়ে—আকুল হয়ে—ব্যাকুলভাবে ভাবছিলুম আমি—আর তুমি বিনা চিন্তায়—বিনা সময়ক্ষেপে একদণ্ডে কূল দেখিয়ে দিলে আমায়। মীর-মদন, এই মুহূর্ত্তে কর উৎসব আয়োজন—কর মদিরার প্রস্রবণ সৃজন। রমণীর মধু-গানে—মধুর বীণা-তানে কর মর্ত্ত্যে বেহেস্ত আনয়ন। তার পর অচেতনের অঙ্গ হতে কর অস্ত্র গ্রহণ।

মোহনলাল, শপথ করছি—যদি কখনও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে দাদুর অবর্ত্তমানে আমিই বসতে পারি—তাহলে তোমাকেই আমার মন্ত্রীত্ব-পদ প্রদান করবো। আর আজ তার প্রথম সূচনার নিদর্শন-স্বরূপ—তোমায় করলুম আমার দেহরক্ষী পদে বরণ।"

দশম পরিচ্ছেদ



এসেছি মলয় মধুর মারুতে
মিশে মিশে মিশে।
আমরা চমকি উজ্জ্বল উছল তারাটী
ঐ আকাশের তারাটী।
শান্ত শত সুষমায় স্নাত হাসিটী
সুন্দর নয়ন দুটী—মধুর কথাটী॥
রজত বরণা, সুষমা আননা চাঁদিমা,
লুকায় আকাশে—শিহরণ পরশে॥
আমরা দুলায়ে বেণী—পরি ফুল কেশে
মোহন বেশে—হেসে হেসে।
আমরা লুটায়ে পড়ি আবেশে
প্রেম-বিবশে—হর্ষ-হরষে॥

"বাঃ—বাঃ—বাঃ—বেশ বেশ।"

"আহা-হা—থেম না—থেম না; গাও—গাও; সোণার স্বপ্ন—সোণার স্বর্গ থেকে কেন নিক্ষেপ করলে লৌহ কঠিনা—ললনা?"

"আমার ইচ্ছা হয়, এই সঙ্গীত অঙ্গে মেখে ঘুমিয়ে পড়ি—ডুবে থাকি—মজে থাকি।"

"তাহলে রাজা সাহেব, সঙ্গীতের একটা সয়ের তৈরী করুন। তাতে একখানা প্রেমের তরণী ভাসিয়ে দিন, সেই তরণীর কাণ্ডারী হয়ে বসে আপনি দিন রাত হাল বইবেন—আর গান বাজ্‌বে ঝন্ ঝনা ঝন্। সে খাসা মজা—চমৎকার চিজ হবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—"

পাঠান-পতি বাখর খাঁ মগু প্রতাপে পরাজিত হইয়া মহামূল্য আসনোপরি ঢলিয়া পড়িলেন। নবাব মুর্শিদ খাঁ বলিলেন,—

"এই গান ধরবার একটা কল—কি কারাগার কেউ যদি তৈরী কর্‌তে পারে—তাকে আমি আলিঙ্গন করি প্রণয়িনীর মতন।"

"আমি মালা-বদল করি।"

"আমি নাচি।"

"আমি হাসি।"

"আমি বাজনা বাজাই।"

"আমি ভ্যাবাচাকা খাই।"

আবার আর একজন নৃপতি সুরা প্রহৃত হইয়া চেতনা হারাইলেন।

"কিন্তু সিরাজের তারিফ আছে।"

"আর জানও উঁচু আছে পাহাড়ের মত। লাখ লাখ টাকা আমাদের জন্য ঢেলে দিচ্ছে।"

"হাঁদা—হাঁদা—হাঁদা। হাঁদা না হলে, এই এত বড় মুল্লুকের রাজার আসনে বস্‌তে কিন্তু—মিন্তু করে? তাই বল্‌ছি, কিছু নয়—সিরাজ কিছু নয়।"

"সে নবাব হলে, আমরাই তো প্রকৃতপক্ষে রাজা হবো।"

"হোঃ—হোঃ—হোঃ—সিরাজ আবার সিংহাসনে বস্‌বে! আমরা বসাবো নামে। তারপর নিজেরাই—হিঃ-হিঃ-হিঃ—বুঝেছ কি না—কচাকচ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পাহাড় পর্ব্বত সব কেটে-কুটে চুর কর্‌বো—কিছু

রাখবো'না—সব ধূলো করে দেবো—বুঝেছ প্রিয়ে, সব তোমায় দেব—হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

আবার আর একজন মদিরা আক্রান্ত রাজা ঢলিয়া পড়িলেন। একে—একে—একের পর একটী, তার পর আবার একটী—এমনি করে শিবির কক্ষস্থ সিরাজ সাহায্যকারী হিন্দু মুসলমান ভূ-স্বামীগণ চেতনা হারাইলেন।

উগ্র মদ্য প্রভাবে প্রভাম্বিত সৈন্যগণও প্রভুবর্গের পদাঙ্কনুসরণে ভূ-শয়ন করিল।

প্রভাতে যখন সকলের চেতনা সঞ্চারিত হইল—নয়ন যখন উন্মীলিত হইল—তখন নৃপতিবর্গ দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও অঙ্গে বা শিবিরে কোন অস্ত্র নাই। সৈন্যেরাও দেখিল, তারা অস্ত্রহীন—আশে-পাশে কতিপয় সৈন্যের মস্তকও নাই। তাহারা বুঝিল,—চেতনা থাকার জন্যই এই হতভাগ্যদের মুণ্ডটাকে ষড়যন্ত্রীকে শাস্তি-স্বরূপ দিতে হয়েছে। তখন অচেতন থাকার জন্য নিজের নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল—দেবতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ



"এই মধুর সুন্দর প্রভাতে মাঙ্গলিক-ধ্বনি নাই—দেব-নামোচ্চারণ নাই—হিন্দুর দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টার গভীর গম্ভীর রোল নাই—সব শব্দ মন্থনে সহসা এ কি বিকট আর্ত্তনাদে কোমল-প্রকৃতির বক্ষ মহা কম্পনে কেঁপে উঠলো কেন প্রভু?"

"কেশরী যখন সবল সুস্থতায় অরণ্যে বিচরণ করে, তখন তার থাকে না আস্ফালন—থাকে না গর্জ্জন। কিন্তু সে যখন নখ-দন্ত হীন হয়ে মানবের বন্দীরূপে পিঞ্জরাবদ্ধ হয়—তখন সে মুহুর্মুহু মহা গর্জ্জনে কাঁপিয়ে তোলে দিঙ্মণ্ডল—মহা আস্ফালনে লৌহ-পিঞ্জরে করে পদাঘাত। তেমনি আজ আমি সামন্ত-নৃপতিবর্গকে নখ-দন্তরূপ তাদের আগ্নেয়াস্ত্র লৌহাস্ত্র হীন করেছি। তাই হৃত-শক্তিতে তাদের সমবেত-কণ্ঠের মহা গর্জ্জন-কল্লোল--জলধিকল লাঞ্ছনে নিনাদিত হচ্ছে নফিসা।"

"সে কি! তাঁরা না তোমার মঙ্গলপথ রচনায় তীক্ষ্ণ তরবারী করে এসেছেন ছুটে? তাঁরা না তোমারই নিমন্ত্রণে সরল-বিশ্বাস-বক্ষ নিয়ে হয়েছেন সমাগত? তাঁরা না তোমারই অভ্যাগত—আশ্রিত—অতিথি! তাঁদের তুমি হীন পন্থায় করেছ অস্ত্রহীন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ নীচতা—দেশের রাজা তুমি—তোমার সাজে না।"

"সত্য বলেছ তুমি নফিসা। তোমার উচ্চ উদার-বাক্যে প্রীত

সিরাজ। কিন্তু রাণী, অতিথি যদি আশ্রয়দাতার বক্ষবিদারণে বিষ বিমিশ্রিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা সুশাণিত করে—তবে সে অতিথি-হত্যায় পাপ নাই—বরং তাকে হত্যা করাই কর্ত্তব্য। সেইরূপ এরা অভ্যাগতরূপে এসেছে দাদুর কর হতে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিতে—তারা এসেছে নিরুপদ্রব বঙ্গরাজ্যে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করতে—তারা এসেছে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শোণিত শোষণে। আমায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে—তাদের গন্তব্য পথ সুগম সহজ করতে। তাদের এ উদ্দেশ্য আমি বুঝি নাই—আমায় বুঝিয়ে দেয় রাজারাম। যখন এই নর-শোণিত-পিপাসী কেশরী-যূথের স্বরূপমূর্ত্তি প্রকটিত হলো—তখন এদের দমনোপায় চিন্তায় আমি আকুল হয়ে উঠলুম। আমার একাগ্রচিন্তা উপায় নির্দ্ধারণে অক্ষম হলো যখন—তখন দেবতার ন্যায় মহা মহিমায় মোহনলাল উদয় হয়ে আমায় এক লহমায় উপায় দেখিয়ে দিলে—পথ বলে দিলে। তারই যুক্তিতে মীর-মদনের কর্ম্ম-পটুতায় ক্ষিপ্রতায় আজ এই এতগুলি কেশরীকে নখ-দন্তহীন করতে সক্ষম হয়েছি; নতুবা মহা বিপ্লব-প্লাবনে সমগ্র বিহার—সমস্ত উড়িষ্যা—সারা বঙ্গভূমি শোণিত-সিক্ত হয়ে উঠতো। তাই কোটী কোটী প্রজার মঙ্গল তরে—দাদুর সিংহাসন রক্ষায় আজ আমায় এই হীন পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে—কি করবো—নিরুপায়। এ কি আমার অন্যায় হয়েছে নফিসা?"

"নগণ্যা সামান্যা রমণী আমি, দীনা-হীনা সেবিকা আমি, মহিমা-সাগর—গরিমা-নিকর দেবতার মহোচ্চ মহত্ত্বময় লীলা আমি কেমন করে বুঝবো! কেমন করে জানবো—কি অলোক-আলোক আকরে আলোকিত তাঁর মহান্ অন্তর? তাই, না জেনে—না বুঝে বলেছি এই তীব্র বাক্য! অনুতপ্তা অপরাধিনী আমি।"

"অপরাধিনী হতে, যদি তুমি আমার উদ্দেশ্য জানবার পূর্ব্বে এ

হীনতার জন্য তিরস্কার না করতে। তোমারই তিরস্কার আজ সিরাজকে তার সর্ব্বকর্ম্মে সতত সচকিত সন্ত্রাসিত করে রেখেছে। দাদীর ভর্ৎসনা, দাদুর উপদেশ, আর তোমার সুপথ নির্দ্দেশই সিরাজকে আজ মহিমার মহোচ্চ তুঙ্গ-শৃঙ্গে করেছে প্রতিষ্ঠিত। দাদু ও দাদীর স্নেহ, মীরমদনের প্রীতি, আর তোমার প্রেম আজ সিরাজের হৃদয়ে—অঙ্গে—বক্ষে—শিরে প্রবাহিত হয়ে জগতের মধ্যে সিরাজকে মহা সুখে সুখী করে রেখেছে। এই দেখ নফিসা, আমার তীব্র-তিক্ত পত্রের কি মধুর স্নেহ-নিসিক্ত দাদুর প্রত্যুত্তর।"

"তবে—তবে কেন উড়াও রক্ত-কেতন? তবে—তবে কেন বাজাও বিদ্রোহীর বিজয় জয়-বিষাণ? তবে—তবে কেন কর অশান্তির আহ্বান? তবে কেন দাদুর স্নেহ-শীতল, মমতা-করুণ-কোমল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণে কর বিলম্ব অকারণ?"

"কেন নফিসা, এই পর্ণকুটীরে, এই কদর্য্য ফল-মূলাহারে, সুখৈশ্বর্য্য বঞ্চিতা তুমি—তোমার বুঝি দুঃখে কষ্টে ক্লেশে অন্তর হয়েছে জর্জ্জরিত, তাই সুখ-পথাভিগামিনী হতে হৃদয় হয়েছে অধীর?"

"সত্য বলবো প্রভু?"

"মহিয়সী, গরীয়সী মহিলা বেগম-সাহেবা যার শিক্ষয়িত্রী—দেবগুণ-রাজি বিভূষণে বিভূষিত মহৎ মহান্ নবাব আলিবর্দ্দী যার উপদেষ্টা—সে কি কখনও মিথ্যায় হয় প্রীত—মিথ্যায় কি হয় তার চিত্ত তৃপ্ত? সে কি কখনও মিথ্যা ভালবাসে নফিসা?"

"তবে শোন প্রভু, আজ মুক্তচিত্তে—মুক্তভাষে সত্য বলছি; এই পর্ণ-কুটীরে যে প্রীতি তৃপ্তি সুখ-শান্তি পেয়েছি—জীবনে আর কখনও তা পাই নাই—কখনও তা অনুভবও করি নাই—পাব বলে কখন কল্পনাও করি নাই।"

"ব্যোম স্পর্শী হেম-হর্ম্ম্য হীরাঝিল ত্যাগে কুটীরবাসিনী তুমি—শত সুবেশধারিণী সুন্দরী সেবিকা যার সেবায় সর্ব্বদা আকুল-আগ্রহে নিয়োজিত ছিল; সে-ই তুমি আজ হীনকর্ম্মে নিয়োজিতা। শত সহস্র পাচিকা নানাবিধ সুমিষ্ট সু-রসাল খাদ্যে, তোমার রসনা তৃপ্তির জন্য সর্ব্ব-আগ্রহে প্রস্তুত করেও ব্যর্থতায় ঈশ্বর-পদে মাথা খুঁড়েছে—সে-ই তুমি আজ সামান্য আহার-বিহারে নিজেই পাচিকার কাজ করছো। এর মধ্যে সুখ-শান্তি তৃপ্তি বা প্রীতি কোথা থেকে—কেমন করে পেলে নফিসা? না না—এ তোমার মিথ্যা।"

"সামান্যা, নগণ্যা হলেও আমি তোমার একনিষ্ঠাময়ী সেবিকা—মিথ্যাকে আমিও ঘৃণা করি পুরীষের মত। হীরাঝিলের সহস্র রক্ষী প্রহরী, শত শত অস্ত্রধারী খোজা পরিবেষ্টিত আবেষ্টনীর মধ্যে—তাতারণী প্রহরিণী শত শত পরিচারিকার মধ্যে যেন বন্দিনীর মত ছিলুম আবদ্ধা। সেখানে দিনান্তেও আমার সজীব দেবতা তুমি—তোমার চরণ দর্শন করতে পেতুম না। তোমার সেবায় ছুটে এলে—ছুটে আসতো শত সেবিকা। ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার অন্তরের আকুলতা দমনে সরে আসতে হতো। আর এখানে মুক্তির নিশ্বাসে অন্তর যেন আনন্দধারায় উদ্বেলিত! এখানে সর্ব্বদা দেবতার দর্শনে জীবন আমার ধন্য। যখন স্বকরে রন্ধনে তোমায় ভোজন করাই—যখন চিন্তাচ্ছন্ন তুমি—তোমার পদতলে বসে চরণ-সেবা করি; তখন—সত্য বলছি—ঈশ্বর স্বাক্ষ্যে বলছি—তখন মনে হয় এ জগতে আমার ন্যায় মহা-সৌভাগ্যশালিনী নারী বুঝি আর কেহ নাই। তখন প্রার্থনা করি দেবপদে, যেন এ শুভদিনের অবসান না হয়। তখন মনে হয়—স্বর্গের সব সৌভাগ্য সম্পদ আমার শিরে দেবতার বরে বর্ষিত। তখন আমি আপনহারা—সর্ব্ব-স্মৃতিহারা হয়ে তোমার নিদ্রিত মুখ-কমল প্রতি চেয়ে থাকি অপলক-

নয়নে—তৃপ্ত-প্রীত প্রাণে। হে প্রভু—হে স্বামী আমার, নফিসা আজ সুখী—সুখী—বড় সুখী।"

"এত ভালবাস তুমি নফিসা আমায়! না জানি কোন্ সাধনায়—কত প্রার্থনায় তোমা-হেন দুর্ল্লভ-রত্ন, সিরাজকে দেবতা করেছেন দান। ধন্য সিরাজ জীবন—তোমার ন্যায় প্রেমপুলকাঙ্কিতা নিম্মল-বিমল আলোক প্রতিমাকে বক্ষে ধারণে। আজ থেকে নফিসা, তুমি-ই সিরাজের হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র রাজরাণী। তুমি-ই সিরাজের অন্তরের আলোক-বাহিনী বাহুর শক্তি-বর্দ্ধিণী। আজ থেকে সিরাজ তোমায় হৃদয়ে আবদ্ধ করে—হৃদয় কবাট তার চিরুরুদ্ধ করলে। আজ থেকে তুমি নও নফিসা—আজ থেকে তুমি লুৎফন্নেসা। (২১)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

"কে ও?"

"আমি নবাবজাদার ভৃত্য—মোহনলাল।"

"ভৃত্য তুমি মোহনলাল! যার বেতন প্রদানে কুবের অক্ষম—যার সঙ্গে ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে দেবতাও লালায়িত; সেই উত্তাল মহত্ত্ব-বারিধিময় দেবতা তুমি—ভৃত্য আমার! কীর্ত্তি যার শিরোর্দ্ধে সতত অধিষ্ঠিত—যশ যার দীপ্তভালে ঝল্‌সিত—সূর্য্য কিরণপ্রভা নয়নদ্বয়ে যার প্রজ্জলিত—স্বর্গ-

শোভা যার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত—সে-ই তুমি মোহনলাল, ভৃত্য আমার! সফল—সফল—সফল আজ সিরাজ-জীবন; দেবতা আজ প্রীতি-ডোরে করেছে তার দাসত্ব গ্রহণ। এস—এস দেবরূপী ভৃত্য—এস কক্ষে—এস নয়ন সম্মুখে। দেব-দর্শনে, পুণ্যলাভে ধন্য হোক এ দম্পতি-যুগল। বল বল মোহনলাল, আদেশ প্রদানে—না সন্দেশ বহনে; প্রয়োজনে—না সদয় হয়ে দর্শন দানে ধন্য করতে এসেছ তুমি সিরাজ-সকাশে—বিনা আবাহনে—বিনা আরাধনায়?"

"ভৃত্য আমি—প্রজা আমি তোমার রাজা। জীবন সফল—প্রার্থনা পূর্ণ আমার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যত অধীশ্বরের দাসত্ব-লাভে। আসি নাই অকারণে প্রভুর বিশ্রামসুখে বাধা প্রদানে—আসি নাই নিষ্প্রয়োজনে রাজার বিরক্তি উৎপাদনে। এসেছি রাজার প্রয়োজনীয় সংবাদ বহনে।"

"বল—বল, কি সে মহা-সংবাদ? যার বাহক হয়ে এসেছ তুমি ছুটে? বল—বল, কি সে মহা গুরুত্বময়—দায়ীত্বময় সংবাদ?"

"নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বিহার প্রদেশে উপনীত।"

"এই কাল সন্ধ্যায় নবাবের পত্র পেলুম—আর আজ সন্ধ্যায় নবাবের স্বয়ং আগমন! আশ্চর্য্য! সঙ্গে তাঁর সৈন্য আছে?"

"আছে।"

"কত?"

"দুই সহস্রাধিক হবে।"

"হুঁঃ—বুঝেছি। বুঝেছি, এ পত্র তাঁর ছলনা—প্রতারণা। বুঝেছি—মিষ্ট-মধুর কথায় তিনি চান সিরাজকে পশুর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে। মোহনলাল, কোথায় করেছেন নবাব তাঁর শিবির সংস্থাপন?"

"রাজধানী উপান্তে—প্রান্তরে।"

"বটে! আচ্ছা, আমিও জানিয়ে দেব—সিরাজ বয়সে বালক হলেও

সাহসে শক্তিতে সে বৃদ্ধ নবাব অপেক্ষা দীন নয়—হীন নয়! আমি চল্লুম নবাব সকাশে। একবার সাম্‌না সাম্‌নি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো—কি চান তিনি? সিরাজের পতন—না উত্থান; জীবন—না মরণ? জিজ্ঞাসা করবো একবার, তিনি বিদ্রোহকেতন চান—না শান্তির স্বচ্ছ-পতাকা উড্ডীন করতে চান? জিজ্ঞাসা করবো একবার—তিনি বিনা শোণিতে বিহার সিংহাসন দেবেন—না লক্ষ শত নর-রক্তে মেদিনীর শ্যামল বসন রক্তরঞ্জিত করে, আর্তনিনাদের জয়-ভেরীর আবাহে, অস্ত্র ঝন্-ঝনার বাদ্যে আমায় সবলে গ্রহণ করতে হবে। আমি একবার দাড়-সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি। মোহনলাল, তুমি মীরমদনকে, রাজারামকে প্রস্তুত হতে আদেশ জানাও—তুমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

"পথ-ভ্রান্তের মত—লক্ষ্যহারা গ্রহের মত—একাকী কোথা যাও স্বামী?"

"নবাব শিবিরে।"

"অস্ত্র?"

"সিরাজউদ্দৌলা নাম-ই সিরাজের আত্মজয় অস্ত্র।" (২২)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ



"প্রতিকার চাই—আর না হয় মরতে চাই। এ ভাবে কীটের ন্যায় পদদলিত হয়ে থাকতে চাই না—এমন ভাবে বলির ছাগের মত প্রতিপলে মৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকতে চাই না।"

"কিন্তু প্রতিকারের উপায় রাজা সাহেব?"

"বল-দীপ্ত, ক্ষমতা-ক্ষিপ্ত, শৌর্য্য-বীর্য্যবিমণ্ডিত পাঠান-পতি হয়ে—উপায় জিজ্ঞাসা করছেন বাখর খাঁ!"

"হাঁ—উপায় জিজ্ঞাসা করছি। অনর্থক নিজের জীবন দিয়ে—এই লক্ষ শত সৈন্যকে শমন-কবলে বলি দিয়ে সিরাজের এ অবমাননার প্রতিকার করতে চান্—না সিরাজের বক্ষ রক্তে ললাটে টীকা অঙ্কিত করে—কালিমা বিদূরিত করতে চান্—কোন্ উপায়ের প্রার্থী আপনি রাজা সাহেব?"

"রক্ত—রক্ত—সিরাজের বুকের রক্তে সব কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করতে চাই—সিরাজের হৃদপিণ্ড উৎপাটনে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই।"

"এ আপনার বৃথা আস্ফালন—অসম্ভব আশার পরিপোষণ! সিরাজ বাহিনী সহ—নবাব আলিবর্দ্দী ও জানকীরাম বাহিনী সম্মিলীত। এই সুশিক্ষিত অজেয় দুর্জ্জয় বাহিনীর প্রবলোচ্ছাস—রিক্ত হস্তে, নিরস্ত্র করে

বিদ্যাবৎ বিমর্দ্দন করবার আশা—আর সমুদ্রের গতিরোধে কর প্রসারণ একই কথা রাজা বাহাদুর।"

"তাহলে কি পাঠান পতির ইচ্ছা—ঘাতকের কলুষ কঠোর কঠিন খড়্গে হীনাতিহীন পশুসম প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া?"

"ইচ্ছা না থাকলেও—অনিচ্ছায় এই তেজাতের মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে—তদ্‌ভিন্ন অন্য উপায়ান্তর নাই।"

"উপায় নাই বলে—সবলের অত্যাচার নিপতিতা নারীর ন্যায় শুধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলে হবে না—উপায় নাই বলে অলস বিলাসীর মত নিশ্চিন্ত আলস্যে অন্তরকে ভুলিয়ে দিলে চল্‌বে না। কোথায় আলো দেখুন—কোথায় উপায় সন্ধান করুন—কোথায় প্রতিকার চিন্তা করুন।"

"এর মধ্যে দেখবার বা চিন্তার কোন কিছু নাই।"

"আছে। গর্ব্বিত পাঠান আপনি; শুধু বাহুবলই আপনার সহায় সম্বল। কিন্তু বাঙ্গালী আমি—বুদ্ধিবলই আমাদের শ্রেষ্ঠতম অজেয় অস্ত্র। সেই বুদ্ধিবলেই উপায়ের পথ খুঁজেছি—আলোক-রশ্মির একটু ক্ষীণ-আভা দেখেছি।"

"কি সে উপায়?"

"সে উপায়—পলায়ন?"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—রাজা বাহাদুরের উপায়ের পন্থা উদ্ভাবন অতি সুন্দর। যদিও ঘাতকের একটা খড়্গাঘাতে জীবনাবসান হতো, কিন্তু রাজা সাহেবের এ পন্থা-পথে পদার্পণ করলে, ঘাতকের সজোর খড়্গের এক আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ হবে না—শত শাণিত ছুরিকা এক সঙ্গে শত স্থানে বিদ্ধ হবে—আর সে ক্ষত স্থানের জ্বালা বর্দ্ধনে লবণ প্রক্ষিপ্ত হবে—সুদীর্ঘ দিবসের অসহনীয় যাতনার নারে দগ্ধ হয়ে তার পরে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে—আর দেহ কুক্কুরের উদরজাত

হবে। এ কুসুম-কোমল সুখময় উপায়ের পথে সর্ব্বাগ্রে একক আপনিই পদার্পণ করুন—তার পর আমরা আপনার পশ্চাদানুসরণ করবো।"

"রত্ন আহরণে মানুষ ডুব দেয় রত্নাকর গর্ভে। মৃত্যুভয়ে—ভবিষ্যত চিন্তায়, অন্তর তার কাঁপে না—সঙ্কল্প তার ভাঙ্গে না। স্বাধীনতা রত্ন আহরণে আপনার বর্ণিত মৃত্যু যদি আমাদের বরণ করে—সেও ভাল, তবু পুরুষের মত—মানুষের মত—বীরের মত—স্বাধীনতার অন্বেষণে মরবো।"

"সতর্ক সজীব প্রহরী চতুর্দ্দিকে প্রহরায় নিযুক্ত। এ ক্ষুধিত বাঘের জাগ্রত নেত্রপথ থেকে পলায়ন—অসম্ভব।"

"আমরা আছি কয়জন?"

"পঞ্চজন।"

"এই পঞ্চজনের একজনও কি এই দুর্গম পথাতিবাহনে স্পন্দিত-দেহে স্বরাজ্যে পৌছুতে পারবো না।"

"পারলেও—এই লক্ষ সৈন্য সমূলে বিনষ্ট হবে।"

"নির্ব্বিরোধী—নিরস্ত্র এক লক্ষাধিক সৈন্যকে অযথা অকারণ সিরাজ শয়তানের ন্যায় হত্যা করলে, হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে অনল জ্বলে উঠবে। সে প্রবল অনলোত্তাপে সাগর শুষ্ক হয়ে পড়বে। সিরাজ, সে তো বুদ্‌বুদ্।"

"যদি বন্দী করে রাখে?"

"লক্ষ সৈন্যকে বন্দী করে রাখবার কারাগার সিরাজের নাই—লক্ষ সৈন্যের আহার প্রদানে সিরাজের কোষাগার সক্ষম হবে না।"

"তার পর?"

"তার পর আসুন—পঞ্চজনে করে কর আবদ্ধ করে—দেবতার নামে শপথ করি—আজ এই অন্ধকারময় নিশার বস্ত্রাবরণে লুক্কায়িত হয়ে পলায়নে যদি কেহ স্বরাজ্যে উপনীত হতে পারি—তবে এ অবমাননার—

এ প্রতারণার প্রতিশোধ গ্রহণে—রাজ্য—সিংহাসন—জীবন উৎসর্গ করবো।”

“আমরা সকলেই দেবতার নামে শপথ করছি; যদি কেউ জীবিত থাকি—তবে তার মূল মন্ত্র—জীবনের লক্ষ্য হবে—সিরাজ নিধন—প্রতি-শোধ গ্রহণ।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

“সিরাজউদ্দৌলা—সিরাজউদ্দৌলা।”

ভৈরব-বিষাণে—বজ্র-নিঃস্বনে ধ্বনিত হইল,—

“সিরাজউদ্দৌলা—সিরাজউদ্দৌলা।”

নবাবের শিবিরের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে—সর্ব্ব কর্ণ-কুহরে কামান-গর্জ্জনে নিনাদিত হইল,—

“সিরাজউদ্দৌলা—সিরাজউদ্দৌলা।”

যে সিরাজউদ্দৌলার দমনে, স্বয়ং বঙ্গেশ্বর বঙ্গেশ্বরী অস্ত্র করে সিংহাসন ত্যাগে, সুদূর বিহারে এসেছেন ছুটে—সেই বিদ্রোহী সিরাজউদ্দৌলা শিবিরে আসছেন।

যে সিরাজউদ্দৌলার আমন্ত্রণে সহস্র শত তীক্ষ্ণ করবাল সম্মিলিত—

সেই প্রবল প্রতাপান্বিত মহাশক্র সিরাজউদ্দৌলা প্রতিদ্বন্দ্বীর পট্টাবাসে স্বয়ং আসছেন। নামে যাঁর পবন করে গতি নিরুদ্ধ—বীরের বক্ষ হয় বিকম্পিত—সেই দুর্জ্জয় দুর্দ্দমনীয় অরাতি সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং আবির্ভূত আজ বিপক্ষ দ্বারে। আলিবর্দ্দীর সশস্ত্র সবল সহস্র বীর সিরাজউদ্দৌলার নামে সচকিত সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল। সকলের নয়নে বদনে আতঙ্কের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সহস্র বীরের বক্ষ শঙ্কিত কম্পিত হইল। তাহারা অস্ত্রোত্তোলন করবে, না বিদ্রোহীর চরণপ্রান্তে রক্ষা করবে—অস্ত্র পিধানে রাখবে, না মুক্ত করবে; নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সৈন্যদল কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ়—সৈন্যাধ্যক্ষেরাও হতভম্ব। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—উৎসাহ নাই—বক্ষে যেন স্পন্দনও নাই। অচল মৃন্মূর্ত্তির ন্যায় সকলেই শুধু দাঁড়িয়ে রইলো।

সিরাজ-মূর্ত্তি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় সকলের নয়ন-পথে আবির্ভূত হইল। মন্ত্র-মুগ্ধের মত—কুহকাচ্ছন্নের মত—বিদ্রোহী দমনাগত সৈন্যদলের কাহারও পিধান-মুক্ত অস্ত্র বিদ্রোহীর পদতলে পতিত হইল; কাহারও শির-পেঁচ বিদ্রোহীর চরণোপরি নিক্ষেপিত হইল। অজানিতে—অজ্ঞাতে সকলের মাথাও অবনত হইয়া পড়িল।

বিদ্রোহী সিরাজউদ্দৌলার কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই; ভ্রূক্ষেপ নাই—যেন কোন কিছু গ্রাহ্যনীয় দর্শনীয় নয়। মৃগ-যূথ মধ্যে স্ব-গৌরবে কেশরী যেন অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরের অস্ত্র—বীরের শিরস্ত্রাণ অবজ্ঞায় পদচাপে দলিত মথিত করিয়া বিদ্রোহী সুদীপ্ত শিরে অগ্রসর হইল। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ—নাম তাঁর আসাদআলি, এক দিন সে দুর্ব্বল পীড়নপোরাধে প্রহৃত হয়েছিল সিরাজ পদ-প্রহারে। সেই অবমাননায় হীন প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে—সেই স্বর্প-স্বভাবধারী পিশাচ; এই সুযোগে বিদ্রোহী সিরাজ শির লক্ষ্যে তুলিল তার শাণিত কৃপাণ।

মুহূর্ত্তের জন্য কেশরীর গতি নিরুদ্ধ হইল—মুহূর্ত্তের জন্য কেশরীর নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় জ্বলিয়া উঠিল।

পিশাচের কৃপাণ শূন্যে উত্থিত হতে না হতে, বিদ্রোহী সিরাজের পশ্চাৎ হতে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় ধাবমানে স্বীয় অস্ত্রাঘাতে পাপিষ্ঠ প্রহরণে সজোরে আঘাত করিল। কয়েকটী ঘাত-প্রতিঘাতের পরেই সিরাজ বধাভিলাষী পাষণ্ড, দীর্ণবক্ষে সিরাজ পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইল। তার বক্ষ-শোণিত সিরাজের চরণ—সিরাজের পদচুম্বিত বস্ত্রপ্রান্ত ভাগ রঞ্জিত করিল। যেন অপরাধী বক্ষ-শোণিত পদতলে অর্পণে রাজাধিরাজের কাছে স্বীয় অপরাধের মার্জ্জনা চাহিল।

বিস্মিত চকিতনেত্রে সিরাজউদ্দৌলা দেখিলেন,—তাঁর জীবন রক্ষাকারী সে-ই উদার বাঙ্গালী মোহনলাল।

কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত স্বরে সিরাজউদ্দৌলা বলিয়া উঠিলেন,—

"একি! তুমি!! তুমি মোহনলাল!!!"

"হাঁ—আমি আপনার দেহ-রক্ষী মোহনলাল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"সিরাজ আস্‌ছে—আলিবর্দ্দীর শুষ্ক হৃদয়ের সরস সঞ্জীবনী সিরাজ আস্‌ছে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অদূরবর্ত্তী ভাগ্যধাতা সিরাজ আস্‌ছে নবাব-হৃদয়-নির্গত মুক্ত স্নেহোচ্ছ্বাস সিরাজ আসছে।

রাণি—রাণি, আনন্দ-আবেগে—অধীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছে পার্‌ছি না, হৃদয়ের এ মহোচ্ছ্বাস শত চেষ্টাতেও নিরুদ্ধ রাখতে পার্‌ছি না। সিরাজকে বক্ষে ধারণ করতে অন্তর অধীর। সমস্ত দেহ-মন আবেগ-আকুল—করদ্বয় আলিঙ্গনে আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কত কাল—কত দিন পরে আজ আমার হৃদয়ের সিরাজ আমার হৃদয়ে আস্‌ছে। তাকে আহ্বানে—তাকে আলিঙ্গনে—তাকে বক্ষে ধারণে বাধা দিও না বেগম-সাহেবা।"

"স্নেহ আজ বিদ্রোহীতায় বিকৃত হয়ে উঠেছে—দেহের শোণিত আজ বিষাক্ত হয়েছে—অঙ্গের ক্ষত আজ গলিত হয়ে উঠেছে—তাকে পরিহার করা অথবা তাকে আরোগ্য করাই মানব-ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পরিত্যাগে আজ যদি নারী-জনোচিত কোমলতায় করুণতায় তাকে আরও বর্দ্ধিত কর—তা হলে সে হবে তোমার প্রাণ নাশের প্রধান কারণ। তাই বলি, এ কল্পনা-ত্যাগে কঠোর কর্ত্তব্যময় রাজার হৃদয়ে গর্ব্বোন্নত-শিরে—অস্ত্র করে দণ্ডায়মান হও নবাব। বিদ্রোহীর শাস্তি-বিধান কর রাজা। রাজার সুযশ—সুনাম—সুনীতি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল করে তোলো।"

"সিরাজকে হত্যায় স্বকরে অস্ত্র ধারণ করবে। উন্মাদিনীর ন্যায় এ কি কথা বল রাণী?"

"হাঁ—অস্ত্র ধারণ করবে। অপরাধী বিদ্রোহীর দণ্ড প্রদান রাজ-কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে ভেদাভেদ নীতি চলে না। হয় অস্ত্র ধারণ কর, না হয় অস্ত্র আমার হাতে দিয়ে নীরবে নির্ব্বাকে দেখ, কি ভাবে,—কেমন করে কর্ত্তব্য সম্পাদন করি—কি ভাবে কেমন করে কোমল করে সরল অন্তরে করাল কঠোরতায় রাজ-দ্রোহীর শাস্তি-বিধান করি।"

"মমতাময়ী নারী তুমি, এত নিদয়া নিষ্ঠুরা, নিষ্করুণাময়ী হয়ো না রাণী। সিরাজই আমাদের সর্ব্বস্ব, তাকে তো অদেয় আমাদের কিছুই নাই—কিছু থাকৃতেও পারে না।"

"সিরাজ যদি ভিক্ষার জন্য কর প্রসারিত করতে—তাহলে বিহার কেন—সমগ্র বঙ্গ—সমস্ত উড়িষ্যার স্বামীত্ব তাকে অর্পণ করতুম। কিন্তু সে যখন রক্ত-নেত্রে শক্তি-কর করেছে প্রসারিত—তখন আর তাকে কিছু দেওয়া চলে না—এখন সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

"মার্জ্জনা—দেবতার সব মহত্ত্বরাশি নিয়ে—ত্রিলোকের সব কোমলতা নিয়ে—সব করুণতা শুভ্রতা নিয়ে মার্জ্জনা গঠিত করেছেন বিধি। মার্জ্জনা—মহতের আদরের দ্রব্য—মার্জ্জনাতেই দেবতার দেবত্ব—মার্জ্জনা-তেই মানবের মানবত্ব। মার্জ্জনায় যে তৃপ্তি—যে শান্তি—যে অনির্ব্বচনীয় সুখ; এত সুখ—এত শান্তি—এত তৃপ্তি আর কিছুতেই নাই। তাই অনুরোধ আমার, সিরাজ শিরে কর মার্জ্জনা-বারি বরিষণ রাজরাণী।"

"কখনই নয়। মার্জ্জনা মহৎ মহান্ স্বর্গ-সম্ভার হলেও—সুলভ-সহজ প্রাপ্য নয়—সে দুর্ল্লভ—সে দুষ্প্রাপ্য। মার্জ্জনা সুলভ-সহজ হলে বিধির বিধান সৃজন-গঠন এক লহমায় হতো বিলীন—হতো এই সুন্দর মধুর

সৃষ্টির বিলোপ। মহা অশান্তি—মহা অত্যাচার ব্যভিচারে বিধির-বিধি—সৃষ্টি-স্থিতি আর্ত্তনাদে আত্মহত্যা করতো। হত্যাকারী লুণ্ঠনকারী—অত্যাচারী মার্জ্জনায় স্বগর্ব্বে সু-উন্নত শিরে—মহা শক্তিতে সৃষ্টি করতো ধ্বংস। রাজার রাজদণ্ড মার্জ্জনায় আবরিত হলে, তস্কর-লম্পটের প্রবল-গতি পথ আরও প্রবলতর করে দিতো। তাই বলি, রাজার হৃদয়ে মার্জ্জনা—রাজার রাজদণ্ডে করুণা থাকে না। হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি-নিরুদ্ধে, কঠোরতার মূর্ত্তি পরিগ্রহে রাজা করে বিচার দান—প্রজার পালন—অপরাধীর দণ্ড-বিধান। আজ যদি সিরাজ মার্জ্জনা পায়, তা হ'লে সমগ্র আকাশ বাতাসে সঘনে ধ্বনিত হবে—'সে যে সিরাজ—রাজার নাতি—তাই এ মার্জ্জনা।'

আজ যদি সিরাজকে স্নেহের দুর্ব্বলতায়—অন্তরের করুণতায় কর আলিঙ্গন—তাহলে তোমার এই পক্ষপাতিত্বে—এই অবিচারে তোমার কু-যশ কলঙ্ক-কাহিনী কোটী কোটী কণ্ঠে অবিরাম নিনাদিত হয়ে—তোমার আজীবনের আরব্ধ যশপ্রভা ম্লান করে দেবে। তাই এই কর্ত্তব্য-সাধনে—রাজদণ্ডের সমতা রক্ষণে—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ স্বয়ং বিচার করে স্ব-করে স্বীয় একমাত্র সন্তানের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। (২৩) তুমিও সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট—তোমারও করে সেই রাজদণ্ড তোমারও শিরে সেই মুকুট শোভিত—তুমিও সেই রাজা। তবে কেন এ দুর্ব্বলতা—এ ব্যাকুলতা? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য সাধন কর রাজা। বিদ্রোহী আগত,—ধর করবাল কঠিন করাল করে—কর ও-করুণ কাতর মূর্ত্তি সম্বরণ—ভীষণ ভয়াল রাজ-মূর্ত্তি কর প্রকটিত।"

"না—না—তা আমি পারবো না। সিরাজের শিশু-সারল্য ভূষিত—দেবত্ব-মহত্ত্বমণ্ডিত, স্বর্গ শোভা বিলেপিত, সরল স্বচ্ছ মুখ দেখলে—তার মুখের সেই গভীর মধুর, সরল সুন্দর 'দাদু' বুলী শুনলে অস্ত্র খসে

পড়বে—চক্ষের জ্যোতিঃ ম্লান হয়ে যাবে—বক্ষের শোণিত শুষ্ক হবে। না—না—তা আমি পারবো না। পাষাণে হৃদয় যদি করেছ গঠিত—তবে—তবে তুমিই ধর অস্ত্র আমার—তুমিই কর অপরাধীর শাস্তি-বিধান।”

“হাঁ—ধরবো আজ বজ্র-কঠোর চিত্তে—অকম্প-কম্পিত করে করাল করবাল।

দেখাবো আজ জগতে—রাজার রাজদণ্ড সুতীক্ষ্ণ সমদর্শীতায় উত্থিত হয় অপরাধীর শির-শীর্ষে।

বোঝাব আজ সেই বিদ্রোহী সিরাজকে—তার মাতামহ, মাতামহী নহে শুধু মমতা ও স্নেহের তরলতায় গঠিত মূর্ত্তি। আসুক সে অপরাধী সিরাজ, দেখবো কত বল তার বাহুতে—কত সাহস তার ক্ষুদ্র বক্ষে।”

“এই যে এসেছে অপরাধী অপরাধের শাস্তি গ্রহণে—তোমার ক্রুদ্ধ রক্ত-রক্তিম নেত্র-পথে।

এই যে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহী তোমার ঐ ভয়াল করাল করবাল সম্মুখে—তার ক্ষুদ্র কোমল বক্ষখানি পেতে।

কর রাণী শাস্তি দান—কর অপরাধীর দণ্ড-বিধান। কর পাষাণ-প্রতিমা, সিরাজের প্রসারিত বক্ষে কর-প্রহরণাঘাত—নির্ব্বাণ হোক সিরাজের জ্বালা-জর্জ্জরিত অভিমান বিক্ষুব্ধ জীবন। তৃপ্ত হোক শোণিত-তৃষা তোমার রণ-রঙ্গিণী—সিরাজ-শোণিত পিপাসিতা রাজ-রাজ্ঞী।”

“আজ এ মূর্ত্তি-ধারণ—এ অস্ত্র গ্রহণ তুমিই করিয়েছ বিদ্রোহী। তোমা-রই অপরাধের শাস্তি-বিধানে আজ আমায় নারীত্ব বিসর্জ্জনে রণ-রঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে—প্রহরণ করে দাঁড়াতে হয়েছে।

অপরাধী, যে বাহুবলের আস্ফালনে বিদ্রোহের রক্ত-কেতন করেছ উড্ডীন—দেখি, সে বাহুবল কত প্রবল—কত শক্তি তাতে করে অবস্থান। অস্ত্র গ্রহণ কর অপরাধী।”

"অস্ত্র তো আমি সঙ্গে আনি নাই রাণী! কেমন করে জানবো, আজ মাতামহ মাতামহী বালক বধার্থে সংহার সাজে সজ্জিত হবেন। কেমন করে বুঝবো, একক সিরাজ হত্যায় দেশের রাজা ও রাণী ঘাতকের মূর্ত্তি পরিগ্রহে দাঁড়াবে আমার সম্মুখে। কেমন করে কল্পনা করবো—সহস্র সহস্র স্বশস্ত্র সৈন্য শিবির মধ্যে একাকী আগত সিরাজ শিরে জননীর খড়্গ সুতীব্রতায় উত্থিত হবে?"

ঝন্ ঝন্ শব্দে রাজরাণীর করধৃত খড়্গ দূরে নিপতিত হইল। ব্যাকুল ভাবে—আকুল কণ্ঠে নবাব বলিয়া উঠিলেন,—

"সেকি! তোর অস্ত্র নাই—রক্ষী নাই অথচ শত্রু সৈন্য মধ্য দিয়ে চলে এলি! বড় দুঃসাহসিকের কার্য্য করেছিস্। বড় পুণ্য করেছিলুম আমি—তাই তোকে অক্ষত দেহে দেখতে পেলুম। ওকি! ওকি সিরাজ—ও-কার—ও-কিসের রক্ত-রাগে রঞ্জিত তোর পদদ্বয়—তোর পরিচ্ছদের পদ-প্রান্তস্থিত বস্ত্রভাগ?"

"এক ভীরু সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল।"

"উদ্যত হয়েছিল! এখনও সে বেতমিজ জীবিত আছে?"

"সিরাজ শিরোর্দ্ধে অস্ত্রোত্তোলনকারী এখনও কি জীবিত থাকতে পারে দাদু? আমার আশ্রয়দাতা—পর্ণকুটীরবাসী শরীরী দেবতা মোহনলাল, দেবতারই ন্যায় সহসা আবির্ভূত হয়ে পাপিষ্ঠের স্পর্দ্ধিত বক্ষ করেছে দ্বিখণ্ডিত। সেই অপরাধী, বক্ষ-শোণিতে আমার পাদপূজা করে'—আমারই চরণতলে মাথা রেখে চলে গেছে পর-পারে।"

"ধন্য তুমি মেহেরবাণ খোদা—আর শত ধন্য তুমি মোহনলাল তুমি সিরাজ জীবন রক্ষা কর নাই—করেছ নবাবের প্রাণদান। হে মহৎ, উদ্দেশ্যে তোমার নবাব আলিবর্দ্দী শত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে সিরাজ—"

"দাদু।"

"চল্, ফিরে চল্।"

"কোথায় ?"

"কনক-নিকেতন—তোর হীরাঝিলে।"

"না দাদু, সিরাজ আর ফিরবে না। আর সে পোষা ময়নাটীর মত তোমাদের অনুকরণীয় ধ্বনি উচ্চারণ করবে না—আর সে দাঁড়ে বসা স্বর্ণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ টিয়াটীর মত বসে থাকবে না। আর সে তোমার কৃত্রিম মধুর বাক্যে—কৃত্রিম-স্নেহের ছলনায় ভুলবে না। সে চায় মানুষের মত স্ফীতবক্ষে—দীপ্ত-শিরে বিশ্ব-বক্ষে দাঁড়াতে। সে চায় মানুষের মানবত্বের স্বাধীন স্বত্ব অর্জ্জন করতে। সে চায় তোমার রাজ-ছত্রতলে দাঁড়িয়ে বিহারের শাসন দণ্ড পরিচালনা করতে। তুমি মাতামহ আর তুমি মাতামহী, তোমরাই তো প্রতি পাদক্ষেপে—প্রতি কর্ম্মে—কার্য্যে—বাক্যে মহতী আদর্শে—মহৎ উপদেশে সিরাজের প্রাণ মহা মহোচ্চ উপাদানে করেছ গঠিত—তোমরাই এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছ এই বালক অন্তরে। তোমরাই তো মহত্ত্বোজ্জল আলোক প্রপাত ধারা বরিষণে সিরাজ-চিত্ত করেছ প্রবুদ্ধ—তোমরাই তো এই স্বাধীনতার পিপাসায় শুষ্ক করেছ সিরাজের সরস-প্রাণ। অপরাধীর বিচার করতে গেলে—আগে বিচার করতে হয় তোমাদেরই। কিন্তু তোমরা রাজা—তাই তোমরা নিজেদের বিচার না করে—করছো আমায় অপরাধী—করছো আমার বিচার। আর মুখে বলছো রাজ-বিধান ভেদা-ভেদহীন।"

"সিরাজ, গুপ্তচর মুখে শুনলুম, তুই অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিস। এত সৈন্য—এত শীঘ্র কোথা থেকে কেমন করে সংগ্রহ করলি সিরাজ ?"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা করা তা বুঝতে পার নাই দাদু ?

কৃষ্ণ-কেশ শুক্ল করেছ—রাজদণ্ড হাতে নিয়ে সিংহাসনে বসেছ—আর এটুকু বুঝতে পারলে না দাদু ?

শোন দাদু, আমি কাফের জানকীরামের স্পর্দ্ধা দর্শনে, অপমানে ক্রোধক্ষিপ্ত হয়ে সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করি, তাই এরা আমায় সাহায্য করতে ছুটে এসেছে।"

"আমার সৈন্য সংখ্যা দুই সহস্রও হবে না, তবে উন্মত্ত করবাল করে কেশরীবৎ আমায় আক্রমণ না করে—অস্ত্রহীন, রক্ষীহীন, নিঃসহায় অসহায় অবস্থায় কেন এলি সিরাজ ?"

"সিরাজ যে দাদু তোমারই হৃদয়ের স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি। সেই জন্যই বলছি, সিরাজ অপরাধী হলে—আগে অপরাধী হবে তোমরা। সিরাজ চরিত্র যে তোমার চরিত্রের অনুকরণে গঠিত—সিরাজের কার্য্য তোমারই কার্য্যাবলীতে রচিত। এরা—এই আমন্ত্রিত অতিথিরা তোমারই পদাহত ময়ূরভঞ্জের রাজা, ভোজপুরাধিপতি, মুর্শিদ-জামাতা, বাখর খাঁ প্রভৃতি।

আমি চাই আমার প্রতিনিধি জানকীরামের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে—আর তারা চায় তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ এই সূত্রে গ্রহণ করতে। আমি চাই পাটনার সিংহাসনে বসতে—তারা চায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন তোমার কর হতে ছিনিয়ে আমায় বসাতে। তারা চায় তোমারই মহত্ত্ব দেবত্ব-লীলা তরঙ্গায়িত হৃদয়খানি দীর্ণ করে তাদের প্রতিশোধানল নির্ব্বাণ করতে। তারা তো আর তোমার অন্তর যে কি উচ্চ উচ্ছাসে পূর্ণ, তা জানে না—কাজেই সিরাজকে তারা চিনবে—জানবে কেমন করে ? যে তোমার শত্রু, সে কি আর আমার মিত্র হতে পারে ? কাজেই নিরুপায়ে আমি কৌশলে এই সব হিংস্রকদের অস্ত্রহীন করেছি। বিষহীন ভুজঙ্গের মত এখন তারা শুধু গর্জ্জাচ্ছে। বুঝেছ দাদু—এখন তারা শুধু বালক পেয়ে আমায় শাসাচ্ছে।"

বাধা বিক্ষুব্ধ অন্তরে, অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে নবাব বলিয়া উঠিলেন,—

"সিরাজ, সিরাজ, স্বর্গচ্যুত পরাগ, আয়—আয় বৃদ্ধের তপ্ত-বক্ষে শীতল-বারির মত আয়—পূত-অঙ্গ স্পর্শে বৃদ্ধের দেহ পুণ্য হোক—ধন্য হোক।"

দুটী লোল-শিথিল কর ক্ষিপ্রতায় প্রসারিত হইল। দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী সিরাজ সেই কর মধ্যে বন্দীভূত হইলেন। কথা নাই—ভাষা নাই—শুধু উভয়েরই নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। যে কাঁদতে পারে সে কখনও হৃদয়হীন হয় না। সিরাজ-চরিত্র যে কত কোমল—কত সরল—কি শুভ্রতায় স্বচ্ছতায় গঠিত এই অশ্রু—মাতামহের নিকট এই নম্রতাই তাঁহার জলন্ত-জীবন্ত নিদর্শন।

বেগম সাহেবারও নেত্রদ্বয়ে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। বাধা মানিল না—যুক্তি-তর্ক শুনিল না—অবাধ্য অশ্রু প্রবাহিত হইল। করুণ-কোমল কণ্ঠে বেগম-সাহেবা ডাকিলেন,—

"সিরাজ—"

"মাতামহী।"

"অনুতপ্তা অপরাধিণীকে মার্জ্জনা কর সিরাজ।"

"তুমি অপরাধিণী! হে দেবীরূপিণী রাজরাণী, হে সিরাজ জননী, নতজানু সন্তান—শিরে তার কর আশীষ সিঞ্চন মাতা—তৃপ্ত হোক অতৃপ্ত সিরাজ-চিত্ত—শান্ত হোক অশান্ত সিরাজ প্রাণ।"

"আশীর্ব্বাদ করি—তোর কীর্ত্তি-কাহিনীতে মুখরিত হোক বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আকাশতল—তোর নামে কেঁপে উঠুক সমগ্র এশিয়া—মহা বিস্ময়ে তোর কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করুক সমগ্র ইউরোপ খণ্ড।

আশীর্ব্বাদ করি—এই মহা-মূর্ত্তিতে জগৎ বক্ষে প্রকটিত হয়ে—এই উজ্জ্বল আদর্শে—এই স্বাধীনতা প্রয়াসে যুগান্ত-ব্যাপী কনক-কীর্ত্তি গঠন কর।

আশীর্ব্বাদ করি—আজীবন আমরণ সর্ব্ব সম্পদ সৌভাগ্য-শ্রী শিরে তোর অধিষ্ঠিত থাকুক ; দেব-নেত্র চির-প্রসারিত থাক তোর সর্ব্বাঙ্গে ; দেব নামের ন্যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোর নামোচ্চারণ করুক ; জলধির ন্যায় তোর মহান্ কার্য্য-কলাপ ভূমণ্ডল নিরীক্ষণ করুক ; তোর নাম—আকবর বাদশাহের দিগন্ত-ব্যাপিত নামকেও দলিত করে—সু-উচ্চ নিনাদে সমগ্র প্রাচ্য প্রতীচ্যে বেজে উঠুক।”

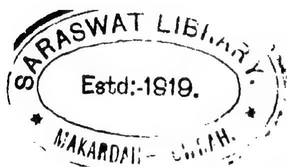
“আর তার সঙ্গে এই নে সিরাজ, বৃদ্ধের শিথিল কর হতে রাজদণ্ড। গ্রহণ কর সিরাজ, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার এই মণিময় মুকুট। মর্ত্ত্য-দেবেশের শিরে শোভিত হয়ে শত শোভায়—স্বর্গ-আভায় হেসে উঠুক এ রাজ-মুকুট। তোর কীর্ত্তি-কর স্পর্শে, নব-সৃষ্টি প্রভাতের কিরণ ধারায় সু-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই রাজদণ্ড। তোর মহত্ত্বের আলোকোজ্জ্বল প্রবাহে উদ্ভাবিত উজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নীলাম্বর।”

“হা—হা—হা—স্নেহ এমনি অন্ধই হয় দাদু। সূর্য্য সম্মুখে প্রদীপ-শিখা কি আলোক বিতরণ করতে পারে ? সাগর সম্মুখে তড়াগ কি গর্জ্জনে গর্ব্ব করতে পারে! তুমি থাকতে, সিরাজ-শিরে মানায় কি ও-মুকুট ? আর সিরাজ ও-সব কিছুই চায় না—সে চায় তোমার হৃদয়—সেই তার সিংহাসন। সিরাজ চায় তোমার স্নেহ—সেই তার মহারাজ্য। আর সিরাজ চায়—স্পর্দ্ধিত জানকীরামকে দেখাতে—বোঝাতে—যে বিহারের রাজা সে নয়—সিরাজ।”

“তাই যদি চাস্—তবে চল সিরাজ, সর্ব্বজন সমক্ষে তোকে নিজের হাতে বিহারের সিংহাসনে বসিয়ে দিই। বিহার আসন, দেবতা বরণে আলোকে পুলকে হেসে উঠুক—নেচে উঠুক ; শোভায় সম্পদে দেবতার প্রাণে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলুক—প্রীতি-পুলকে বিহার বক্ষ সিক্ত হোক।

আয় সিরাজ আয়—চল সিরাজ চল ; আলোক—আশা—আনন্দ-

বর্ষণে ; শ্রী-শান্তি—সম্পদ বিতরণে দেবতার মত ছুটে চল্‌—লক্ষ শত নেত্র-পথে বিস্ময়-তরঙ্গ জাগিয়ে। তোর পাদক্ষেপে শত শত শত-দল শোভা ফুটে উঠুক—তোর কণ্ঠে বিশ্ব-বীণার ঝঙ্কার বেজে উঠুক—তোর হাস্যে প্রজার চিত্ত শুভ্রতায় প্লাবিত হোক—উল্লাসে তারা তোর জয়গানে—উৎসব তানে সপ্ত-সাগর গর্জ্জন প্রমথিত করে তুলুক।" (২৪)



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"বাঙ্গালীর বৌ, তুমি দেবী না মানবী ?"

"আমি নগণ্যা—সামান্যা—দীনা-হীনা রমণী। আমি তোমার সেবিকা, তোমার পরিচারিকা।"

"নয়নে যার সুধা-সিন্ধুর প্রবাহ প্লাবিত—দীপ্ত-জ্যোতিমণ্ডিত ; বদনে যার স্বর্গালোক তরঙ্গায়িত—স্বর্গ-স্বর্ণ কিরণ পরিস্নাত ; অঙ্গে যার শোভা সৌন্দর্য্যের অধিবাস—সে কখনও হীনা-দীনা হতে পারে না। না, না—তুমি দেবী—তুমি মুক্তি—তুমি দীপ্তি—তৃপ্তি—নিবৃত্তি।"

"তুমি অতিথি—তুমি রাজরাণী—তুমি দেবী আমার ; তোমার দরশনে, তোমার পরশনে আজ এ দীনার কুটীর পূত—হীনার হীনতা পবিত্র।"

"আর তোমার দেব-মূর্ত্তি নিরীক্ষণে—বীণা-ঝঙ্কারময় বাক্য শ্রবণে—

এ মহিমময়ী, গৌরবময়ী আলেখ্য দর্শনে—জীবন মন-প্রাণ নয়ন আমার সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। আহা-হা—কি সুন্দর এ আদর্শ—কি মিষ্ট এ কথা—কি মধুর এ মূর্ত্তি! ভাষা নাই বোঝাবার—কল্পনা নাই ভাববার যেন স্বর্গের সব সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে, শোভায় আভায় শোভিত—এ হেমময়ী মূর্ত্তিখানি! যেন স্বর্গ-দেবীর সব মহিমা গরিমায়, দেবীত্বে মহত্বে গঠিত ঐ কুসুম-কোমল বক্ষখানি। যেন স্বর্গের সব স্বচ্ছ-সারল্য—শুভ্র-পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে ধরার বক্ষে। যেন দেবতার সব আশীর্ব্বাদে সৃজিত এই দেবী-স্বরূপিণী রমণী।

হে আশ্রয়দায়িনী বাঙ্গালীর বৌ, তুমি ভূতলে অতুল।"

"কেন রাজরাণী, পুনঃ পুনঃ অযথা প্রশংসায় লজ্জা দেও আমায়? যারা শিশুকাল থেকে দেব-দেবীর পায়ে ফুল দিয়ে—গায়ে চন্দন মাখিয়ে মাথায় জল ঢেলে পূজা করে—যারা দেব-দেবীর পদে মাথা খুঁড়ে দেবতার মত স্বামী-পুত্রের লাভাশায় সতত প্রার্থনা করে—যাদের বাসনা, পাঁচ-জনকে দু-মুঠো ভাত দেওয়া—যাদের কামনা জীবের সেবা—অতিথির পূজা—সেই বাঙ্গালীর-মেয়ে, বাঙ্গালীর বউ আমি। অতিথির সেবা, রাজ-পূজা—এ যে আমার বংশগত-প্রথা—এ যে আমার সংস্কারগত কর্ম্ম—এ যে আমার জন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম। এ স্বভাব সঞ্জাত কর্ম্মের জন্য কেন রাণী শুনাও প্রশংসা-বাণী?"

"ধন্য—শত ধন্য তুমি বাঙ্গালীর বৌ—আর ধন্য তোমাদের শাস্ত্রকারগণ।"

সহসা উঠানে একটা গুরুভার পতনের শব্দে উভয় নারী সচকিত নয়নে বহির্ভাগে দৃষ্টিপাতে দেখিলেন,—এক দীর্ঘায়ত পাঠান কুটীর-চত্বরে দণ্ডায়মান। বিস্ময়-শঙ্কিত কণ্ঠে উভয়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"কে—কে—কে তুমি?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

"দেখলে বেগম-সাহেবা, সিরাজ চলে গেল! চলে যে যাবে, তাও আমি জানি। সেই মোহনলালের কুটীরে গিয়ে তাকে রাজার ন্যায় আহ্বান না করে আন্‌লে, সে আসবে না। বড় অহঙ্কৃত—বড় অভিমানী ....

"তোমারই সাহস তাকে অহঙ্কৃত করে তুলেছে—তোমারই প্রশ্রয় তাকে আদর্শ-অভিমানী করে গড়ে তুলেছে।"

"তা জানি। কিন্তু তবুও কঠোর হতে পারি না। সিরাজকে কটূ-বাক্য বল্‌তে বুকটা কেঁপে ওঠে—কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে পড়ে—ভাষা ভুলে যাই। সিরাজের অসাক্ষাতে মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জে উঠি—কিন্তু সিরাজের দর্শনে সে ক্রোধ বেদনার অশ্রুতে শীতল হয়ে পড়ে। সব ভুলে—সব দিয়ে হৃদয় চায় তাকে হৃদয়ে ধারণ করতে। সিরাজের মধুর-মিষ্ট "দাদু" বুলী কর্ণে বীণার ঝঙ্কার বাজিয়ে দেয়—অন্তরে স্নেহের বন্যা ছুটিয়ে দেয়। সে বন্যার প্রবল প্লাবন ধারায় আমার সব ক্রোধ—সব কঠোরতা মুহূর্ত্তে ভেসে চলে যায়।"

"এই মধুময়ী, সুধাময়ী, শোভাময়ী, হাস্যময়ী প্রকৃতিও অগ্নি-দীপ্তি—ধ্বংস মূর্ত্তি ধারণ করে। নদ নদী কখনও স্থিরা, ধীরা, মন্থরা, গম্ভীরা মৃদুকল কল্লোলা, মৃদু জল-হিল্লোলা—আবার কখনও ভীষণা ভয়ঙ্করী

ভীমা-ভৈরবী। প্রয়োজন ক্ষেত্রে কখনও কোমল, কখনও কঠিন মূর্ত্তি ধারণ করতে হয় নবাব।"

"হাঁ বেগম—সত্য বলেছ; সত্যই দেব-বিধি—প্রকৃতি উলঙ্ঘন করতে পারে না—মানুষও পারে না। মানুষের স্নেহ যে, স্নেহাধারের জন্য আগ্রহে আকুল হয়ে পড়ে—তাই মাথা খোঁড়ে দেব-পদে পুত্র কন্যা প্রার্থনায় প্রার্থিত স্নেহাধার পেলে অজানিতভাবে ছুটে যায় স্নেহ-মায়া-মমতা বন্যারই মত—কিছু দেখে না—কিছু ভাবে না—বোঝে না।

আলিবর্দ্দীর জীবনটা অগ্নি দিয়ে গড়া—কাঠিন্যে ঘেরা—তার অন্তর শ্মশানলে পোড়া—কিছু নাই। শুধু দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে অনল।

তিন-তিনটে কন্যার একটী বিগতা—দুটী পিতৃ-বিদ্রোহিণী তিনটী জামাতার—দুটী গতায়ু। জ্যেষ্ঠ নোয়াজেস মহম্মদ, শুধু একটা সচল-জীব—এই পর্য্যন্ত। তোমার মৃতা মধ্যমা কন্যার পুত্র সওকৎজঙ্গ—লম্পট, মদ্যপায়ী, মূর্খ; সে থাকা—না থাকারই মধ্যে। সিরাজের কনিষ্ঠ এক্রাম উদ্দৌলা—বিলাসিতা ও অলসতা, মদিরা ও নারীর রূপ-তরঙ্গে আকণ্ঠ নিমজ্জিত—সুতরাং সেও জীবন্মৃত। আছে কেবল এ তপ্ত-বক্ষ শীতল শান্ত করতে একমাত্র সিরাজউদ্দৌলা। তাই এ বৃদ্ধের হৃদয়ের সব স্নেহ-মায়া-মমতা সিরাজ করেছে অধিকার।"

"স্নেহ স্বর্গীয় জিনিষ, পবিত্র-সম্ভার—অতি শুভ্র—অতি স্বচ্ছ। কিন্তু স্নেহ যদি অত্যধিক বর্ষিত হয়—তাহলে স্নেহাধারটীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত্তে—হয় তো স্নেহের পাত্রের পরিণাম কঠোরতা-ময় ভীতিময় করে তুলতে পারে—হয় তো তাকে উচ্চ-উন্নত পথে পরিচালিত না করে অধঃপতনের অন্ধকারময় স্তরে নিক্ষেপ করতে পারে। তাই বলি নবাব, অত্যধিক স্নেহ—ইষ্ট না করে অনিষ্ট-সাধনই করে থাকে।"

"কিন্তু তা হবে না রাণ হবে না বলেই—স্নেহের-উৎস, নিরুদ্ধ না রেখে, অবাধে দ্বার মুক্ত করে দিয়েছি। আমার স্নেহ বা প্রশ্রয় সিরাজকে নিম্ন-স্তরে নিয়ে যাবে না—বরং তাকে উচ্চ হতে উচ্চতর—মহৎ হতে মহোত্তর করে তুলবে—তাকে এক মহোচ্চ মহান্ সম্মানের স্বর্ণাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সিরাজের চরিত্র পুষ্পের ন্যায় স্বচ্ছ—সুরভিত—সুনির্ম্মল। সিরাজের অন্তর শিশুর ন্যায় কোমল করুণ, অমল-বিমল—নিশ্চল সরল। সিরাজের প্রকৃতি দেবতার মত উচ্চ—উন্নত—উদার। সেই জন্যই সে মেহেদী-নেসারের প্ররোচণায় পরিচালিত হয়ে এসেছিল পাটনাতে—তাই সে আহ্বান করেছিল, বিহার অধিকারে সামন্ত ও স্বাধীন শক্তিবর্গকে। সে উদার না হলে—যে শক্তি সিরাজ একত্রে সম্মিলিত করেছিল; সে শক্তি-সংঘাতে আমার এই সহস্র সৈন্য ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতো—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন অক্লেশে অবহেলায় অধিকার করতে পারতো। কিন্ত মহৎ মহান্ সিরাজ, এ সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় ত্যাগ করেছে। পাছে তার দাদুর রাজ্য—দাদুর জীবন বিপন্ন হয়, তাই সে শের-শক্তিশালী শক্তিবর্গকে নিরস্ত্র করেছে। আর আমার প্রতি তার এত অগাধ বিশ্বাস, যে একক নিরস্ত্র অবস্থায় আমার শিবিরে আসতে তার অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ সংশয় বা শঙ্কা জাগে নাই। সে জানে—দাদু তার দেবতা! এমন মহান্‌কে কেন বাণী কঠোরতার নিষ্পীড়নে তার কীর্ত্তিময় পথের গতিরুদ্ধ করবো? তাই তাকে সীমাবদ্ধ গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ না করে—তার প্রসারিত ইচ্ছা ও শক্তিকে অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ না করে—অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি। যাতে তার উচ্চ আদর্শ—আরও সুদূর প্রসারিত হয়ে, বিশ্ব-বা আলোক আভায় আলোকিত করে তোলে।"

"রাজা তুমি—দৃষ্টি তোমার তীক্ষ্ণ—বুদ্ধি তোমার তীব্র—বিচার তোমা

তুচ্ছ। রমণী আমি—আমি সে দৃষ্টি—সে বুদ্ধি-বিচার কেমন করে পাব? তাই সিরাজের আসন যে কত উচ্চে দেবতা স্থাপন করেছেন, বুঝতে পারি নাই। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনের প্রলোভন যে যুবক ত্যাগ করতে পারে—সত্যই সে দেব-পদ-বাচ্য।

চল রাজা, সেই অত্যুদার হিন্দুর পুণ্য-পূত কুটীরে। চল বাংলার রাজরাণী, আমরা দুজনে যাই ভবিষ্যত বাংলার রাজা-রাণীকে বরণ করে বক্ষে আনতে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"কে—কে—কে তুমি?"

"আমি—আমি—আমি তোমাদের সন্তান।"

"কোন্ প্রয়োজনে এসেছ এখানে?"

"এসেছি জীবন রক্ষায়—আশ্রয় ভিক্ষায়। সাক্ষাত শমনরূপী এক বাঙ্গালী বীর উন্মুক্ত করাল করবাল করে আমায় হত্যা করতে পশ্চাদ্ধাবন করেছে। তারই কবল হতে জীবন রক্ষায় দিগবিদিগ জ্ঞান শূন্যে এই কুটীর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করেছি। তোমরা যে-ই হও নারী, আমি তোমা-

দের জননী সন্তাষণে—তোমাদের করুণার দ্বারে আজ প্রার্থী। সন্তানকে রক্ষা কর জননী।"

"পশুসম না পালিয়ে—আততায়ীকে আক্রমণ করলে না কেন পাঠান ?"

"আমি যে নিরস্ত্র মা।"

"নিরস্ত্রের হত্যায়, পলাতকের পশ্চাদ্ধাবনে রত, কে সেই বাঙ্গালী-বীর ?"

"তা জানি না। তবে তার বেশ-ভূষায়, কথাবার্ত্তায় বুঝেছি সে বাঙ্গালী। আর বুঝেছি—সে আমার শমন—তার করাল কবল হতে আমার উদ্ধার নাই। তাই প্রাণ-ভয়ে ভীত-সন্তানকে দেবতা মাতৃ-সন্নিধানে করেছেন প্রেরণ। সন্তানকে মা হয়ে মা, মরণের মুখে নিক্ষেপ করো না। দাও—দাও দেবী—অভয় দাও—দাও জননী আশ্রয় দাও—মাতৃ-ধর্ম্ম পালন কর মা।"

বেগম লুৎফউন্নিসা কাতর-করুণ নয়নে বাঙ্গালীর-মেয়ের স্বর্গ-জ্যোতিঃ-পরিলিপ্ত বদনোপ্রতি চাহিলেন। সে কাতর দৃষ্টির অর্থ বাঙ্গালীর-মেয়ে বুঝিলেন। শান্ত সুন্দর স্বরে বাঙ্গালীর-বৌ বলিলেন,—

"যে মাতৃ-সম্বোধনে বাঙ্গালীর-মেয়ের সব কঠোরতা করুণায় গলে যায়—স্নেহের ধারায় অন্তর প্লাবিত হয়—সেই মাতৃ-সম্বোধনে ডেকেছ তুমি বাঙ্গালীর-মেয়েকে। যে দেশের মেয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যে—আশ্রিত রক্ষণে—সন্তান পালনে জীবন হাসিমুখে পুষ্পাঞ্জলীর মত অর্পণ করে, সেই দেশে নারীর সম্মুখে আজ তুমি আশ্রয় ভিখারী। আমি তোমায় অভয় দিলুম—আশ্রয় দান করলুম। যত বড় মহাশক্তি ভীষণ ভয়ঙ্কর ধ্বংস সাজে—দানব মূর্ত্তিতে ছুটে আসুক না কেন, তথাপি আমি তোমায় আশ্র দিলুম পুত্র। জননী জীবিত থাকতে, তার সন্তানের অঙ্গে কেউ আঘাত করতে পারবে না—দেহে স্পন্দন থাকতে বাঙ্গালার-মেয়ে আশ্রিতকে পরি

ত্যাগ করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও পাঠান—শঙ্কা ত্যাগ কর সম্মুখে আমি তোমায় আশ্রয় দিলুম।"

সহসা এক স্ব-শস্ত্র পুরুষ আবির্ভূত হইয়া মেঘ-গুরু-গম্ভীরে বলিলেন,—

"কাকে—কাকে আশ্রয় দাও রুক্মিণী ?"

"আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি স্বামী।"

"গৃহ ধ্বংস মানসে কেন অনলরূপী শয়তানকে কর গৃহ মধ্যে আশ্রয় দান ? এ আশ্রয় দানে তোমার স্বামীর শির-শোভা—তোমার করের শঙ্খ-বলয়—তোমার সীমন্তের ঐ রক্ত-রেখা এক লহমায় মুছে যাবে—মুছে যাবে। তাই বলি রুক্মিণী, করো না এ অনলকে আহ্বান—করো না বিপদকে আলিঙ্গন—করো না শত্রুকে গৃহ মধ্যে আশ্রয় দান।"

"এ হীন-নীতি—হেয়-বাণী তোমার মুখে যে উচ্চারিত হবে, এ-ত কখন কল্পনা করি নাই—চিন্তায় ভাবতে পারি নাই। যে দেশের নারী মাতৃত্বের মহিমায় দেবীর আসনে আবহকাল অধিষ্ঠিত; যে বাণী মানবের আদি ভাষায় ভেসে উঠেছে—ত্রিলোক যে নামের মহিমায় হিল্লোলিত—তরঙ্গায়িত; নামে যার—উচ্চারণে যার নারীর হৃদয় শত স্নেহোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—সেই অমিয়ধারা নিষিক্ত মাতৃ-নামে সম্বোধনে ভীত এক আশ্রয় প্রার্থী চেয়েছে আশ্রয়—আর আমি অতীতের সব গর্ব্ব-দর্প-কীর্তি পিশাচিনীর মত পদদলিত করে—রাক্ষসীর মত আশ্রয় প্রার্থীকে—জননী সম্ভাষণকারীকে মৃত্যু-কবলে নিক্ষেপ করবো ? এই কি বীরাবতার মোহন লালের উপদেশ ?"

"কিন্তু হিন্দুর-বৌ হয়ে, স্বামী-ধর্ম্মপালিকা বাঙ্গালীর-মেয়ে হয়ে, আমার বিনা আদেশে, কোন্ অধিকারে তুমি আশ্রয় দাও ধ্বংসরূপী রাজ-শত্রুকে ? তোমার ধর্ম্ম স্বামী বিদ্রোহীতা নয়—পতি-পূজা,

স্বামী-ধর্ম্ম পালন—স্বামীর গৌরব রক্ষণই তোমার ধর্ম্ম—তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।”

“শিশুকাল থেকে যারা ভবিষ্য স্বামীর মঙ্গলার্থে দেব-দেবীর চরণে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করে—সতী-ধর্ম্ম পালনে যারা হাসতে হাসতে মরণকে বরণ করে—স্বামীর চরণতলে মাথা রেখে যারা মরবার প্রার্থনা করে, সেই বাঙ্গালীর-মেয়েকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন স্বামী।”

“তবে কেন আজ সহসা তোমার এ ভাবান্তর—এ পরিবর্ত্তন রুক্মিণী? তবে কেন নজর-বন্দী পলাতক পাঠানকে আশ্রয় দিয়ে স্বামীকে রাজ-রোষে কর নিক্ষেপ রুক্মিণী? যদি হও পতি অনুরাগিণী, তবে ত্যাগ কর আশ্রিতকে।”

“এক নিরস্ত্র নিঃসহায় প্রাণভয়ে ভীত ত্রাস্ত আশ্রিতকে সবল সশস্ত্র রক্ত-পিপাসু শত্রুর ব্যাদিত বদনে নিক্ষেপ করবো, এ হীনতা আমার হৃদয়ে আরোপিত হবার পূর্ব্বেই—দেবতা তুমি, তোমার পদে মৃত্যু-আশীষ চাই।

এতদিন, এতকাল নিজেকে বড় সুখিনী ভাগ্যশালিনী, গৌরবিনী জ্ঞান করতুম। কিন্তু আজ দেখছি—আমি অতি দুঃখিনী, সু-ভাগ্য-বিহীনা—মন্দ-ভাগ্যধারিণী। নতুবা আমার স্বামী—গর্ব্বে যার ক্ষুদ্র-বক্ষ আমার বিস্ফীত হয়ে উঠতো—সেই স্বামী আজ আমার নিরস্ত্র-পলায়িত শত্রু বধে, হীনের ন্যায় ধাবমান হতো না—সেই স্বামীর মুখে আশ্রিতকে পরিত্যাগ করবার আদেশ বা অনুরোধ বাণী উচ্চারিত হতো না। ছিঃ—ছিঃ—স্বামী, আজ সত্যই আমার অন্তরে মৃত্যু ইচ্ছা আকুলতায় জেগে উঠছে। শোন প্রতিপক্ষ, হয় অস্ত্র ত্যাগ কর—আর না হয় শূন্যে উত্তোলিত কর।”

“কার বিরুদ্ধে?”

"আমার বিরুদ্ধে।"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—মোহনলালের অস্ত্র-শিক্ষা, নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নয়। একটী ফুৎকারে পুষ্পচ্যুত পল্লবের মত যে ঝড়ে পড়ে—তার সঙ্গে কঠিন কঠোর লৌহাস্ত্র আঘাতের প্রয়োজন হয় না।"

"যে পলাতক নিরস্ত্রের বধার্থে অস্ত্রোত্তোলন করে,—তার মুখে এ দম্ভময় বাক্য শোভা পায় না।"

"হিংস্রক রক্তপায়ী পশুকে কেউ অস্ত্রে-শস্ত্রে সু-সজ্জিত করে, বধ করে না—সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী দস্যুকে নিরস্ত্র দেখে, কোন অস্ত্র-ধারী—অস্ত্র অচল রাখে না। এই পাঠান, নবাবজাদার আদেশ উলঙ্ঘনে তস্করের ন্যায় অন্ধকার নিশায় পলায়ন করছিলো—তাই তার পশ্চাদানুসরণ করেছিলেম শুধু পলাতককে বন্দী করতে। কিন্তু পলাতক আত্ম-সমর্পণ না করায়—অস্ত্র কষোন্মুক্তে বাধ্য হয়েছিলুম। প্রভু আদেশ পালন—হীনতার পরিচয় তোমার বিবেচনায় হলেও; আমার বিবেচনায় এ ভৃত্যের একমাত্র কর্ত্তব্য—একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পালন করায়, কেন কর নারী অকারণ কটূ-ভাষণ বর্ষণ?"

"তবে তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম—তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর; আর আমার ধর্ম্ম—আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আমি পালন করি। নাও, ভৃত্য-ধর্ম্ম-পালক, তোল তোমার ভয়াল করাল করবাল।"

"ভৃত্যের যেমন কর্ত্তব্য প্রভু আদেশ পালন—প্রভু মনঃস্তুষ্টি-সাধন—তেমনি বাঙ্গালীর-মেয়ের কর্ত্তব্য—স্বামীর আদেশ পালন—স্বামীর মনঃস্তুষ্টি সাধন। স্বামীর বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ—স্বামীর আদেশ উলঙ্ঘন,—বঙ্গ-বধূর নীতি নয়—কর্ত্তব্য নয়—ধর্ম্ম নয়।"

"কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম—পুণ্য—নীতি-বিধি নিয়ে বাঙ্গালীর-মেয়ে বঙ্গ-মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালীর মেয়ের সব শিক্ষা জন্ম-জন্মান্তরের—যুগ-যুগান্তের।

পুণ্য-ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য বাঙ্গালীর-মেয়ের প্রতি কম্পনে নিয়ত ঝঙ্কৃত হয়—নয়নে বদনে ঝড়ে পড়ে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুণ্য, কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষা বাঙ্গালীর মেয়েকে কারও কাছে শিখতে হয় না।"

"তবে কেন দাঁড়িয়ে—স্বামীর শিরোর্দ্ধে শমন-সম তরবারী উত্তোলনে?"

"স্বামীর তৃপ্তি-সাধনে—স্বামীর ধর্ম্ম-পালনে—স্বামীর করুণা-কণা আকিঞ্চনে। তুমি বীর-স্বামী, তুমি অস্ত্র-প্রিয়, কর্ত্তব্য-সেবক, ধর্ম্ম-পালক। অস্ত্র-অনভিজ্ঞা, কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনা—হীন-প্রাণা নারী কখনও তোমার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী হতে পারে না—কখনও তোমার প্রেম-প্রীতির অংশিনী হতে পারে না—কখনও তোমার আশীর্ব্বাদ বা পদধূলি ধারণে সৌভাগ্য-শালিনী হতে পারে না। তাই কর্ত্তব্য-সাধনে—বীর স্বামীর আদর্শনীয়া সহধর্ম্মিণী হতে অস্ত্রোত্তোলন করেছি।

কর্ত্তব্য-কর্ম্মে দেবতা তুষ্ট। দেব-কণ্ঠে নিনাদিত হয়েছিল—কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম। সেই রাজ-কর্ত্তব্য কর্ম্মে—বীর-ধর্ম্মে কুরু-পাণ্ডব ভ্রাতৃ-বক্ষে, স্বজন শিরে শেলাঘাত করতে সঙ্কুচিত হন নাই। সেই কর্ত্তব্যে চিত্রাঙ্গদা, উলূপী, স্বামীর বিরুদ্ধে পুত্রকে অস্ত্রোত্তোলনে বাধা প্রদান করেন নাই—স্বামীর মৃতদেহ দর্শনে অনুমৃতাও হন নাই। তাই ভারতের কনক-কিরীটিনী বীরাঙ্গণা ভদ্রা-দেবী, দেব-বিপক্ষে দণ্ডী রাজাকে স্বামীর অগোচরে আশ্রয় দান করেছিলেন, সেই মহা-মহিমায় একদিন মর্ত্ত্য-বক্ষে একসঙ্গে অষ্ট বজ্রের মহাদীপ্তিচ্ছটায় সমগ্র ভারত-বক্ষ প্রোজ্জ্বল—সমগ্র নর-নারীর অন্তর আজ-ও উজ্জ্বল করে রেখেছে। সেই দেশের নারী আমি—আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে—মর্ত্ত্যের মূর্ত্ত-দেবতার প্রতিমূর্ত্তি তুমি আমার—তোমার তৃপ্তি-সাধনে—তোমার পূত পদধূলি গ্রহণে—চলে যাই তোমারই সাধন-পথে।"

"রুক্মিণী, রুক্মিণী—রুদ্ধ কর তোমার ও-তীর-তপ্ত ভাষার-দুয়ার—

হৃদয় আমার ক্ষিপ্ত—তিক্ত হয়ে উঠছে : কর্ত্তব্য ক্ষেপে উঠছে—কিন্তু মাথা নত হয়ে পড়ছে। অস্ত্র নেচে উঠছে—কিন্তু হাত কেঁপে উঠছে নয়নে আগুন জ্বলে উঠছে—কিন্তু অন্তরে, প্রেমের শান্ত-প্রবাহ বয়ে চলেছে। যদি অন্তর বাহির একসঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে আমি—না, না—তা হয় না! এ বিসদৃশ দৃশ্য—অবাস্তব চিত্র কখনও সহজ সজীব হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের স্বচ্ছ সুন্দর আদর্শের সহসা বিলোপ হতে পারে না। আজ স্বামী—পত্নীকে স্বকরে হত্যা করলে, জগতের নারী আর কখনও বিবাহ করবে না—করলেও স্বামীকে শত্রু-জ্ঞানে দূরে সরে যাবে। না—না—পত্নী হত্যা করবো না—করতে পারবো না। যাও—যাও—রুক্মিণী, কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়িও না—সরে যাও।"

মোহনলাল-সহধর্ম্মিণী রুক্মিণী-দেবীর কোন উত্তরের পূর্ব্বেই বেগম লুৎফন্নেসা সরোষ, সতেজ, সু-স্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—

"পত্নী-হত্যায় কেঁপে যদি ওঠে তোমার বক্ষ—কেঁপে ওঠে যদি কর-দ্বয়—শিথিল হয় যদি মুষ্টি—তবে আমি দাঁড়াচ্ছি সম্মুখে তোমার সু-শাণিত কৃপাণ উত্তোলনে।"

"একি! একি দৃশ্য তুমি আমায় দেখাও রাজরাণী? একি সমস্যার জটিল কূটিল জালে আবদ্ধ করলে তুমি দেবি! আশ্রিত তুমি—অতিথি তুমি—বাংলার রাণী তুমি—প্রভু-পত্নী তুমি—তুমি যে জননী, আমার তোমার সেবাই যে আমার পুণ্য-ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তানকে করুণা কর মা—তার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিয়ে পুত্র শিরে কলঙ্কারোপিত করো না দেবী।"

"আগে হলে হয় তো সরে দাঁড়াতুম; আগে হলে হয় তো তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাহায্য করতুম। কিন্তু লুৎফন্নেসা আজ সভাগ-দোহ—

জাগ্রত-নেত্রে যে মহা-মহিমার মহিমোজ্জ্বল দৃশ্য দেখেছে—যে গরীয়ান মহীয়ান মূর্ত্তির দীপ্ত ছটার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে—যে অমর অধীশ্বরীর করুণা কর্ত্তব্যময় মহোচ্চ আদর্শময় বাণী শুনেছে—তাতে আজ লুৎফা নব-প্রেরণায়, চেতনায় জেগে উঠেছে। আজ লুৎফা বুঝেছে—স্বামীর স্তুতিতে—স্বামী তৃপ্ত প্রীত হন না। স্বামীর তৃপ্তি—পত্নীর কর্ত্তব্য-পালনে; স্বামী প্রীত—সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সাধনে। স্বামীর ধর্ম্ম—স্বামীর কর্ম্ম পত্নীর সতত পালনীয়। যে তা পালন করে—সে-ই স্বামীর অনাবিল অকৃত্রিম করুণা ও প্রেমের অধিকারিণী হয়। আমার স্বামীর—তোমার প্রভুর যদি আদেশ থাকে নিরস্ত্র হত্যায়—তাহলে লুৎফা স্বামীর শুভ্রত রক্ষায়—স্বামীর গৌরব রক্ষণে—স্বামীর এ কলঙ্কিত আদেশ অপসারণে অস্ত্র-ধারণ কেন করবে না বীর? যাও বাঙ্গালী, তর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমি রুক্মিণীর ভগিনী, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহধর্ম্মিণী হীন-প্রাণা নই—যে তোমার অস্ত্রের উজ্জ্বলতা দর্শনে আতঙ্কে নয়ন মুদ্রিত করবো।

হে আশ্রয়দাতা, উদার বান্ধব, হে পরমোপকারী, পরমাত্মীয় পরম-বন্ধু, যদি অন্তিম অভিবাদনের সুযোগ না ঘটে, তাই আগে হতে তোমায় শ্রদ্ধাভারাবনত অন্তরে শত অভিবাদন জানাচ্ছি।"

"আজ কি স্বর্গের সব মহিমা গরিমা লহরে লহরে এসেছে মর্ত্ত্য-বক্ষে ছুটে মোহনলালের কর্ত্তব্য ভাসিয়ে দিতে? আজ কি চন্দ্রমা-কিরণ অলোক আলোক আভায় ছড়িয়ে পড়েছে—এ দীনের চক্ষু ধাঁধিয়ে তুলতে? আজ কি মাতৃত্ব—নারীত্ব—দেবীত্বের সর্ব্ব উচ্চ মহৎ মহতী-মহান্ উচ্ছাসরাশি মোহনলালকে উন্মাদ করতে ছুটে এসেছে? না, না দেবী, পারছি না এ আলোক-প্রপাত—এ দেবী-মহিমার তরঙ্গোচ্ছা-সের মহাবেগ সম্মুখে দাঁড়াতে পারছি না—দিশেহারা, লক্ষ্যহারা হয়ে পড়েছি। হে দেবী, হে রাণী, হে জননী, এই আমার তরবারী তোমার

"অমল-কমল-বিমল নির্ম্মল পদ শতদলে রক্ষা করলুম। আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ যা ইচ্ছা—সন্তান শিরে কর বরিষণ।"

সহসা দ্বারান্ত হইতে জলধি-জল-সংঘাতিত আরাবে ধ্বনিত হইল,—

"কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট মোহনলাল, তুমি আমার বন্দী।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ



"মোহনলাল।"

"নবাবজাদা!"

"তুমি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট। তুমি পলাতক আসামীকে ধৃত না করে—রাজাজ্ঞা উলঙ্ঘনকারী বাখরখাঁকে শাস্তি না দিয়ে; রাজ-শক্তির অঙ্গ শিথিল করেছ। অপরাধীর বধার্থে উত্তোলিত অস্ত্র, তুমি এক রমণীর পদে রক্ষা করেছ। তুমি অপরাধী—মহা অপরাধী।"

"অপরাধী—অপরাধী আমি। দাও রাজা শাস্তি—কর আমায় এ মহা নিরয় থেকে মুক্তি। ঐ সোণার প্রতিমা—ঐ দেবীরূপিণী রমণী—ঐ স্নেহ-পরিপূর্ণা হৃদয়া মহা মহিমাময় রাজ-রাণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে অক্ষম

আমি। সতী অভিশাপে—দেবতার রোষানলে শত জীবন জ্বালাময় করা অপেক্ষা—মরণ আমার মঙ্গল। কর রাজা বিচার—দাও রাজা শাস্তি আমায়।"

"আর—আর যখন ঐ উজ্জল-বরণা—প্রোজ্জল-কিরণা—পুণ্য-পুলক ব্যাহনী রমণী, মহা মহিমান্বিতা, মহা মহিমময়ী, মহতী মহীয়সী মাতৃ-মূর্ত্তিতে হিরণ-কিরণ আভায় এক বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মীর জীবন রক্ষায় স্বামীর সম্মুখে প্রদীপ্ত প্রভায়—অলোক আলোক আভায় দাঁড়িয়েছিল—কই তখন—তখন তো মোহনলাল, তোমার করদ্বয় কম্পিত—তোমার অজেয় অস্ত্র লুণ্ঠিত হয় নাই ?"

"জান না—জান না তুমি নবাবজাদা, হিন্দু—আশ্রিতাকে—অতিথিকে, জননীকে—দেশের রাণীকে কি চক্ষে দেখে—কি ভাবে পূজা করে।

যে দেশের হিন্দু আশ্রয়ার্থী সামান্য কপোতের জন্য দেহের মাংস সহর্ষে স্বেচ্ছায় স্বকরে কর্ত্তিত করে দেয়; সে-ই হিন্দু হয়ে, কেমন করে—কি ভাবে আশ্রয়ার্থিনীর অঙ্গে প্রহরণাঘাত করবো রাজা—কল্প-নিয়ম পরিবর্ত্তনে ?

যে মা নাম, পৃথিবীর সৃষ্টি হতে যুগে যুগে ভেসে ভেসে চলেছে ত্রিভুবন সুধার ধারায় নিষিক্ত করে; যে মা নাম উচ্চারণে—মানবচিত্ত-শত শত শতদল শোভায়—বিমল কিরণ আভায় প্রভান্বিত হয়ে ওঠে,—যে মা নামের মধুময় ধ্বনিতে, বিশ্ব মোহন-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে; যে মা নামে অমৃত সঞ্জীবনীর ন্যায় অমৃতময়ী অমিয় ধারার প্লাবন অঝোরে ঝড়ে পড়ে অমরার বক্ষ হতে; সে-ই মা নামে যাঁকে সম্ভাষণ—সম্বোধন—সম্বর্দ্ধন করেছি—সে-ই ত্রিলোক পুলকময়ী মাতৃ-বিপক্ষে—কোন্ শক্তিতে—কোন্ সাহসে অস্ত্র ধারণ করবো রাজা ?

দেশের অধিশ্বরী—দেবতার উন্মুক্ত উদার আশীষধারা যার সর্ব্বাঙ্গে

নিষিক্ত—দেবেন্দ্রাণীর সৌভাগ্য যাঁর ললাটে ভূষিত—নয়নে যাঁর করালিনীর অভয় ও অনল,—বদনে যাঁর সন্তান পালিনীর স্নেহোচ্ছাস প্লাবিত,—সে-ই হিন্দুর সজীব সজাগ দেবী-সমা রাজ-রাণীর কুসুম-কোমল কনক কমল অঙ্গে প্রজা হয়ে, কেমন করে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করবো বাজা ?"

"চতুর—অতি চতুর তুমি মোহনলাল। চতুরতার জালে তুমি অজেয় সিরাজকে বন্দী করেছ—তার হৃদয় জয় করেছ—সমুন্নত শির তার অবনত করেছ। তোমায় তীব্র—তীক্ষ্ণ—তিক্ত তিরস্কারে জর্জ্জরিত করবো—না অদেয় অপ্রাপ্য উপহারে বিভূষিত করবো—কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার কার্য্য বাক্য, তোমার দেবত্ব মহত্ত্ব, তোমার মহাপ্রাণতা—মহোচ্চ উদারতা নিরীক্ষণে,—তোমার দেব-জ্যোতিঃ সমুদ্ভাষিত সুদীপ্ত, সুশান্ত সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে ইচ্ছা হয়—হৃদয়-পুষ্প উপহার প্রদান করি তোমায়। আবার এক এক সময়ে হিংসায় হৃদয় ক্ষিপ্ত—সমস্ত বিবেক তিক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়—আমি কেন মোহনলাল হলুম না! মনে হয়—আমি কেন মোহনলালের মহৎ মহান্ গুণাবলীর অধিকারী হলুম না! অমনি হিংসা সহস্র-ফণা বিস্তারে গর্জ্জে ওঠে। অমনি ইচ্ছা হয়—তিরস্কারে তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাময় করে তুলি। তাই বুঝতে পারছি না—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। তিরস্কার বা পুরস্কার যা-ই দি-ই না কেন, কাল প্রভাতে দরবার হতে, রাজাসন থেকে তা তোমায় অর্পণ করবো। আর নবাব বাখর খাঁ!"

"বিহার-পতি।"

"নবাব-সাহেব, আপনি বীর-যোদ্ধা—আপনি শক্তিশালী পুরুষ—একটা দেশের রাজা—লক্ষ শত নর-নারীর পালক-রক্ষক। বুকে এই সাহস—বাহুতে এই শক্তি—অন্তরে এই নীচতা নিয়ে রাজাসনে বসেছেন? ছিঃ—ছিঃ! তস্কর সম পলায়নে রমণীর বসনাঞ্চলে জীবন রক্ষায়, আপনার

অন্তরের অন্তরাত্মা পৌরষের দাপ্ত-তেজে জ্বলে উঠলো না! আপনার রাজ-গর্ব্ব স্ফীত হয়ে উঠলো না! আশ্চর্য্য! যান নবাব, যেখানে ছিলেন, সেইখানে যান। কাল প্রভাতে—দরবারে আপনার প্রতি যথাযোগ্য বিচারাদেশ প্রচারিত হবে। যাও মোহনলাল, এই পলাতক বীরকে অক্ষত-দেহে শিবিরে রেখে এস। আর কল্য প্রভাতে রাজ-সভায়—এই পলায়িত পাঠান খাঁ সহ তুমিও উপস্থিত থাক্‌বে।”

“কিন্তু নবাব-সাহেব, আমি তো এত ভীরু—এত নীচ—এত কাপুরুষ ছিলুম না। বোধ হয় খোদা সব কলঙ্কিত-বৃত্তিগুলি অন্তরে আমার এক সঙ্গে জাগিয়ে তুলেছিলেন! এ হীনতা—নীচতা—কাপুরুষতা আমার মধ্যে উদিত না হলে, আজ আমি এই মর্ত্ত্যের মূর্ত্তা দেব-দেবীর সন্দর্শনে—এই গৌরবোজ্জ্বল—মহা আলোকোজ্জ্বল মহত্ত্বের উত্তুঙ্গ তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-হিল্লোলে স্নান করতে—তার মধুর মদির মহীয়ান গরীয়ান কল্লোল শুনতে—এমন স্বর্গের সুচিত্রিত সুমহান্ স্বর্গ-সম্ভার সজ্জিত দৃশ্য সজাগ দেখতে পেতুম না। এ প্রোজ্জ্বল দৃশ্য দর্শনে—এ উজ্জ্বল আদর্শ নিরীক্ষণে এক লহমায় আমার অন্তর হতে সব আবিল আবিলতা অন্তর্হিত হয়ে—জেগে উঠেছে, সব সু-বৃত্তির শিহরণ—ভেসে উঠেছে স্বর্গের শোভা। আজ আর আমি জীবনের শঙ্কায় শঙ্কিত নই—আজ আর আমি তোমার রাজ-দণ্ডকে ভয় করি না নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আজ আমার নয়ন সম্মুখে চন্দ্র সূর্য্য এক সঙ্গে উদিত। একদিকে দুই চন্দ্রমার শান্ত স্মিত-স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ আভা—অন্য দিকে দুই সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রতপ্ত রজত কিরণ প্রভা। আর তার মধ্যে আমি। উঃ—কি কুৎসিত—কি কদাকার কৃষ্ণ-বর্ণ আমি!

নবাব-মহিষী, তোমায় শত শত সেলাম। সেলাম সাজাদা! আর বাঙ্গালীর-মেয়ে, তোমার সম্বর্দ্ধনার—অভ্যর্থনার—সম্ভাষণের উপযোগী শব্দ

নাই। তুমি শুধু আমার শিক্ষাদায়িনী—আমার অন্ধ-নেত্রে আলোক-ধারিণী—তুমি আমার আশ্রয়দায়িনী—আমার জননী; তোমায় অগণ্য—অসংখ্য অনাবিল শত সহস্র সেলাম। আর তার সঙ্গে হে উদার—অত্যুদার বাঙ্গালী-বীর—হে উচ্চ-উন্নত উদার-পুরুষ তোমাকেও লক্ষ শত সেলাম। এস বীর, দেব-দয়ায় আজ দেবতাকে প্রহরীরূপে করেছি লাভ এস প্রহরী—এস দেবতা—সঙ্গে আমার।"

"নিষ্প্রয়োজন। যাও নব-জাগ্রত পুরুষ—অনুতপ্ত মানুষ যাও—তোমার বাক্যই উপযুক্ত প্রহরী। শুধু তাই নয় মোহনলাল, মানুষকে মানুষের যোগ্য অস্ত্র-ভূষা দাও—মানব অঙ্গ অস্ত্রহীন থাকা পশুত্বের পরিচয়, রাজারও দুর্ব্বলতার নিদর্শন। বাখর খাঁকে অস্ত্র-সজ্জা প্রদান কর মোহনলাল।"

অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া, সবাইকে স-সম্ভ্রম কুর্ণিশ করিতে করিতে বাখর খাঁ ধীরে প্রস্থান করিলেন। নম্র-নত কণ্ঠে রুক্মিণী দেবী ডাকিলেন,—

"সাহাজাদা—"

"না—না—সাহাজাদা বলে ডেক না দেবী। সাহাজাদা বল্‌তে—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা—শুধু তাই কেন, ভারতবর্ষের কোটী কোটী নর-নারী রয়েছে। ও সম্বোধন সম্ভাষণে কোন সরসতা সজীবতা নাই—আন্তরিকতাও নাই। তাই বলি দেবী, তুমি আমায় সাহাজাদা বলে ডেকো না।"

"তবে আদেশ করুন কি বলে ডাক্‌বো?"

"তাই ত! কি বলে ডাক্‌বে! ভেবে তো পাচ্ছি না। দেবী তুমি, তুমি কি বলে এ হীনকে ডাক্‌বে সেটা যে ঠিক ধ্যানে জ্ঞানে আন্‌তে পার্‌ছি না। তবে করুণারূপিণী, যদি এ দীনের প্রতি করুণা বর্ষণের ইচ্ছা হয়ে থাকে—তবে বাঙ্গালীর-বৌ, আমায় 'দাদা' বলে সম্ভাষণ কর মাতৃ-স্নেহহীন সিরাজ—গৌরবময়ী, শক্তিময়ী, স্নেহময়ী, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার

আধরাণী মাতামহীর মাতৃ-স্নেহ লাভ করেছে—দেব-গুণসম্পন্ন, স্নেহ-প্রবণ নবাব আলিবর্দ্দীর হৃদয়ের অবাধ-স্নেহের উত্তরাধিকারী হয়ে পিতৃ অভাব ভুলেছে। পতি-পরায়ণা, শক্তিশালিনী, স্বর্গ-গৌরবিণী লুৎফাকে সহধর্ম্মিণী রূপে লাভ করেছি—মোহনলালের ন্যায় মূর্ত্তিমহত্বকে ভ্রাতারূপে বক্ষে পেয়েছি। আর কোন কিছু দেব-পদে চাইবার—প্রার্থনা করবার আমার নাই। কেবল—কেবল সিরাজের উপযুক্তা একটী ভগিনীর অভাব ছিল। সে অভাব আমার পূর্ণ কর বাঙ্গালীর-মেয়ে। একবার সিরাজকে 'দাদা' বলে ডাক—তৃপ্ত হোক কর্ণ-কুহর—প্রীত হোক অন্তর আমার।"

"দাদা—দাদা—আমার দাদা। ইচ্ছা হয়—অবিরাম ধ্বনিবার উচ্চনাদে জগতের বক্ষ শব্দিত করে সকলকে জানাই—নবাব সিরাজউদ্দৌলা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—আমার দাদা।"

এক প্রৌঢ়া নারী সহ, এক প্রৌঢ় পুরুষ প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন,—

"কে রে—কে রে—আমার সিরাজকে দাদা বলে ডাকে কে রে?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

"সিরাজ, তোর এই নূতন বহিনটী বেশ বেশ। যেন রূপৈশ্বর্য্যময়ী শোভা-সৌন্দর্য্যময়ী, মাধুর্য্য-সম্পদময়ী সু-রঞ্জিত, সুচিত্রিত পটে আঁকা ছবিখানি—যেন সোণার হাস্য-লাস্যময়ী প্রতিমাখানি। এ অমরার আলোকময়ী বহিনটীকে কোথা থেকে পেলি সিরাজ ?"

"দেবতা মিলিয়ে দিয়েছেন দাদু! আর একটু আগে যদি আসতে দাদা—আসতে যদি দাদী, তাহলে এক অকল্পনীয় স্বর্গ-সম্ভার-সম্পদময় দৃশ্য দেখতে পেতে। বুঝতে পারতে, আমার এই বাঙ্গালী ভগিনীর হৃদয় কি উদার উপাদানে—কি অলোক অবদানে গঠিত।"

"কি সে দৃশ্য সিরাজ ?"

"সে দৃশ্য বল্‌বার—বোঝাবার ভাষা নাই। সে শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখবার—সে শুধু অনুভব করবার। যখন নিরস্ত্র নজর-বন্দী নৃপতিবর্গের মধ্যে এক পলাতক নবাব প্রাণভয়ে উপনীত হয় এই বঙ্গ-বীরাঙ্গনার নিকট—তখন সন্তান সম্বোধনে, এই নারী সেই ভীতার্থ নবাবকে অভয় দেয়—আশ্রয় দান করে। আশ্রিত রক্ষণতরে, তার স্বামী—এই বঙ্গ-বীর মোহনলালের বিপক্ষেও অস্ত্রধারণে উন্নত শির-শীর্ষে দণ্ডায়মানা হয়—তখন এই নারীর বদনে নয়নে কি স্বর্গ-শোভা—কনক-আভা ফুটে উঠেছিল তা যে দেখেছে—সে-ই বুঝেছে—সে-ই এই সজীব মাতৃ-মূর্ত্তি অন্তরে অঙ্কিত করেছে। সে মূর্ত্তি তোমরা যদি দেখতে—তাহলে আর জীবনে ভুল্‌তে পার্‌তে না।"

"তুই অতি সৌভাগ্যবান, তাই মা আমার স্বরূপমূর্ত্তিতে তোকে দেখা দিয়েছে। তুই ধার্ম্মিক, তাই দেব-সম মোহনলালকে সঙ্গীরূপে লাভ করেছিস্।

হে মহৎ বাঙ্গালী, তুমি সিরাজের জীবন রক্ষা করেছ—তোমায় অদেয় আলিবর্দ্দীর কিছুই নাই। আজ থেকে সিরাজ তোমার—তুমি সিরাজের। আজ থেকে সিরাজ তোমার সহচর—সখা—সাথী—সহোদর। আজ থেকে নবাব আলিবর্দ্দীর তুমিও দৌহিত্র। সিরাজকে যে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখি—আজ থেকে তোমাকেও সেই চক্ষে দেখবো—সেই স্নেহে 'সক্ত করবো।

বেগম-সাহেবা, তুমি একটী নাতি নাৎ-বৌকে বরণ করে নিতে এসেছিলে। তোমার পুণ্য-পূত সাধনায়, তৃপ্ত-প্রীত দেবতা আজ তোমায় দুটী দেব-সম নাতি—দুটী দেবীসমা নাৎ-বৌ দিয়েছেন। নাও—বেগম-সাহেবা—দুটী ঝরা-ফুল—দুটী যুগল-দম্পতীকে আদরে—আহ্লাদে বরণ করে নাও।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"নবাব আলমনাফগালি, সব শেষ—সব আশা ফুরেছে—সব আলোক নিভেছে—চিরতরে—চিরান্ধকারে।"

"এ নিরাশ-ব্যথিত—বেদনা-কাতর-বাক্য আপনার মুখে শোভা পায় না রাজা-সাহেব।"

"কারণ?"

"কারণ—আপনিই স্বেচ্ছায় আশার শেষ স্পন্দনটাকে নিথর করে দিয়েছেন—আলোক শিখার ক্ষীণ কম্পনটাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছেন। আপনিই আবার অন্ধকারের গভীরতায়—নৈরাশ্যের ভীষণতায় শঙ্কিত—কম্পিত—ভয়-চকিত হচ্ছেন!"

"আমি! আমি-ই আশা ও আলোক নাশক।"

"হাঁ—আপনি! আপনার কুমন্ত্রণার বাতাস আমাদের ভবিষ্যত—আমাদের সৌভাগ্য—আমাদের আশা—সব উড়িয়ে দিয়েছে। হয় তো সিরাজ আমাদের সংহারে সংযমী হতো না—হয় তো ক্ষমাপ্রার্থীর প্রতি তার করুণার সঞ্চার হতো—হয় তো অতিথি অভ্যাগত জেনে মুক্তি দিলেও দিতে পারতো; কিন্তু এখন সে আর মুক্তি দেবে না। আর তার কঠোর প্রাণে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার হবে না। এখন সে ব্যাঘ্রের মত নখাঘাতে আমাদের বক্ষ দীর্ণে শোণিত পান করবে—এখন তার ক্রোধ দাবানলের ন্যায় আমাদের শিরে আছড়ে পড়বে—

এখন সে করালের মত কঠোরতায়—অসীম যাতনায় আমাদের দগ্ধ করবে—অসহনীয় ভারে মৃত্যু-বক্ষে নিক্ষেপ করবে। তাই বলি, আপনি এ সর্ব্বনাশের হেতু—আপনিই আমাদের আশা-ভরসা নির্ব্বাণ করেছেন রাজা-সাহেব।"

"বলির ছাগের ন্যায় আতঙ্ক অঙ্কিত নয়নে—শিরোস্থিত খড়্গের প্রতি নিশ্চলে শুধু চেয়ে থাকা—শঙ্কা-শঙ্কিত বিশুষ্ক বদনে নীরস-জড়িত কণ্ঠে শুধু চীৎকার করা—ভয়-কম্পিত বক্ষে প্রতিক্ষণে প্রতিপলে—প্রতিদণ্ডে মৃত্যু অপেক্ষা করা মানুষের কর্ম্ম—বীরের ধর্ম্ম নয়। তাই আমি বীরোচিত ধর্ম্মে—মানবোচিত কর্ম্মে মৃত্যুর করাল ক্রুর-মূর্ত্তি দর্শনে ভীত চকিত না হয়ে—পুরুষকারে মৃত্যুকে তাড়িত করবার চেষ্টা করেছিলুম মাত্র। আমার এ চেষ্টা যে নবাব সাহেবের নিকট বিরূপ ভাবে ভাবিত হবে—সে আশা করি নাই।"

"যে পশুত্বের আচরণ থেকে মুক্ত হবার জন্য—যে মৃত্যু হতে মুক্ত হবার জন্য রাজা বাহাদুরের এই প্রচেষ্টা—সেই মৃত্যু আরও বীভৎস মূর্ত্তিতে আমাদের গ্রাস করতে ভীষণ ক্ষুধিত বদনে ধেয়ে আসছে। আর এই পলায়ন আমাদের বীর-গরিমা থেকে—পশু-গরিমায় ভুক্ত করে তুলেছে। সিরাজের পদতলে মানুষের মত—বীরের মত বুকটা ফুলিয়ে—মাথাটা উঁচু করে মরলে—তবুও লোকে মানুষ বলতো—বীর বলতো—তবুও অনেকের অন্তরের সহানুভূতির কম্পন উঠতো—আমাদের নামোচ্চারণে অনেকের বক্ষও বিস্ফারিত হয়ে উঠতো। কিন্তু আপনার অপরিণামদর্শিতায়—আপনারই অবিমৃশ্যকারিতায় আমরা সব সুনাম—সুযশ—সুকীর্ত্তি হারিয়ে, আজ পশু অপেক্ষা হেয়—হীন—ঘৃণ্য নীচ হয়ে পড়েছি—অন্য আমাদের অপেক্ষা জীবও শ্রেষ্ঠ—পশুও উচ্চ।"

"হা—হা—হা! মুসলমান তুমি, আমাদের দেশের প্রতিশোধ—

প্রতিহিংসার কঠোরতা কি ভয়ঙ্কর—কি ভীষণ তা অনবগত—তাই এ তীব্র তিক্ত তপ্ত উক্তি তোমার আমাদের দেশের এক অবলা—অসহায়া বিশ্ব-বিবর্জ্জিতা নারী—পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠতম সতী—শুধু পৃথিবীর কেন—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বীরের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে—কঠোরতম ব্রতে—অনল আগুনে [illegible] জন্মান্তরে—সেই বীরের নিধন হেতু হয়। আমাদের দেশের এক রাজ-চক্রবর্ত্তী—সুবিশাল আর্য্যাবর্ত্তের একছত্র সম্রাট নন্দ অন্যায়ভাবে এক [illegible] ভ্রাতাকে পিতৃসহ কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত আহার্য্য প্রদানে [illegible] প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা—অনল-তাপে সকলের অন্তরে প্রজ্বলিত করে তুলে। তখন সকলে এক মত—একমাত্র তার প্রতিশোধের চিন্তা করতে লাগলো। পিতৃ আদেশে একজন প্রতিশোধ গ্রহণের মন্ত্রে দীক্ষিত হলো। তখন পিতা ও নিজেরাই আহার্য্য নিজ নিজ অংশ তাকেই প্রদানে—অনাহারের অতি ভীষণ কষ্টে—ধীরে ধীরে—তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলে গেল—কেবল বেঁচে রইলো সেই একজন। সেই একজনই প্রবল প্রতাপশালী অতুল ঐশ্বর্য্যশালী [illegible] বংশের নিধনের কারণ হলো;—একটা বিরাট বংশকে নির্মূল করে—যুগ পরিবর্ত্তন করে—নব-যুগের সৃষ্টি করলে। সেই আদর্শে—প্রতিহিংসার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে, আমিও আমাদের জীবন দিয়ে সেই একজনকে বাঁচাতে গিয়েছিলুম—সেই একজনকে দিয়ে সিরাজকে সমূলে—সবংশে ধরণীর বক্ষ হতে চিরকালের জন্য সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—এই পন্থার পথ অবলম্বন করেছিলুম; কিন্তু কে জানে সিরাজ-বাহিনী এত সজাগ—এত সতর্ক—কে জানে মোহনলাল ও মীরমদন এত প্রভুভক্ত—এত করাল শক্তিশালী! মোহনলাল, মীরমদন এরা সিরাজের দুটী হাত—দুটী নেত্র

দুটী বক্ষ-পঞ্জর। এরা না থাকলে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো—এ সুনিশ্চয়।”

“রাজার যদি অস্ত্র-শস্ত্র—শক্তি-সামর্থ্য—সৈন্য-সামন্ত না থাকে, তাহলে রাজ্য জয় অতি সুগম হয়। বারিধির যদি তর্জ্জন-গর্জ্জন—ভীম-ভৈরব উন্মাদ নর্ত্তন—অনন্ত অগাধ জলরাশি না থাকে তাহলে রত্ন আহরণ অতি সহজ হয়। অজগরের যদি উদ্ধ-শির—রোষ ক্রোধ—দংশন শক্তি—তীব্র কাল-কূট না থাকে—তাহলে তার সংহার অতি সরল হয়। ব্যাঘ্র যদি হুঙ্কার—অমিত তেজ—নখ-দন্ত—বীর্য্য-শৌর্য্য হারা হয়—তাহলে তাকে সকলেই বধ করতে পারে—এ কথা সকলেই জানে—বোঝে। কিন্তু একটা দেশের অধিপতির এ কল্পনায় একটা দুরূহ কর্ম্ম-পথে পা দেওয়া বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন মাত্র। কোন্ পরিচয়ে—কোন্ প্রমাণে যে রাজা বাহাদুর সিরাজকে এত অক্ষম—অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করলেন, তা আমি শত চিন্তায় বুঝতে অসমর্থ হলুম। যে বালক নবাব আলি-বর্দ্দী জীবিত থাকতেই অকুতোভয়ে—ভারতের বক্ষ গভীর গম্ভীর রণ-ডঙ্কায় নিনদিত করে—বিদ্রোহের কেতন সগর্ব্বে উড্ডীন করতে পারে—যে বালক কৌশলে আমাদের ন্যায় অগণন সৈন্যশালী—অর্থশালী—প্রভাবশালী পঞ্চ নৃপতিকে অসংখ্য সৈন্য সহ পশুর ন্যায় নিরস্ত্র করে বন্দী করতে পারে—সে বালককে হীন জ্ঞান করা—সে বালকের কৌশল বা বুদ্ধিবলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা—সে বালককে চতুর ও প্রভুভক্ত অনুচরহীন—সৈন্যহীন ভাবা—এ রাজা বাহাদুরের নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার একটা প্রকাণ্ড পরিচয়।”

“তাহলেও আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয় নাই নবাব বাহাদুর। বলেছি তো, আমার উদ্দেশ্য একজনকে রক্ষা—একজনের জীবন—শুধু প্রতিশোধের জন্য একজনের পলায়ন। সে উদ্দেশ্য অনুমান

পূর্ণ হয়েছে। মীরমদন ও মোহনলালের সতর্কতায় ক্ষিপ্রতায় আমরা চারিজন পুনঃ বন্দী—পুনরানীত হলেও নবাব বাখর খাঁ ধৃত হন নাই—বোধ হয় বাখর খাঁ স্ব-রাজ্যের পথে পদার্পণ করেছেন—বোধ হয় বাখর খাঁ সিরাজ শোণিতে আমাদের আত্মার-তৃপ্তি-সাধন করবেন।"

সহসা শিবির কক্ষ শব্দিত করিয়া উত্তর আসিল—

"না রাজা সাহেব—বাখর খাঁও বন্দী হয়েছে।"

"একি বাখর খাঁ! আপনি! আপনিও বন্দী! তবে আর আমাদের কোন আশা নাই।"

"আশা আছে।"

"আশা আছে! উন্মাদের ন্যায় একি কথা বলছেন বীরেন্দ্র?"

"উন্মাদের মত নয়—সহজ সরল সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের মতই বলছি রাজা সাহেব, এখনও আশা আছে—এখনও পথ আছে—এখনও উপায় আছে।"

"কি সে উপায়?"

"সে উপায় শুধু সিরাজের আনুগত্য স্বীকার করন—শুধু সিরাজের নিকট প্রীতির ডালি উপঢৌকন প্রদান।"

"বাতুল—বাতুল—নিশ্চয়ই বাতুল আপনি। নবাব বাখর খাঁ, আশু চিকিৎসার আপনার প্রয়োজন হয়েছে—নতুবা উন্মত্ততা অধিক বর্দ্ধিত হবে। ক্ষুধার্থ কেশরী প্রেম-প্রীতির ধার ধারে না—হিংস্রক সর্প ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখে না—নরঘাতী দস্যুর বক্ষে করুণার প্রবাহ ছোটে না; এ কথা বোঝে বালকে—জানে সকলে—কেবল বোঝে না—জানে না—একমাত্র উন্মাদে।"

"আর বোঝে না—যারা অহঙ্কারে অন্ধ—আত্মম্ভরিতায় উন্মাদ—ক্ষমতায় ক্ষিপ্ত তারা। আপনারা সকলেই অহঙ্কারে অন্ধ—সকলেই নর-

ঘাতী দস্যুরই ন্যায় পরস্বাপহরণে সতত চেষ্টিত। আপনাদের মানুষ চেন্‌বার—মানুষের অন্তর দেখবার দৃষ্টিশক্তি নাই—তাই দেবতাকে পিশাচের অর্থাৎ নিজের চরিত্রানুযায়ী দেখছেন—ভাবছেন। মানুষের নিয়মই এই—বিধানই এই নিজের চরিত্রানুযায়ী পরকে দেখে—ভাবে।"

"দেবতা কে ?"

"নবাব সিরাজউদ্দৌলা।"

"তাহলে আপনি আমরণ আজীবন সেই দেবতার পূজা করুন গে—আমরা তাঁকে পূজা করা দূরের কথা—সেই বালক শয়তান সমীপে মস্তক নত করতে—সেই অর্বাচীন সম্মুখে শির প্রণত করে অভিবাদন করতে দেহে স্পন্দন থাকতে পারবো না। মানব-দেবতার প্রতি ভক্তির প্রেরণা যদি অন্তরে ছোটাতে এসে থাক যদি—তবে ফিরে যাও নবাব—ফিরে যাও তোমার দেবতা সিরাজের পদতলে।"

"তোমাদের ন্যায় প্রাণের নীচতার—নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিপূরিত এই নরক সম স্থানে বসবাস করবার ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসি নাই রাজা-সাহেব। তোমার উপায় খুঁজলে—তাই তোমাদের উপায় বলতে—পথ দেখাতে এসেছিলুম কথা শুনলে না—এখনও কুটিল ক্রূর পথ ত্যাগ করলে না—এখনও দেবতার শরণাপন্ন হলে না যখন—তখন চলুম। মৃত্যুই তোমাদের মঙ্গল—শুধু তোমাদের নয়—পৃথিবীর মঙ্গল—মানুষ জাতির মঙ্গল।"

"কিন্তু তা হবে না—এক সঙ্গে সকলে এসেছি; ফিরতে হয় এক সঙ্গে ফিরবো—মরতে হয় এক সঙ্গে মরবো। বাখর খাঁ, স্থির জেনো—তোমায় রেখে, তোমায় ছেড়ে আমরা কখনও মরবো না—মরবার পূর্ব্বে সিরাজভাবক, তোমার মাথাটা আমাদের চারিজনার যুগল পদাঘাতে চূরমার করে মরবো। অগ্রে তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও শয়তান।"

"নরঘাতক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হিংস্রক পশু সম্মুখে একক নিরস্ত্র অবস্থায় আসি নাই রাজা সাহেব। এই দেখ সুশাণিত তরবারী আমার তোমাদের শোণিত পানের উল্লাসে—কি প্রখর প্রভায় উজ্জলতায় হাসছে কি তীক্ষ্ণতায় সে বিদ্যুত উদ্গারণ করছে। কিন্তু নিরস্ত্র তোমরা—তোমাদের অসহায় অবস্থায় আমার অস্ত্রের রক্ত পিপাসা পূর্ণ করবে করবার ইচ্ছাও নাই—তবে যদি তোমরা পশুর মত তাই অন্যায় আমার জীবন নাশে উদ্যত—চেষ্টিত হও—তাহলে আমাকে নিরুপায়ে অস্ত্রে সাহায্য গ্রহণ করতে হবে—বুঝে কাজ করো হীন হিংস্রকের দল।"

"বাখর খাঁ, বন্ধু তুমি—সহযাত্রী তুমি—সম সম্মানে—সম পদ-মর্যাদায় ভূষিত তুমি; তোমায় কি কখনও আমরা হত্যা করতে পারি? আমরা ঘাতক নই দোস্ত—আমরা তোমায় রহস্য করছিলুম দোস্ত।"

"রহস্যে মুখে চোখে হাস্যের বিস্ফুরণ না হয়ে কি শিকারী লুব্ধ হিংস্রকের দানবীয় দীপ্তি ফুটে ওঠে? আমি উন্মাদ নই—বালক নই—নির্ব্বোধ নই। তোমাদের চিনেছি—তোমরা নরাকৃতি শয়তান; তোমাদের বুঝেছি—তোমরা অধর্ম্মের অবতার। তোমাদের স্পর্শে—তোমাদের দর্শনেও দেহ অপবিত্র হয়—তোমাদের বসতি স্থানও বিষ-নিশ্বাসে তিক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে—তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ নিজের মনুষ্যত্বের বিনাশ মাত্র। যাও—তোমাদের ন্যায় শয়তান শোণিতে করবার আমার কলঙ্কিত করতে—আত্মাকে আমার কলুষিত করতে চাই না।"

সজোরে উন্মুক্ত অস্ত্র পিধান বদ্ধ করে, বাখর খাঁ সবেগে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সহসা পশ্চাত হইতে পৃষ্ঠদেশে এক দারুণ পদাঘাতে অপ্রস্তুত বাখর খাঁ সশব্দে ভূমে পতিত হইলেন। ক্রুদ্ধ পদাহত কেশরী তৎক্ষণাৎ ভূ-উত্থিত হইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু এককালীন চারিজন নৃপতি প্রবল শক্তি প্রয়োগে, তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। আলতাফআলি জানু

দেশ বক্ষোপরি স্থাপনে—বামকরে বাখর খাঁর কণ্ঠদেশে দেহের শক্তি বিনিয়োগে ধারণে—দক্ষিণ করে বাখর খাঁর পিধান বদ্ধ অস্ত্র গ্রহণে—হুঙ্কার কণ্ঠে বলিলেন,—

"এইবার—এইবার দর্পিত গর্ব্বিত পামর—এইবার কোন দেবতা তোমায় রক্ষা করে।"

আলতাফআলির কণ্ঠস্বর নীরব হইতে না হইতে বজ্র-আরাবে মহানাদে ধ্বনিত হইল—

"আমি রক্ষা করবো। পশুর ন্যায় জীবন হারাবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে নবাব বাখর খাঁকে পরিত্যাগ কর দুর্বৃত্তের দল—আর না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও নরঘাতক।"

বিস্ময়ে—শঙ্কান্দোলিত বক্ষে—বিশুষ্ক বিবর্ণ বদনে—বিপুল বিস্ময়াঙ্কিত নয়নে সকলে দেখিলেন,—

উত্তোলিত একাগ্নি করে—সাক্ষাৎ শমন সম সম্মুখে মোহনলাল দণ্ডায়মান।

আতঙ্কে সকলে মন্ত্র চালিতের ন্যায় বাখর খাকে পরিত্যাগে, নীরবে—নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন।

শ্লেষ তীব্র কঠোর কঠিন কণ্ঠে মোহনলাল বলিলেন,—

"এত হীন হেয় কাপুরুষ তোমরা! ছিঃ—ছিঃ—তোমরা মানুষ পদ-বাচ্য হলে নরজাতি ঘৃণায় নিজেকে অন্য নামে পরিচিত করবে—শয়তান তাহলে লজ্জা পাবে। এস নব-জাগ্রত মহামানব নবাব বাখর খাঁ—এ নরকাগার তোমার ন্যায় মহান্ মহীয়ান্ মানবের উপযুক্ত স্থান নয়—এস মহৎ আমার সঙ্গে—আমার আবাসে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"আজ এই বিহার দরবারে—এই শত সহস্র বীরের সম্মুখে—এই শত শত সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলীর নিকট মুক্ত উচ্চ-ভাবে বল্‌ছি—তুমি বিহারের রাজা সিরাজ। তুমি স্বাধীন ইচ্ছায় বিহার রাজ-দণ্ড স্ব-করে গ্রহণে—স্ব-ইচ্ছায় পরিচালনা করতে পার। ইচ্ছা হলে অপরের করেও অর্পণ করতে পার। মুর্শিদাবাদ দরবারে তোমায় কোন নজরাণা বা খেলাত প্রেরণ করতে হবে না। বিহারের রাজ-দণ্ড প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বাধীনতাও ঘোষণা করছি।"

"করুণা যখন করেছ নবাব—তখন করুণায় কর অনুমতি তোমার পদতলে বসে আমি বিচার করি এই সব অপরাধীদের।"

"পদতলে বসে কেন সিরাজ, সিংহাসনে উপবেশনে কর অপরাধীদের যোগ্য দণ্ড-বিধান।"

"না—না—সিরাজ সিংহাসন চায় না; তোমার পদতলই চায়—তোমার পদতলই যে সিরাজের স্বর্ণ-সিংহাসন।"

"তোর স্বাধীন ইচ্ছার গতিপথ আলিবর্দী আর কখনও রুদ্ধ করতে অস্ত্র-নিষ্কাশন বা হস্ত প্রসারণ করবে না দেব-বালক। তুই তোর ইচ্ছা মত অপরাধীদের বিচার কর—শাস্তি দে।"

"উত্তম! মেহেদী-নেশার।"

"নবাব।"

"তুমি—তুমি-ই এই মহা-বিপর্য্যয় ব্যাপারের মূল। তুমিই কু-মন্ত্রণার বাতাসে সিরাজকে ভ্রান্ত-পথে করেছ পরিচালিত। তুমি কট-মন্ত্রে সিরাজকে বিদ্রোহীর হীন-মূর্ত্তিতে করেছ লোক চক্ষে প্রকটিত। তুমি জীবিত থাকলে, তোমার মন্ত্রে—তোমার স্পর্শে—তোমার সংস্রবে শত বিদ্রোহীর নিত্য নিত্য সৃষ্ট হবে। তাই পৃথিবীর আবর্জ্জনা দূরীভূত করতে—আমি, তোমায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।"

"আমি আপনারই শুভার্থে, আপনারই মঙ্গলার্থে সু-যুক্তি দান করেছিলুম—প্রতিদান তার এই কি নবাব-সাহেব?"

"আর এই কি তোমার মঙ্গল-মন্ত্রণা? রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে ক্ষিপ্ত করে তোলা—দেবতার বিপক্ষে ভক্তকে উত্তেজিত করা—পিতার বক্ষোপরি পুত্রকে অস্ত্রোত্তোলনের পরামর্শ দেওয়াই কি তোমার শুভার্থীর পরিচয়? শয়তান তুমি—এ নীতি তোমাতে সম্ভব, কিন্তু মানবে নয়। বৃথা বাক্যে কঠিন কঠোরতায় জীবনাবসান হবে। নীরবে যাও বধ্য-ভূমিতে। যাও রক্ষী, সত্বর নিয়ে যাও শয়তানকে মানব-সমাজ হতে।" (২৫)

দুঃখে, ক্ষোভে, রোষে—দণ্ডিত অপরাধী—সিরাজের নর্ম্ম-সাথী—সিরাজেরই দণ্ডাদেশে রক্ষীসহ দরবার ত্যাগ করিলেন।

তখন সিরাজ-সাহায্যে আগত আলতাফআলি মূল্যবান্ আসন ত্যাগে স-সম্ভ্রমে—সসম্মানে বলিলেন,—

"আমাদের প্রতি নবীন-নবাবের আদেশ?"

"কিছুমাত্র না। আপনারা আমন্ত্রিত অতিথি—সিরাজই আপনাদের আদেশবাহী। কেবল আপনাদের রক্ত-লোলুপ হিংস্রক মূর্ত্তি দর্শনে শঙ্কায় আমি সরে এসেছিলুম। আপনাদের নর-শোণিত পানের প্রবল লালসা দেখে, নিরুপায়ে কেবল আপনাদের অস্ত্রহীন করেছিলুম। সে জন্য

সিরাজ আজ যুক্ত-করে আপনাদের কাছে মার্জনা ভিখারী। আপনারা মুক্ত—স্বাধীন—স্ব-দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন। তবে অস্ত্র পাবেন না। আপনাদের অস্ত্র—আপনারা নিজ নিজ রাজ্যে উপনীত হলে, আমার লোক আপনাদের অস্ত্র-রাজি পৌছে দিয়ে আসবে। কারণ, এই অসংখ্য অস্ত্র সন্মিলিত হয়ে যদি বিহার বা বঙ্গ-বক্ষ বিদীর্ণে—শোণিত পানার্থে উত্থিত হয় তা হলে আপনাদের সে উত্থিত অস্ত্র নমিত করতে, অযথা বহু নর-রক্তে শ্যামল ধরিত্রীর অঙ্গ রক্তিম-বর্ণ ধারণ করবে। তাই, বিভিন্ন পথে—বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র-বিহীন হয়ে আপনাদের নিজ নিজ গন্তব্য-স্থানে গমন করতে হবে। রাজ্যের মঙ্গল-সাধনে—প্রজার রক্ষণে নিরুপায়ে আমায় এই নীতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ জ্ঞান-বৃদ্ধ—বয়োবৃদ্ধ আপনারা, আপনাদের নিকট অমার্জ্জনীয় হবে না বলেই সিরাজের বিশ্বাস।"

"ক্ষুধিত—নর-শোণিত তৃষিত শার্দ্দুল দলকে অবজ্ঞায় উপেক্ষায় পরিত্যাগ করিস্ নে সিরাজ—দ্বিগুণতর ক্রোধে সে গর্জ্জন করে উঠবে।"

"তবুও আমার আমন্ত্রিত—আমার অতিথি। আজ যদি রাজা হয়ে—অভ্যাগত অতিথির অমর্য্যাদা করি—অযথা অপমান করি, তাহলে কাল আর রাজার প্রয়োজনে—রাজ আহ্বানে কেউ ছুটে আস্‌বে না। তাই এঁদের সহমানে মুক্তি দিচ্ছি। তবে হাঁ—আর একটা কথা। আমার লোকেরা আপনাদের অস্ত্র বহনে—আপনাদের অসংখ্য সৈন্য মধ্যে—রাজ্য মধ্যে যাবে। তাদের অক্ষত-দেহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আপনাদের প্রত্যেকের সেনা-নায়কদের প্রতিভূ-স্বরূপ এখানে থাকতে হবে। বন্দী ভাবে নয়—সহমানে—শুধু প্রতিভূ-স্বরূপ থাক্‌বেন—এই মাত্র। এই সর্ত্তে সম্মত হলেই, আপনারা আজ বা কাল—যেদিন ইচ্ছা, সেই দিনেই যাত্রা করতে পারেন।"

"নখ দন্তহীন, দেহের শক্তি-সামর্থ্যহীন পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীও নিরুপায়ে তাদেরই ভক্ষ্য নর-পদ লেহন করে। আমরা সর্ত্তে সম্মত হলুম।"

"উত্তম। ইচ্ছা হয় রাজপ্রাসাদে রাজোচিতভাবে বিশ্রাম করুন—অথবা ইচ্ছা হয় রাজ্যাভিমুখে গমন করুন। দেওয়ান রাসবিহারী।"

"নবাব।"

"আমার আদেশ ও ব্যবস্থানুযায়ী অভ্যাগতের অভ্যর্থনা অথবা রাজ্য-গমনের ব্যবস্থার সু-বন্দোবস্ত কর। যে সব বীর প্রতিভূ-স্বরূপ বিহারে অবস্থান করবেন, তাঁদের উপযুক্ত ভবন ও ভোজনের ব্যবস্থা কর। যান আপনারা—যাও রাসবিহারী।"

"নবাব-আদেশ প্রতিপালনে এ ভৃত্য পরিশ্রমে কৃপণতা করবে না।"

"মীরমদন—"

"জাঁহাপনা।"

"তোমার কর্ম্ম-নিপুণতায় আমি তৃপ্ত—তোমার রাজ-ভক্তি দর্শনে আমি প্রীত। তুমি আমাপেক্ষা যে আমার দেব-তুল্য দাদুকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কর—তার পরিচয়ে আমি যথার্থই সন্তুষ্ট। যে আমার দাদুকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। তোমায় আমি এক হাজারী মন্সবদার হতে পঞ্চ হাজারী ফৌজদার পদ প্রদান করলুম।"

"নবাব-পদে শত শত শ্রদ্ধানত সেলাম।"

"মোহনলাল—"

"রাজা।"

"খোদা যাকে নিজ গুণনিকরে করেছেন সৃজন, ক্ষুদ্র নর তাকে আর কি ভূষায় সাজাবে—কোন ভাষায় তার গুণ-কীর্ত্তন করবে? তুমি আচ্ছাদন হীন সিরাজ-শিরে ধরেছ আচ্ছাদন—নিরাশ্রয় সিরাজকে করেছ আশ্রয় দান। তুমিই মন্ত্রণায় সশস্ত্র সহস্র সহস্র সবল শার্দ্দুলদলকে করেছ

হৃতবল—তুমিই অস্ত্র প্রহারে দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আয়ুবআলীকে নিহত করে—করেছ সিরাজের জীবন দান। তুমি উপহারের অতীত। তবু—তবুও কিছু না দিলে কৃতজ্ঞতার এ প্রবল-প্লাবন ধারার গতি-পথ হবে না ক্ষীণতর!

তুমি মন্ত্রণায়—ক্ষিপ্ত শার্দ্দুল গ্রাস হতে করেছ প্রজার জীবন—রাজ্যের মঙ্গল সাধন, তাই তোমায় বিহারের প্রধান মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীর পদে করলুম বরণ।

তুমি দুর্জ্জয় বীর আয়ুবআলীকে কয়েক আঘাতে করেছ নিধন—তাই তোমায় শৌর্য্য-বীর্য্যমণ্ডিত বিহারের সর্ব্বোত্তম সেনাপতি পদ করলুম অর্পণ।

আর তুমি সিরাজের নিদারুণ দুঃসময়ে বান্ধবের মত তাকে দিয়েছিলে আশ্রয়, তাই তোমায় বন্ধু-সম্ভাষণে করছি প্রীতি-আলিঙ্গন।"

সিংহাসন-সোপান ত্যাগে সত্যই বিহার-অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা দীন মোহনলালকে—হীন কাফেরকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। সে মহৎ কৃতজ্ঞতার মহা-প্লাবনধারা দর্শনে সিরাজ-নিন্দুকের চিত্তও আবেগে ভরপূর হইয়া উঠিল—ক্ষণেকের জন্য অজ্ঞাতে সিরাজ-চরণ পূজায় মাথা আনত হইল। আলিঙ্গন পাশ মুক্তে কৃতজ্ঞোচ্ছ্বাসিত অন্তরে—শ্রদ্ধানিষিক্ত গদ্ গদ্ স্বরে মোহনলাল বলিলেন,—

"এত করুণা এ দীন প্রজার প্রতি তোমার রাজা! এমন সুন্দর মূর্ত্তি—এমন মধুর দান এ মর্ত্ত্যে বোধ হয় আর কখনও প্রকটিত হয় নাই। যেন স্বর্গের একটা প্রপাতধারা নেমে এসেছে—মর্ত্ত্যের আবিল আবিলতা বিধৌত করতে। যেন দেব-হৃদয়ের দ্বারোন্মুক্তে প্রীতি প্রেম, বিচার বিধি মানব-চিত্তে মহিমালোক জ্বালাতে—এসেছে মানব-মূর্ত্তির দেহাধারে। যেন অলোক-আভা অঙ্কিত অমর-আলেখ্য ছিট্‌কে এসেছে অমর-লোক হতে

ধরা-মাঝে। মোহনলাল আজ সর্ব্বজন সমক্ষে তোমায় দেবতা সম্ভাষণে—দেবতা জ্ঞানে—নত-আননে—শত প্রণামে অভিনন্দিত করছে।"

"আর সিরাজও তোমায় মর্ত্ত্যের দেবতা-বোধে—স্বর্গের দেব-প্রতিনিধি জ্ঞানে—স-সম্ভ্রমে স-শ্রদ্ধায় এই রাজাসন থেকে—বিহারের অধীশ্বররূপে তোমায় রাজা সম্বোধনে অভিবাদন করছে।

হে সর্ব্বগুণাধার মানব, আজ থেকে তুমি **রাজা মোহনলাল**-রূপে জগতে অভিবরিত হও।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"এইবার—এইবার বৃদ্ধ জানকীরাম ?"

"আদেশ কর নবীন-নবাব।"

"তুমি তোমার প্রভুর আজ্ঞা অবজ্ঞা করেছ—রাজশক্তিকে উপেক্ষা করেছ। তুমি প্রভু-দ্রোহী—রাজ-দ্রোহী—মহা অপরাধী।"

"পূর্ব্বে নিজেকে ভেবেছিলুম নিরপরাধী। কিন্তু এখন সে ভ্রান্তি ভেঙ্গেছে। এখন বুঝেছি—সত্যই আমি অপরাধী।"

"পূর্ব্বে কিসে নিজেকে নিরপরাধী ভেবেছিলে ?"

"বিহার তোমার পিতৃ-রাজ্য, তাই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব—নামে মাত্র তোমায় বিহারের নবাব করে, আমারই হস্তে রাজ্য-পরিচালনার

ভারার্পণ করেছিলেন। তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত, বয়োপ্রাপ্ত হলে, তখন তোমায় রাজাসনে তোমার দাদু অভিষেক করবেন, এই কল্পনাই আমি করেছিলুম। তাই বালকের হস্তে রাজ্য বিশৃঙ্খল হবে বলে—তোমায় রাজ-দণ্ড প্রদান করি নাই। তাই রাজার রাজা নবাব আলিবর্দ্দীর আদেশের জন্য তোমার দুর্গ প্রবেশ পথ রুদ্ধ করি। এ কার্য্য কর্ত্তব্য-বোধেই করেছিলুম, তাই নিজেকে নিরপরাধী ভেবেছিলুম।"

"সে ভ্রান্তি এখন ভাঙ্লো কিসে ?"

"তোমার মহত্ত্বে।"

"কি মহত্ত্ব দেখলে আমার ?"

"আমি অন্তরে তোমার শুভার্থী হলেও—তুমি বুঝেছিলে আমি শত্রু তোমার। আমি ন্যায়তঃ নিরপরাধ হলেও—তুমি জেনেছিলে আমি অপ-রাধী। অথচ আমি যখন একক নিরস্ত্র অবস্থায়, সৈন্য-বেষ্টিত তুমি—তোমার সম্মুখে উপস্থিত হই—তখন তুমি অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে—শত্রুকে বন্দী না করে—কৌশলে দুর্গ অধিকার না করে আমায় অক্ষত অঙ্গে পরিত্যাগ করলে। তোমার এ মহা-প্রাণতায় মুগ্ধ হলো অন্তর আমার। তোমার একটী বারের অগ্রাহ্য আহ্বানে ভারতের পঞ্চ-শক্তি সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী দলসহ উন্মুক্ত শাণিত কৃপাণ করে ছুটে এসেছিল—আরও আস্‌তো। তুমি ইচ্ছা করলে—তুমি হীন হলে—আজ তুমি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌তে। মহা যোগীর ন্যায় তোমার এই নির্লোভতায় অন্তর আমার—তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হলো। তুমি তাদের সাহায্য গ্রহণ দূরের কথা, দাদুর বিপদাশঙ্কায় কৌশলে তাদের শক্তি-মেরুদণ্ড অস্ত্র কেড়ে নিলে। মাতামহের প্রতি তোমার এই অনাবিল ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা দর্শনে আমি চমৎকৃত হলুম। আর আজ তোমার এই বিচার—এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি—এই নিরপেক্ষতা দর্শনে বুঝলেম, তুমি

বয়সে বালক হলেও—বিচারে, বিবেকে, বুদ্ধিতে, ক্রিয়ায় তুমি অতি প্রবীণ—তোমার হস্তে রাজ-দণ্ড প্রদান করাই আমার উচিত ছিল। তাই আজ ভাবছি—তোমার রাজ্য তোমায় না দেওয়ায় সত্যই আমি অপরাধী। বিচারে অপরাধীর দণ্ড প্রদান কর নবাব।"

"তোমার নিজের কোন কিছু মহত্ত্ব দেখ নাই ?"

"মহত্ত্ব থাক্‌লে তো দেখবো রাজা ? মহত্ত্ব আমার কিছুই নাই রাজা।"

"আছে। লক্ষ লক্ষ মহত্ত্বের উত্তাল-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত অন্তর তোমার। নিজের মহত্ত্ব নিজে না দেখা—নিজে না প্রকাশ করাই যে একটা বৃহৎ মহৎ মহত্ত্ব অপরাধী। তুমি শুদ্ধ সিরাজউদ্দৌলার নামে মাত্র শঙ্কিত কম্পিত না হয়ে—বালক হস্তে রাজ-দণ্ড প্রদান কর নাই। যার নামে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা কম্পান্বিত ; সেই সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে কর্ত্তব্যানুরোধে, বীর-গর্ব্বে অস্ত্র ধারণে বিমুখ হও নাই। তুমি বালকের আদেশের উপরে বৃদ্ধ দাদুর আদেশকে স্থাপন করেছ। তুমি আমার ওপর স্থির-বিশ্বাসে একাকী অস্ত্রহীন অবস্থায়, আমার সম্মুখে গিয়েছিলে। তুমি জন সমক্ষে জানিয়েছ যে, নবাব আলিবর্দ্দীর নাতি সিরাজ হীন—হেয়—ঘৃণ্য নীচ সর্প নয়—তস্কর নয়—যে অসহায় নিরস্ত্র শত্রুকে করতল মধ্যে পেয়ে দংশন করবে। একি নয়—মহত্ত্ব তোমার ?

হে গুণিন, হে প্রবীণ, আজ সিরাজউদ্দৌলা তোমারই করে রাজ্য-সিংহাসন সমর্পণে—নত-জানু হয়ে উপবেশনে—অনুতপ্ত ব্যথিত-চিত্তে মার্জ্জনা চাইছে। পুত্রসম আমি তোমার—অজ্ঞ অন্ধ অজ্ঞান সন্তানের রূঢ় আচরণ—কুট-বচন বিস্মরণে কর করুণা বিতরণ।"

"তরুণ-তপন সম কে তুমি বালক—নর-চিত্ত আলোকিত করতে এসেছ মানব-দেহ পরিগ্রহে ? তোমার মহিমার শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। মহিমার্ণব তুমি, বিশ্বের গৌরব-গরিমার অত্যুজ্জ্বল আলোক স্তম্ভ

তুমি। বিমুগ্ধ বিভোর আজ বৃদ্ধের অন্তর—এ মহান মহিমময়, গরিমময় মহা-মানব মূর্ত্তি দর্শনে। এ অতুলনীয় অভাবনীয় ত্রিলোক আলোক—প্রোজ্জ্বল আদর্শ-চিত্র ফুটে নাই বুঝি অমর ভবনে। স্বর্গ-ভূষণ, বিশ্ব-কেতন সিরাজ, মার্জ্জনার ভাষা নাই—ধ্বনি নাই—ঝঙ্কার নাই। আজ এ বৃদ্ধ অপরাধী তোমার বিচারে—তোমার গুরু শাস্তিভার বহনে অক্ষম। এ শাস্তি-ভারে তার মাথা আজ সোজা হয়ে থাকতে পারছে না। আভূমি আনত মস্তকে আজ আদর্শ-রাজা-রূপে এ অপরাধী তোমায় পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করছে।"

বিশাল দরবারস্থিত বিপুল জনমণ্ডলী সকলেই ভাবিয়াছিল,—শমন-সম সিরাজউদ্দৌলার করাল আদেশ উপেক্ষাকারী জানকীরামের প্রাণ-দণ্ড সু-নিশ্চয়। এখন এই অচিন্তনীয় বিচার দর্শনে—এই মহৎ উক্তি শ্রবণে সকলেই চমকিত—পুলকিত—বিস্মিত—বিমুগ্ধ হইল।

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীও অবাকে—অপলকে—অনড়-গাত্রে এই অদেখা অভাবা অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিচার দেখিতেছিলেন—বালকের মুখ-নিঃসৃত জ্ঞান-গর্ভময় শিক্ষাময় বাণী আজান-ধ্বনির ন্যায় শ্রবণ করিতেছিলেন। হৃদয়ের আকুল আবেগ নিরুদ্ধে নবাব ডাকিলেন,—

"সিরাজ!"

"নবাব।"

"তোমার বিচার সমাপ্ত?"

"হাঁ দাদু।"

"তবে এইবার আমি তোমার বিচার করবো।"

"কোন্ অপরাধের?"

"এই রাজ-দ্রোহীতা—এই অশান্তি আহ্বানের—এই মহা-বিপ্লবের সূচনার সূত্রপাতে।"

"অপরাধী জ্ঞান যদি করে থাক দাদু—তবে বিচার কর—তবে শাস্তি দাও। নির্ব্বাকে—নত-শিরে আমি তা গ্রহণ করবো।"

"তোমায় আর আমি স্বাধীনভাবে অবাধে ছেড়ে দেব না—আমি এবার তোমায় বন্দী করবো সিরাজ। বন্দী করবো—রাজ্যের আবেষ্টনীতে—কর্ত্তব্যের রজ্জু-ডোরে। আজ থেকে তোমায় আমি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষেক করলুম। আর আজ থেকে তুমি—

নবাব মনসুরোল-মোলক-সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মির্জ্জা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর নামে ইতিহাসে পরিচিত হও।" (২৬)





—ইতি-বৃত্ত-বৃত্তান্ত—

১। হাজী আহম্মদ ও মির্জ্জা মহম্মদ দুই সহোদর। মির্জ্জা মহম্মদ, জগৎশেঠ প্রভৃতির অনুকম্পায় বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত, একবার মাত্র দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ করেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে—দিল্লীশ্বর তাঁহাকে সুজা উল্‌মুলক হেসামউদ্দৌলা আলিবর্দ্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর—অর্থাৎ রাজ্য মধ্যে তীক্ষ্ণধার তরবারি —রাজ্য রক্ষাকারী এই উপাধি দিভূষণে বিভূষিত করেন—আর ইতিহাসে এই নামেই তিনি অভিহিত হন—তাঁর পূর্ব্ব নামটুকু উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে মাত্র। একবার মাত্র কর দেওয়ার জন্য আলিবর্দ্দীকে স্বাধীন অধীশ্বর ব'লেই উল্লেখ করলুম।

২। সিরাজ যখন বিহার-জয়ে যাত্রা করেন—তখন তাঁর বয়স পঞ্চদশ মাত্র।

৩। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন বিহারের শাসক অথবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর নবাব আলিবর্দ্দীর প্রতিনিধি ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানগণের হীন কৌশলে মহাবীর জৈনুদ্দীন নিহত হইলে—প্রবীণ প্রাজ্ঞ আলিবর্দ্দী তৎপুত্র সিরাজকেই তদীয় পিতৃপদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু সিরাজের প্রতি স্নেহ ও সিরাজের বয়সের অল্পতার জন্য আলিবর্দ্দী রাজা জানকীরামকেই সিরাজের প্রতিনিধি পদে বরিত ক'রে বিহার-শাসন-দণ্ড তাঁরই করে সমর্পণ করেন।

৪। নবাব আলিবর্দ্দীর তিনটি দৌহিত্র। জ্যেষ্ঠাকন্যা ঘেসেটি নিঃসন্তান, মধ্যম কন্যার একটি পুত্র, নাম শওকৎজঙ্গ এবং কনিষ্ঠা আমিনার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সিরাজউদ্দৌলা কনিষ্ঠ এক্রামউদ্দৌলা। তিন দৌহিত্রের মধ্যে সিরাজউদ্দৌলার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলাকেই স্বীয় পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

৫। কেহ কেহ বলেন রাসবিহারী জানকীরামের ভ্রাতা—কেহ বলেন পুত্র। রাজা রাজবল্লভ এই উদার প্রভুভক্ত জানকীরামের পৌত্র।

৬। অনেক ইতিহাস বলেন, সাহাজাদা সিরাজ লুৎফাসহ পাটনায় গমন করেন—আবার অনেকে বলেন—সসৈন্যে গমন করেন। তবে জানকীরাম যে সিরাজউদ্দৌলাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা অথবা বিহার-শাসন-দণ্ড প্রদান করেন নাই—এমন কি দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকারও প্রদান করেন নাই—এ কথা সর্ব্ব ইতিহাসই বলেন।

৭। ক্রোধোন্মত্ত সিরাজ রুদ্ধ দুর্গে প্রবেশ মানসে দুর্গ আক্রমণ করেন—কিন্তু তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হয়—দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে বা দুর্গের কোন ক্ষতিও কর্‌তে পারেন নাই।

৮। সিরাজউদ্দৌলা বাল্যকাল হ'তেই রণপ্রিয় ছিলেন। অস্ত্রশিক্ষায় তাঁর অনুরাগও অতি প্রবল ছিল। রণনিপুণতায়—রণদক্ষতায় অতি কিশোর বয়সেই তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। মহা মহা সমরে তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় মাতামহপার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেন। যখন আফগানগণ সিরাজের পিতাকে এবং পিতামহ হাজী আহম্মদকে (আলিবর্দ্দী সহোদর) হত্যা—সিরাজের ভগিনী ও জননীকে বন্দিনী করে—তখন জামাতা ও ভ্রাতার শোকে—দৌহিত্রী ও কন্যার জীবনাশঙ্কায় আলিবর্দ্দী উন্মাদের ন্যায় দিগবিদিক জ্ঞানশূন্যে, আফগান সৈন্য-সাগরবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়েন। চতুর বর্গী সেই সময়ে আলিবর্দ্দীকে ধীবরের জালের ন্যায় আবদ্ধ করে—কিন্তু শোকোন্মাদ—রণোন্মাদ আলিবর্দ্দীর সেদিকে লক্ষ্য বা দৃষ্টি ছিল না—তাঁর না থাকিলেও সিরাজের তীব্রদৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল—বালকের কৌশলে সেই মহা সৈন্য-সাগর থেকে আলিবর্দ্দী তাঁর জীবন—তাঁর সিংহাসন রক্ষায় সমর্থ হন। বালকের অপরাজেয় শক্তি, শৌর্য্য, সাহস দর্শনে আলিবর্দ্দী সিরাজের সম্পূর্ণভাবে অধীনে একদল বাহিনী রাখেন। সে বাহিনী একমাত্র সিরাজ-আজ্ঞাধীন ছিল।

৯। মেহেদী নেশার সিরাজের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্তাবক ও প্রিয় ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মেহেদী নেশারের কু-মন্ত্রণায় বালক সিরাজ পাটনা জয়ে অভিযান গঠন করেন।

১০। সিরাজউদ্দৌলা গো-শকটে পাটনায় গমন করেন। তাঁহার শকট-বাহক বলদ দুটী দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত-ধবল ছিল—অতি দীর্ঘকায় ব্যক্তিও মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহার ককুৎস স্পর্শ করিতে পারিত না। দৈনিক ৪০ চল্লিশ মাইল অনায়াসে বলদদ্বয় শকটসহ গমন করিত। বার শত টাকা দিয়া এই বিপুলকায় বলদ দুইটী সিরাজ ক্রয় করেন।

১১। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ ও দৌত্য কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—চরাধিপতি রাজা রাজারাম রায়ের সহোদর এই নারায়ণ সিং। ইনি দৌত্য ও গুপ্তকার্য্যে ইতিহাসে স্বীয় নাম খোদিত করেন। নারায়ণ সিংহ যখন সিরাজ-পত্রবাহক—দূত বা গুপ্তচররূপে ইংরাজ-কুঠী, দুর্গ বা শিবিরে এমন কি তাঁহার বিশেষ পরিচিত অমীচাঁদের

নিকট গমন করেন—তখন তাঁহার ছদ্মবেশ উন্মোচন না করা অবধি তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারেন নাই।

১২। দুর্গজয়ে ব্যর্থ হ'য়ে—অপমানে ক্ষুব্ধ হ'য়ে অভিমানী সিরাজ—অভিমানে প্রান্তরে যখন আশ্রয় গ্রহণ করেন—তখন জানকীরাম রাজোচিত পটাবাস, খাদ্যদ্রব্যাদি, বেশভূষাদি প্রেরণ করেন—কিন্তু গর্ব্বিত সিরাজ গর্ব্বভরে তাহা স্পর্শও করেন নাই।

১৩। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজাসনে—তখন উচ্চ-পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর মধ্যে হিন্দুই দৃষ্ট হয়—মুসলমান ছিল না বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তিনি মীরজাফরকে কর্ম্মচ্যুত ক'রে হিন্দু মোহনলালকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে মাতামহীর আজ্ঞায় আবার মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতি ও মোহনলালকে মন্ত্রীপদে অভিষেক করেন। মীরমদন একজন সামান্য সর্দ্দারসৈন্য ছিলেন মাত্র। রাজ্যের স্তম্ভ—কাণ্ডারীসম প্রধানোত্তম মহোচ্চ পদে হিন্দুগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাতেই সিরাজউদ্দৌলার হিন্দুপ্রীতির জাগ্রত জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪। জারিয়া—ক্রীতদাসীকে কহে।

১৫। মীরজাফর, নবাব আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনী সা খানুমকে বিবাহ করেন। এই সা-খানুমের গর্ভে এক পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে—সেই কন্যার সহিত স্বাধীনতা প্রয়াসী নবাব মীরকাশেমের বিবাহ হয়—পুত্রের নাম মীরণ।

১৬। বাংলা শুধু ভাস্কর পণ্ডিতের দানবীয় অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয় নাই—বালাজী বাজীরাও, জানজী, রঘুজী, প্রভৃতি স্বতন্ত্র বর্গীদলকর্ত্তৃকও নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত হয়।

১৭। বর্গী জানজীর দলনে নবাব আলিবর্দ্দী ভগ্নীপতি মীরজাফরকে যখন সেনাপতি-রূপে প্রেরণ করেন—তখন মীরজাফর জানজীর আগমন সংবাদ প্রাপ্তমাত্রই সভয়ে শিবির ত্যাগে পলায়ন করেন। জানজী অবাধে শিবির ও দেশ লুণ্ঠন করেন। এই সংবাদে আলিবর্দ্দী মীরজাফরের সাহায্যার্থে আতাউল্লা নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করেন। কিন্তু উভয়ে বর্গীদমনে চেষ্টা না ক'রে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। আফগান ও বর্গীসহ পত্র আদান প্রদান হয়—সে পত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী সিরাজউদ্দৌলা

ধরেন। ষড়যন্ত্র প্রকাশে ক্রুদ্ধ আলিবর্দ্দী উভয়ের বিরুদ্ধে স্বয়ং সসৈন্যে গমন ক'রে উভয় বিদ্রোহীকে বন্দী করেন।

১৮। নবাব বিদ্রোহী আতাউল্লাকে নির্ব্বাসিত এবং মীরজাফরকে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজেস ও বেগমসাহেবার অনুরোধে মুক্তি দেন এবং পূর্ব্বপদে বাহাল রাখেন। তখন বালক সিরাজ মাতামহকে বলেন—কালসাপকে প্রশ্রয় দিলে দাদু!

১৯। সাহাজাদা সিরাজউদ্দৌলার পত্রখানি ইতিহাস দৃষ্টে বঙ্গানুবাদে অবিকল উদ্ধৃত হইল—ইহাতে আমার রচনা বা কল্পনার কণামাত্র নাই।

২০। নবাব আলিবর্দ্দীর দৌহিত্রের নিকট প্রেরিত পত্রখানি মায় বয়েতসহ অবিকৃত অবস্থায় উল্লিখিত হইল।

২১। লুৎফ—ভালবাসা; নেসা—স্ত্রী; লুৎফন্নেসা—শ্রেষ্ঠা স্ত্রী। সত্যই লুৎফন্নেসা সিরাজের শ্রেষ্ঠা স্ত্রীই ছিলেন। লুৎফা জারিয়া অর্থাৎ ক্রীতদাসী হ'তে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিরাণী হ'লেও বঙ্গেশ্বরীর গৌরব তিনি যথোচিত ভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর মহিষী যেমন বিচারে, মন্ত্রণায়, সম্পদে, বিপদে, আমোদে, সমরক্ষেত্রে স্বামীর সহায় ছিলেন—লুৎফান্নেসা সেইরূপ সর্ব্বকার্য্যে—সিরাজের সাহায্যকারিণী ছিলেন। ইহার গর্ভে সিরাজের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সিরাজ যখন পলাশীর রণে পরাজয়ে পলায়ন করেন—তখনও একমাত্র লুৎফন্নেসাই তাঁর অনুগামিনী হন। সিরাজ অর্থ-পিশাচ ফকির দানশার চক্রান্তে ধৃত হয়—ততোধিক পিশাচপ্রকৃতি মীরণাদেশে মহম্মদীবেগ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। মীরণ লুৎফান্নেসার নিকট তাঁহাকে সাদী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তেজস্বিনী রাজরাণী সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—যে আজীবন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে এসেছে—সে কখনও গর্দ্দভের আশা করে না—আকাঙ্ক্ষা রাখে না।

২২। সিরাজউদ্দৌলার দমনে যখন আলিবর্দ্দী সসৈন্যে পাটনায় শিবির সংস্থাপন করেন—তখন সিরাজ সত্যই একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় মাতামহ শিবিরে অকুতোভয়ে গমন করেন।

৩২। মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব হিন্দু নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র পুত্র। এক হিন্দু নারীর প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হওয়ায় নিরপেক্ষ রাজা মুর্শিদকুলি খাঁ সেই একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। সেইজন্যই তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন ও তৎপুত্র সফরাজ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

নবাব সফররাজ—জগৎশেঠবধুর অনুপম রূপের প্রশংসা শ্রবণে—দর্শনেচ্ছায় স্বীয় প্রাসাদে শেঠবধূকে আনয়ন করেন। কিন্তু কোনরূপ অত্যাচার বা অপমান না ক'রেই আবার শেঠভবনে প্রেরণ করেন। সেই ক্রোধেই জগৎশেঠ সরফরাজ প্রতিনিধি—পাটনাপতি আলিবর্দ্দীকে আহ্বানে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করেন।

২৪। আলিবর্দ্দীর সব ক্রোধ—সিরাজউদ্দৌলার সব অভিমান—উভয়ের দর্শনে অশ্রুপ্লাবনে বিধৌত হ'য়ে যায়—সব মনোমালিন্য ঘুচে যায়।

২৫। সাহাজাদা সিরাজউদ্দৌলাকে নর্ম্মসঙ্গী ও চাটুকার মেহেদী-নেসার কুমন্ত্রণায় পাটনা আক্রমণে উত্তেজিত করার অপরাধে আলিবর্দ্দী তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেইজন্যই সিংহাসনে আলিবর্দ্দীকে বসিয়েছি—আলিবর্দ্দী সকাশেই সিরাজউদ্দৌলার মুখে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়েছি—ইহাতে ইতিহাস অনুমান অত্যধিক বিকৃত হয় নাই। কারণ—রাজসম্মুখে—রাজানুমতিতে—রাজ-প্রতিনিধির আদেশ—রাজার আদেশেরই ন্যায় মানিত—পালিত—অভিহিত হ'য়ে থাকে।

২৬। বিদ্রোহী সিরাজউদ্দৌলার দমনে বঙ্গেশ্বর নবাব আলিবর্দ্দী স্বীয় বীর-পত্নী বেগম সাহেবা সহ সসৈন্যে পাটনা গমন করেন—এবং স্নেহবারি ও অশ্রুজলে পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালক সাহাজাদাকে দমনকরতঃ—বিহার রাজাসন অর্পণ করেন। শুধু তাই নয়—বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক—নবাব মনসুরোল মোল্ক—সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ, মির্জ্জা মহম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর উপাধি বিভূষণে বিভূষিত করেন। আবার কোন কোন ইতিহাস বলেন—বিহার সিংহাসন পুনঃ জানকীরামের করে অর্পণে—পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনে সাহাজাদা সিরাজকে যৌবরাজ্যে অভিষেকে উক্ত উপাধি প্রদান করেন। অধিকাংশের মতানুযায়ী আমি বিহারেই সাহাজাদাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও নব-উপাধি বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ চির অমর—চির-গৌরবোজ্জ্বল নব নামকরণ কার্য্য সু-সম্পন্ন করিলাম।

ইতি-কথা—ইতি—